# সপ্ত পয়কর।

৺ আলাওল পণ্ডিত কর্ত্তৃক প্রণীত।

শ্রীমুনসী সইদর রহমান
পিছরে
৺ মৌলবী মহাম্মদ আছগর হোসেন
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,
শিবাদহ, ৫।১ নং হরশি ষ্ট্রীট, আহাম্মদি প্রেসে,
শ্রীআবদুল লতিফ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৪ সাল।

Price -/12/-

# সপ্ত পয়কর।

৺ আলাওল পণ্ডিত কর্ত্তৃক প্রণীত।

শ্রীমুনসী সইদর রহমান
পিছরে
৺ মৌলবী মহাম্মদ আছগর হোসেন
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,
শিবাদহ, ৫।১ নং হরশি ষ্ট্রীট, আহাম্মদি প্রেসে,
শ্রীআবদুল লতিফ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৪ সাল।
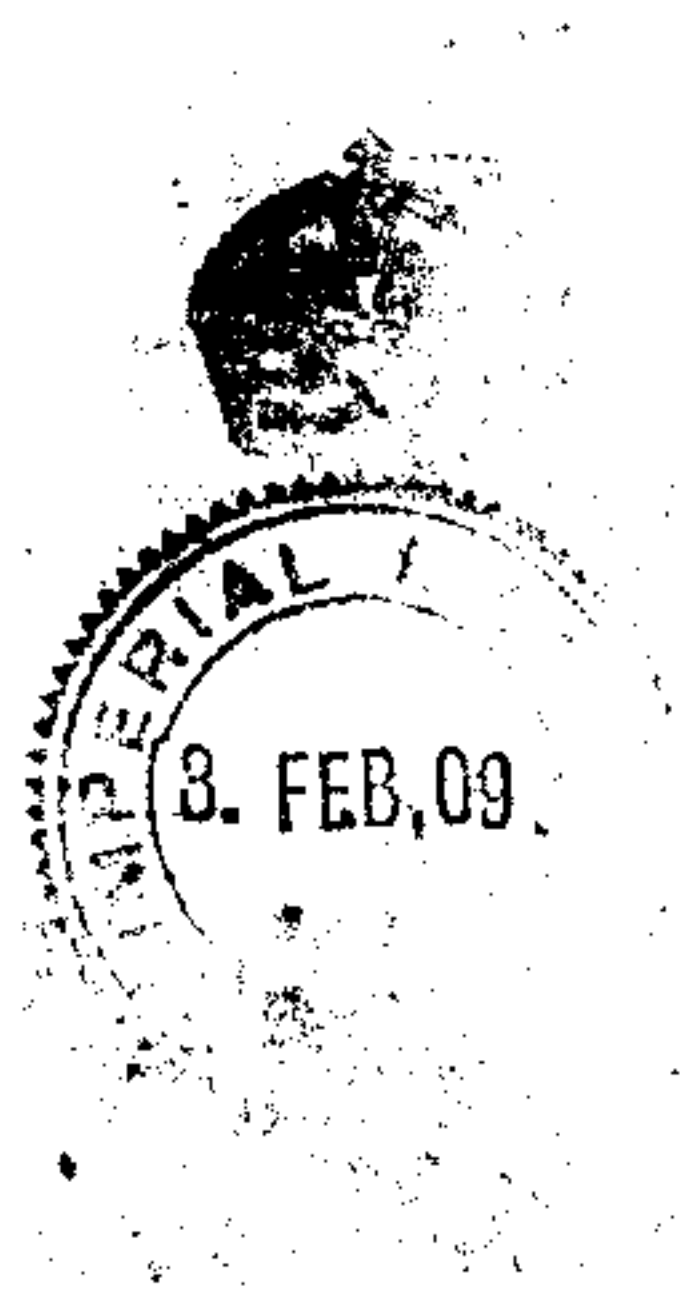
## প্রভুর স্তুতি

আদ্যের অনাদি স্বামী অন্তরে অনন্ত॥ প্রথমে মহিমা তান সুশোভিত গ্রন্থ ॥ বিনা লক্ষে শুন্য পরে স্থাপিছে আকাশ॥ করিছে মিহির শশি নক্ষত্র প্রকাশ ॥ সকলের কর্ত্তা আপে করিছে শুশম॥ ভাঁতি২ কার্য্যগতি রাখিছে নিয়ম ॥ আজু হন্তে জীবদান যত চরাচর॥ তার বলে আয়ুর জীবন নিরন্তর ॥ দৃষ্টার দৃশ্যের পরে তার দিব্য জ্যোতি॥ শ্রোতার শ্রবণ মাঝে সেই দিছে শ্রুতি ॥ সর্ব্ব ভুতে ব্যাপিত সংখ্যাতীত মহিমা॥ অতুল মহিমা তার দিতে নারি সীমা ॥ ত্রিভুবনে নাহি আর দ্বিতীয় শৃজন॥ ঘট রৈক্ষা পাল্য মাল্য স্বামী সর্ব্বজন ॥ তাহা হৈতে নিস্বরিছে শরীর সবার॥ পুনরপি তথা সকলের অনুসার ॥ ভাবিতে চরিত্র তার বুদ্ধিবন্ত বন্ধ॥ বুঝিতে মরম তান হয় অন্ধ ধন্দ ॥ জতেক জীবন হৈছে শৃজন তাঁহার॥ সংসার অসার জান সেই মাত্র সার ॥ জ্ঞান এক কণা হন্তে পন্থ দরশায়॥ কৃপা রুঞ্চ হন্তে কর্ম্ম সুশম

করায় ❋ তারে দণ্ডবৎ না করিল যেই শিরে ॥ কুলুপ লাগিল তার মুক্তির দুয়ারে ❋ শ্রোত জ্যোতি রাখি তম শিশির নিকট এক না পাসরি ভৈক্ষ দেয় প্রতি ঘট ❋ কারুনের গঞ্জ আনি নিলক্ষে লুটায় ॥ ভিক্ষুকেরে দেয় নিধি কে তারে বুঝায় ❋ পড়ি গুনি জ্ঞানবন্তে ভাবয় তাঁহারে ॥ যে তাঁকে জানিল দৃঢ় সকল পাসরে ❋ অগ্নিময়ী শিলা দাহ তন্ত্র জন্ত্র রিতে ॥ সকলের শুখ এক ঈশ্বরের ভিতে ❋ যে সবে ঈশ্বর স্মরে আছে একজন ॥ সে করে সকল কর্ম্ম আলগ আপন ❋ তাহা হন্তে সকল জীবন অধিকারী ॥ অনন্ত অপার লীলা বুঝিতে না পারি ❋ সেই সে করিছে সুর শশির প্রকট ॥ ধবল শ্যামল জ্যোতি দুই অন্তঃস্পট ❋ তার গ্রন্থ অবিশ্রাম সতত শুনেন্ত তাঁহার আদেশ বিনা কিছু না বুঝেন্ত ❋ হৃদয়ের মাঝে সেই করিছে উজ্জল ॥ তাঁহার দাতব্যে সব পায় বলাবল ❋ সেই রত্ন অনুরূপ সবান বড়াই ॥ না জানে তাহার কর্ত্তা আছে কোন ঠাই ❋ জীবন স্বরূপে প্রতি ঘটে অধিকারী ॥ কোন স্থানে থাকে সেই চিনিতে না পারি ❋ অঙ্গবাসী নিজ রত্ন না পারে চিনিতে ॥ যে তাকে শৃজিছে তাঁকে চিনিবে কি মতে জীবকর্ত্তা জীব হন্তে আছে যে নিকট ॥ জ্ঞানবন্তে কৃপা হন্তে জানয় প্রকট ❋ সেই পন্থ দর্শকেরা অতুল দেখয় ॥ স্থল বিবর্জ্জিত মাত্র আছে সর্ব্বময় ❋ যে সব নক্ষত্র ভাবি শুভা-শুভরিত ॥ প্রভুর শত্রুতা সেই না পারে বুঝিত ❋ যাহারে বলয় ভাল তার মন্দ হয় ॥ ভিক্ষুকেরে দেয় নিধি কে তাকে বুঝয় ❋ পড়ি গুণি জ্ঞানবন্তে ভাবয় তাহারে ॥ যে তাকে জানিল দৃঢ় সকল পাসরে ❋ ত্রিভুবনে যতেক শৃজিল ভাঁতি

ভাঁতি ॥ নিয়ম করিতে নারি ভাবি এক রাতি ❋ বুদ্ধিবন্ত পন্থ যেবা পাইছে তা হৈতে ॥ ধন্দ হই চাহিতে না পারে তার ভিতে ❋ অনেক শৃজন এক ভাবিতে বিভোর ॥ চির-জীবি বিধাতার কে পাইবে ওর ❋ আদি অন্ত স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের স্থিতি ॥ যোগ্য ভৈক্ষ্য দেয় নিত্য নাহিক বিস্মৃতি এতেক ভাবিয়া মনে হইয়া লজ্জিত ॥ বর মাগি কৃপাময় পুরাও বাঞ্ছিত ❋ জ্ঞান দানে রাখ প্রভু আপন দুয়ারে ॥ অন্যের দুয়ার আশা খণ্ডাও আমারে ❋ শক্তির কৃপান দিয়া কাট মন ঘোর ॥ তোর মর্ম্ম যদি পাই সব যোগ্য মোর ❋ তুমি মোর গ্রাহক কান্দিমু কার ঠাই ॥ তুমি মুক্তি দায়ক মাগিমু কাতে যাই ❋ যদ্যপি সংসারে বহু আছয় বেকত ॥ নাহিক তোমার আগে তিলেক গোপত ❋ মনের মানস গুপ্ত নাই তোমা স্থানে ॥ তুমি সিদ্ধ কর প্রভু জানহ আপনে ❋ সেই কর্ম্ম উত্তম তোমাতে মাগি যারে ॥ যে সব নবীন আমি না কহি তোমারে ❋ তোমার দুয়ারে আমি মাগি অব্যাহতি আর যত মনে ভাবি তুমি তার পতি ❋ শক্তিহীন অল্প বুদ্ধি মুই দুরাচার ॥ তোমা ভাবি দিতেছি যে সমুদ্রে সাঁতার ❋ তুমি কৃপা করিলে তরিতে পারি সিন্ধু ॥ অনাথের নাথ ওহে তুমি দীনবন্ধু ❋ তব কৃপা বিনে কোন কার্য্যে নাই মুক্তি ॥ হৃদয়ে প্রকাশি প্রভু দেও উক্তি শক্তি ❋ আর কৃপা কর প্রভু দয়াল চরিত ॥ মহিমা তোমার শখা গাইতে কিঞ্চিত ❋ আদ্যেত নিরূপ ছিল প্রভু নিরাকার ॥ চেতন স্বরূপ যদি হইল প্রচার ❋ অতি ঘোরতর ময় আকার বর্জ্জিত ॥ মহা জ্যোতির্ম্ময় হৈল ঈশ্বর ইঙ্গিত ❋ জ্যোতির সমুদ্রে আদ্যে

নুর মহাম্মদ ॥ জগত বিজয়ী হন্তে পাইল সম্পদ ❋ সপ্তস্বর্গ
উদ্যানের আদ্য নবফুল ॥ বুদ্ধি বাক্য শিরোমনি ভুবন উজ্জল
সর্গ তাজ হন্তে নবী কুল ছত্রপতি ॥ শরিয়ত জান তাঁর প্রভু
পাশে গতি ❋ বিনা পাঠে সর্ব্বশাস্ত্র হইয়া বিদিত ॥ আরসের
পরম কর্ত্তা থাকে পৃথিবীত ❋ সেই পুষ্প হন্তে আদ্যে আদম
উজ্জল ॥ সকল কদর্য্য পুর্ণ সেই সে নির্ম্মল ❋ অন্তে জীববস্তু
সর্গ জিনি গতাগতি ॥ সর্ব্ব গ্রন্থ নাশি হৈলা আর গ্রন্থপতি ❋
তান আজ্ঞা নিরোধ হইল সার ধার ॥ এক বিন্দু দোলাইতে
শক্তি আছে কার ❋ নৃপকুল আদেশের গতে চলে কর্ম্ম ॥
তান আজ্ঞা শীরে নৃপে বুঝে কার্য্য মর্ম্ম ❋ নির্দ্ধনী মহত্ত জানি
হৈয়া তুষ্ট মন ॥ দুই জগ নৃপ হৈয়া না ইচ্ছিল ধন ❋ পরি-
শ্রমে বিদ্যা লক্ষে নিজ ভুজর্জ্জিত ॥ ভক্ষিলা অতিথ পরি-
জনের সহিত ❋ সুর্য্য জ্যোতি সমান ধবল অঙ্গ ছায়া ॥
সংসারে কে আছে আর ছায়া হীন কায়া ❋ নৃপকুল আজ্ঞা
বিনে জীবন অবধি ॥ প্রলয় পর্য্যন্ত সার তান আজ্ঞা বিধি ❋
অধোগতি হৈল যেই উচ্চ কৈল শির ॥ যে পড়িল হস্তে ধরি
করিল সুস্থির ❋ যেই দুষ্ট ভ্রষ্ট তারে কৈল্লা সব নষ্ট ॥ যে
শিষ্ট উৎকৃষ্ট তারে কৈল্লা হৃষ্ট পুষ্ট ❋ যেই না মানিল
সলোচনে হৈয়া অন্ধ ॥ অদ্যাপিও না এড়ায় সবে বলে মন্দ
স্বর্গবাসী ফেরেস্তা তাহান আজ্ঞা পাল ॥ তান স্তুতি কহি সবে
গোয়ায়ন্ত কাল ❋ আনে কি কহিবে যারে আপে করতার ॥
কহিছে তোমার লাগি সৃজিনু সংসার ❋ কে বুঝিতে পারে
তান মহিমা প্রচণ্ড ॥ অঙ্গুলি ইঙ্গিতে যাঁর চন্দ্র দুই খণ্ড ❋
নাগ আরোপিল বন-মৃগি গিয়া বনে ॥ শাবক না খায় দুগধ

আইল ততৈক্ষণে ❋ মাণিকের মাঝে কীট তৃণাঙ্কুর মুখে ॥ দেখাইলা সভা মধ্যে পরম কৌতুকে ❋ সেই কীটে মহিমা কহিল নানা রীতে ॥ তথাপিও অপ্রত্যয় পাপিগণ চিতে ❋ বাক্যধারী হৈয়া সর্পে যাঁর গুণ গায় ॥ শুদ্ধ অঙ্গে সুগন্ধি বহয় অনিবায় ❋ মাক্ষি না পড়য় গায়ে পুণ্য কলেবর ॥ অবিরত ঘন ছত্র যার শির পর ❋ অপার মহিমা তান কহিবেক কনে ॥ যাঁর গুণ কোরানে কহিছে নিরাঞ্জনে ❋ তান মহা ভেদ কথা জগৎ মাঝার ॥ না কহিনু পুস্তক সম্মুখে আছে ভার ❋ মুক্তিদাতা পাপ হন্তা তান চারি মিত ॥ শরিয়ত গৃহ চারি স্তম্ভ চারি ভিত ❋ কি কহিতে পারি আমি সে সব মহিমা ॥ কনে দিতে পারে শুদ্ধ রত্নাকর সীমা ❋ সাঙ্গ নহে কহি গোঁয়াইলে চিরকাল ॥ ভাবি চিন্তি তেজিনু সে সব বাক্য জাল ❋

❋ আলাওলের ভনিত পঞ্চ কিতাবের নাম ❋

❋ জমক ছন্দ ❋ মোহন্ত পুরুষ পুর্ব্বে নেজামি গজনবি ॥ ফারসি ভাষাতে সেই ছিল চিরজীবি ❋ করিল আছল সাহা আলাউদ্দি নাম ॥ কহি ছিল কিতাবেত মহিমা উপাম ❋ নিজ বুদ্ধি রচিছেন্ত কিতাব বহুল ॥ তার মাঝে খমছের দিতে নারি তুল❋ খমছ পাঁচেরে বলে আরবের লোকে ॥ সে পঞ্চ কিতাবের নাম শুন একে২ ❋ মুখোজ্জল-আশার সে ভক্ত-জ্ঞান গাঁথা ॥ লাএলী-মজনু তাতে এস্ক ভাব কথা ❋ আর তিন কিতাবেত তিন নৃপতির ॥ কহিছেন্ত মহিমা রহস্য সুরুচির ❋ নবি জোল্-কর্ণায়ন সে সাহা সেকান্দর ॥ জল স্থলে সংসারে ভ্রমিল নিরান্তর ❋ বহু যুদ্ধ করিয়া শাসিল বসুমতি ॥

জলে স্থলে ছন্দে বন্দে শিখাইল নীতি ❋ লোকের সুশম্ম হেতু যত কৈল্ল কাম ॥ সেকান্দর-নামা বলি সে কিতাবের নাম ❋ আর নরপতি এক খোছরো তার নাম ॥ নওসেরঙা নাতি হয় মহা গুণধাম ❋ যেন মতে শিরিনীরে দেখি ভাব হৈল ॥ যত পরিশ্রমে শিরিনীর লাগ পাইল ❋ বহুল এস্কের কথা কিতাবে উপাম ॥ শিরি-খোছরো বলিয়া থুইল তার নাম ❋ পঞ্চম কিতাব এই সপ্ত-পয়কর ॥ বহরাম-গোর নাম ছিল নৃপবর ❋ তাহার রহস্য যত যেং কর্ম্ম কৈলা ॥ খয়াল্লিক নামে টঙ্গি যেরূপে নির্ম্মিলা ❋ ভকতি পুর্ব্বক সেই নেজামির পায় ॥ রচিতে আরম্ভ কৈলুং পয়ার ভাষায় ❋ যেন মতে হৈল এই কেতাব উদ্যোগ ॥ প্রথমে কহিমু তাহা শুন সাধু লোগ মহা সিদ্ধ কলেবর নেজামি-গজনাবি ॥ কিতাব যখনে সে রচিল মনে ভাবি ❋ তখনে নৃপতি ছিল প্রতাপে প্রচণ্ড ॥ কজলা অচলা আলাউদ্দিন উচ্চদণ্ড ❋ তাহান মহিমা গুণ কিতাবের মাঝে ॥ কহিছেন্ত বহুল নেজামি কবিরাজে ❋ প্রয়োজন নাহি মোর সে সব কথনে ॥ মোর মন বাঞ্ছাযুক্ত নৃপতির গুণে ❋

❋ রোসাঙ্গের তারিপ ও নৃপতির বিবরণ ❋

রাগ দীর্ঘ ছন্দ ❋ শ্রীমন্ত রোসাঙ্গ স্থল, নাহি তাহে বলাবল, হেম রত্নে জড়িত বেষ্টিত ॥ বৈসে সাধু সৎলোক, সদত আনন্দ ভোগ, শস্য মৎস্য সদায় পুর্ণিত ❋ তাহে নৃপ অনুপাম, শ্রীচন্দ্রসুধমা নাম, খল নাশ দুঃখীতের গতি ॥ পুত্র বৎ প্রজা পাল, বিপক্ষ জনের কাল, ধর্ম্মশীল মহাছত্র পতি ❋ নয়ান ধবল ভানু, অতুল নিন্দিত তনু, কটাক্ষে মোহিত

কুলবধু ॥ অঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গমুলে, আকুল রমণী কুলে, বচন অমিয়া জিত মধু ❈ হাটক বেষ্টিত ঘর, মণি-রত্ন থরেথর, সুবর্ণের হয় দিব্য পাট॥ হয় হস্তি নাই লেখা, পয়দল হীন সংখ্যা, রুধি চলে মারুতের বাট ❈ নৃপ সিংহ অবতার, ক্ষেণে২ গজহার, চতুরঙ্গ দল সঙ্গে যায় ॥ মধ্যমে কর্দ্দম পায়, অগ্রগামী জলে যায়, পৃষ্ঠগামী ধুসর ধুলায় ❈ সৈন্যের পদের রেনু, ঝাপয় গগণ ভানু, রণছত্র চলে নানা রঙ্গ॥ পবন সঘন লোলে, উপরে চামর দোলে, যেন দেখি বিজুলি তরঙ্গ ❈ শ্বেত রক্ত হেমময়, নানা বর্ণ ছত্রচয়, মণি মুক্তা জড়িত রতনে ॥ সম্মুখ অরুণ শশি, নক্ষত্র সহিতে আসি, চলি যায় নৃপতি জোগানে বহমিক অধিপতি, নানা বর্ণ নানা ভাতি, হেনমতে চামর লাচিৎ ॥ সমুদ্র জিনিয়া পাতি, পবন জিনিয়া গতি, শব্দে অরি কুল প্রকম্পিত ❈ মনেতে ভাবিয়া ডর, নৃপকুলে দেয় কর, সিন্ধু শৈল লংঘি যার সীমা ॥ দিল্লীস্বর বংশ আসি, যাহার স্মরণে পশি, তার সম কাহার মহিমা ❈ যুবকালে ব্রত ধর্ম্ম, শাস্ত্র নীতি সত্য কর্ম্ম, দান জ্ঞানবান নাহি ওর ॥ অপার মহিমা সিন্ধু, ক্ষুদ্র বুদ্ধি এক বিন্দু, কহিতে কি শক্তি আছে মোর ❈ যত কাল চন্দ্র শুর, কীর্ত্তি মহি ভরপুর, আয়ু যশ বারোক সদায় ॥ ছৈয়দ মহাম্মদ গুণি, মহন্ত আরতি শুনি, কবি হীন আলাওলে গায় ❈

❈ পুস্তকের আজ্ঞাকারীর বিবরণ ❈

❈ জমক ছন্দ ॥ কামোদ রাগ ❈ হেন মহা রাজেশ্বর অখণ্ড সম্পাদ ॥ তান মোক্ষ শুন্যমতি সৈয়দ মহাম্মদ ❈ অঙ্গ দুর্ব্বাদল শ্যাম মুখ পুর্ণ শশি ॥ অমিয়া মিশ্রিত বাক্য মৃদুমন্দ

হাসি ❋ মদন কোদণ্ড ভুরু আঁখি পদ্ম নীল॥ কটাক্ষে মোহিত কুলবালা ত্যাজে শীল ❋ সুগঠন কলেবর সুচারু চরিত্র॥ শরীর বরণ বৃদ্ধি গন্ধ সুপবিত্র ❋ নানা শাস্ত্র পারগ বিদ্যান বিদগদ॥ আরবী পারশী আর হিন্দাবি মগদ ❋ সদত অতিথী ভক্ত গুনি মন জ্ঞাতা॥ বিত্তি জিনী চিত্ত গেল সত্যমন্ত দাতা❋ সুজনের উপকৃতা কিবা বাক্য দানে॥ লোক মন তুষ্ট করে মিষ্ট সম্ভাষণে ❋ ক্ষমাশীল চিত্ত ধর্ম্ম কর্ম্মেত অখেমা॥ তেকারণে নিত্য২ বাড়য় মহিমা ❋ ইষ্ট মিত্র বন্ধু আদি সবান পালক॥ কুলের উদয় চন্দ্র বংশের তিলক ❋ দেব গুরু আলিমের ভক্তিগত চিত॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম দানে মানে দেশ হরষিত ❋ আর কি মহিমা আমি কহিব তাহান॥ মোহন সংক্ষিপ্ত জ্ঞাতা ভাব রস জান ❋ নবি কুল ছৈয়দ জাতি জাতির প্রধান॥ নিশি দিশী রাগ রঙ্গে বিযাদ থাকেন ❋ সদত পণ্ডিত গুণি তাহান সভায়॥ তত্ত্ব রস কথা কহি থাকেন সদায় ❋ নানা প্রস্তাব নানা গ্রন্থ অতি শুকথন॥ আনন্দে শুনেন সবে হই এক মন ❋ আমিহ সভাতে তান থাকি অবিরত॥ অন্ন বস্ত্র দানে আমা পোষেন্ত সদত ❋ মোর মন রস তান প্রেম রাগ রায়॥ বিশেষ কহিল মোরে আদর কৃপায় ❋ তান সভাসদ থাকি সভাসদ হইয়া॥ শাস্ত্র নীতি রস কথা প্রসঙ্গ কহিয়া ❋ এক নিশি পণ্ডিত সমাজে মহাশয়॥ কথা রসে বসিছেন্ত আপনা আলয় ❋ আমা প্রতি কৈল্লা আজ্ঞা হরষিত মনে॥ উত্তম প্রসঙ্গ এক কহিতে কারণে ❋ সপ্ত পয়কর কথা অতি মনোহর॥ মনগত প্রকাশিলুং তাহান গোচর ❋ যেন মতে নৃপ এক পরি বস্ত্র শ্যাম॥ নিশি দিশি

কান্দিয়া গোঁয়াইল অবিশ্রাম ❋ পশ্চাত কহিমু দেখি না কহিনু এথা ॥ মহা উল্লাসিত হৈল শুনি সেই কথা ❋ তবে মোরে আদেশিল হাসিতে২ ॥ যত্ন করি এই কথা পয়ারে রচিতে ❋ পারশ্য আরবী ভাষে এতেরাজ ছন্দ ॥ বিশেষ নেজামি বাক্য সাগরে প্রবন্ধ ❋ এই গ্রন্থ মাঝে আর যত ইতিহাস ॥ পয়ার প্রবন্ধে তাকে করহ প্রকাশ ❋ একে মহা পুরুষ বিশেষ পালইতা ॥ পিতার সমান শাস্ত্রে বলে অন্ন-দাতা ❋ তান আজ্ঞা লংঘিতে না পারি কদাচিত ॥ যদ্যপিও জরাজীর্ণ চিন্তাকুল চিত ❋ যদিবা অযোগ্য আমি গ্রন্থ রচি-বার ॥ তান ভাগ্য লক্ষ্যে হয়ে সমুদ্রে সঞ্চার ❋ যেন চন্দ্র ধরিতে বালকে হস্ত তোলে ॥ কেবল ভরসা মাত্র গুরু পদ-তলে ❋ বিষম শুশম হয় মহন্ত আজ্ঞায় ॥ অন্ধকার জ্যোতি হয় গুরুর কৃপায় ❋ এত ভাবি সাহস করিলুং মতি হীনে ॥ ভকতি প্রণতি করি গুরুর চরণে ❋ নিজ গুণে শোধিও বিচারি পাইলে দোষ ॥ বিনি অবধানে না হইও অসন্তোষ ❋ গ্রন্থের গ্রাহক কর্ম্ম ছোট শক্তি নয় ॥ মহাজনে তার মাত্র মরম বুঝয় ❋ ভাব রস শব্দ অষ্টগণ লঘু গুরু ॥ ছন্দ উক্তি শুদ্ধ হলে গাঁথনি শুচারু ❋ এসব বিচারি লেখে সেই মহা কবি ॥ নহে নিজ মনোগত সবে কহে ভাবি ❋ কবি বাক্য রশ দহ অঙ্গ যুবা স্তন ॥ আন ভাতি যে মোহয় রশিকের মন দাতা দান হস্তে বাক্য হয় রস যুক্তা ॥ শ্রোতিজল দানে ছিপি উদ্গারয় মুক্তা ❋ যে বলে বলুক আমি দৈবে হীন মতি ॥ নির্দ্দোষী আছয় মাত্র ত্রিজগত পতি ❋ সমুদ্রেতে ডুব দিলে করি বহু যত্ন ॥ কেহ বট পায় কেহ বহুমুল্য রত্ন ❋ যদ্যপি

রত্নের আছে গ্রাহক বহুল ॥ সদত কার্য্যেতে লাগে বট অল্প মুল ❋ উদ্যানের মধ্যে মিষ্ট ফল সুরুচির ॥ অল্প প্রয়োজনে লাগে সতত জামির ❋ অগ্রগামি সকলে লুটিল পুণ্য ধন ॥ বহু যত্নে অল্প পায় পৃষ্ঠগামী জন ❋ এতেক ভাবিয়া মোরে ক্ষেমিবা সকলে ॥ যে বলে বলয় যন্ত্রি যন্ত্রে সেই বলে ❋ যত কিছু নবীন যতেক পুরাতন ॥ সকলের শ্রেষ্ঠ হৈল বচন রতন ❋ জগজন নিযোটরে যতেক জর্ম্মিল ॥ নবচন সমান অপত্য প্রসবিল ❋ না কহিলে কথন সকল থাকে ধন্দ ॥ প্রকাশ করিলে সবে বুঝে ভাল মন্দ ❋ অলখ নির্দ্দোষ বাক্য যেন জীবর্ত্তমা ॥ পুস্তক ভাণ্ডারের রত্ন অতি নিরূপমা ❋ যতেক অশ্রুত মর্ম্ম বচনে প্রকাশ ॥ প্রকটয় যতেক সকল ইতিহাস ❋ ভারি দেখ যতেক শৃজিছে করতার কেবল বচন বিনে কিবা আছে আর ❋ পুর্ব্বের রহস্য যত স্মরণ আছয় ॥ বুঝহ বচন বিনে আর কেহ নয় ❋ যদি অন্য রত্ন হৈত বচন সমতুল ॥ বাক্যজালে শুক সারি পক্ষি বহু মুল ❋ বুদ্ধি বাক্য হন্তে বহু শৃজিল ঈশ্বরে ॥ তাহার মহত্ত্ব কনে কহিবারে পারে ❋ বুদ্ধিমন্তে আপনারে কৈল্ল হীন জ্ঞান ॥ এথা ওথা নিত্য নিত্য বাড়য় সম্মান ❋ জ্ঞান অনু-রূপে জান আপনা মরম ॥ তথাপি কিঞ্চিৎ লোকে করয় ভরম ❋ কির্ত্তিধিক করিলে আপনা অপমান ॥ জ্ঞানবন্ত মনে সেই নহে বস্তু জ্ঞান ❋ তাহার মুর্খতা নখণ্ডয় অনু দিন বুদ্ধিমন্তে আপনাকে নভাবে প্রবীন ❋ তথাপিহ লোক সব কলীর লক্ষণে ॥ মুঢ় বুদ্ধি অমুল নবুজে কোন জনে❋ কদাপি গোপত নহে চতুরের চিতে ॥ কার পুঞ্জিধিক কে বঞ্চয় হীন

রিতে ❋ ধনবন্ত জনে সকলেরে ভাশে ধ্বনি ॥ গুনিরে নিগুনি হেন ভাবয় নিগুনি ❋ যদ্যপি সকলে চাহে আপনার হিত ॥ সাধুজন মন পর কার্য্যেত বাঞ্ছিত ❋ কেবল আপন হিত চিন্তে যেই জন ॥ পর অপকার কথা আছে তার মন ❋ যার চিত্ত মন্দ ভাব মন্দ ফল পায় ॥ ভালে২ এথা ওথা কুশলে গোঙায় ❋ ধরিবেক ধিরে২ যদি ফুটে কাঁটা ॥ হীন স্থানে কহিলে না লৈব দুঃখ বাটা ❋ দুঃখ পাই কান্দিলে হাসয় খল জন ॥ নবুজে পামর লোকে দৈব নিযোজন ❋ তার পাশে দুঃখ না কহিও কদাচিত ॥ চিন্তাকুল জন দেখি হয় হরষিত ❋ ক্ষুধাতুর জন আগে না খাইও রুটি ॥ যদি খাও সকলেরে দিবা কিছু বাঁটি ❋ নির্দ্ধনির আগে যদি সুবর্ণ তৌলায় ॥ দেখি অঙ্গ মোড়ায় ধনের সর্প প্রায় ❋ যদি বা বসন্ত বায়ু শুশীতল লাগে ॥ উষ্ণামন্ত দীপ ন জালিবা তার আগে ❋ বুদ্ধি পাছে দামে সে উজ্জ্বল কলেবর ॥ তৃণ ভক্ষ হেতু প্রভু ন শৃজিছে নর ❋ সে মনুষ্য ধিক জনে শীসের মাহাত্ম্য ॥ যবে দৃষ্টি তৃণ পরে গর্দ্দবের মত ❋ সে সেই মনুষ্য যেই করে পর হিত ॥ কিবা দানে সন্তোষিব দুঃখিতের চিত ❋ বৃক্ষ দানে যত পুষ্প চন্দন সুগন্ধ ॥ নিস্ফল মনুষ্য জন্ম হৈলে মতি মন্দ ❋ এমত শুনেছি মহা পণ্ডিতের মুখে ॥ দিব্য ভাবে শুতিলে সপন ভাল দেখে ❋ জন্ম কাল তাহার মরণ অতি ভাল ॥ যার মন্দ চরিত্র অবধি মৃত্যুকাল ❋ সুপবিত্র চরিত্র যাহার জন্ম হয় ॥ মরণ জীবন ধিক কীর্ত্তি সঞ্চয় ❋ জীবন অবধি ফল মরণ সর্ব্বথা ॥ যাহার মরণে লাগে লোক মনে ব্যথা ❋ কঠিনতা গর্ব্ব তেজে যদি হয় ভাল ॥ বিপত্তি

হইলে তুমি স্মরিবেক কাল ❋ তাকে মহাজন মনে ভাবয় সদায় ॥ মৃত্তিকা গঠন অঙ্গ মৃত্তিকার প্রায় ❋ আন্ধার মৃত্তিকা মধ্যে উজ্জ্বল সুমতি ॥ পুষ্পেত গোলাব পুষ্প কণ্টক সঙ্গতি❋ কে বুঝিতে পারয় ঈশ্বর সুক্ষ্ম লীলা ॥ সর্প হন্তে উপজয় রিপু জীর্ণ শীলা ❋ বিষে বিষ জন্য মণি আছে সর্প সঙ্গে ॥ কেবল কুমতি বিনা নাহি খল অঙ্গে ❋ জ্ঞানবন্ত কর্ম্ম যদি করিতে না পারে ॥ নানা মতে কহি খল জলি জলি মরে ❋ নিজ মনানলে আপনে হই ধন্দ ॥ খল ত জানায় উত্তমেরে বলি মন্দ ❋ বুদ্ধি স্থির করিয়া ভাবিয়া যদি চায় ॥ ন জানে যাহার মর্ম্ম শিখিতে জুয়ায় ❋ দীপ জীব প্রভা হীন বুদ্ধি তুল্য বিনু ॥ বুদ্ধি সঙ্গে জীবন সতত জীব মনু ❋ বুদ্ধি সে জীবন তার জীব সত্য বনে ॥ সবে সমন পায় ঈশ্বর কৃপাজনে ❋ আর নানা ভাঁতি কথা বহুবিধ নিত ॥ সুজন মহত আর খলের চরিত ❋ অদ্যভাগে কহিছেন্ত মহন্ত নেজামি ॥ কহিতে সে সব কথা নাহি পারি আমি ❋ অল্পে অধিক বুঝে পণ্ডিত গুণাধার ॥ সম্মুখে পুস্তক কথা আছে মহা ভার ❋ তেকারণে পরিত্যাগি বহুল বচন ॥ পুস্তকের সুর কবো শুন ধীর জন ❋

❋ কিচ্ছা আরম্ভ ❋

দীর্ঘ ছন্দ ❋ নরমান নামে রাজা, বহু লোকে করে পুজা, আরব আজম অধিপতি ॥ তান পুত্র অনুপাম, বহরাম-গোর নাম, এরাকেতে জন্মিল সন্ততি❋ পুত্র মুখ দেখি রাজা, করিয়া ঈশ্বর পুজা, মনে ভাবি পুত্র হিত আশ ॥ জন্ম-ভুমি তেয়াগিয়া, যোগ্যজন সঙ্গে দিয়া, এমন দেশেতে দিলা বাস ❋ কর্ম্মি এক অনুপাম, ছমনা তাহার নাম, সঙ্গে তার

দিলা নৃপবর॥ এক গৃহে সপ্ত টঙ্গি, হেম রত্নে সপ্ত রঙ্গি, পুত্রকে বানাই দিল ঘর ❋ হয় হস্তি আরোহণ, অস্ত্রে শাস্ত্রে বিদ্যা গুণ, পারগ হইয়া নৃপ সুত॥ মৃগয়া করয় নিত, মনে না করয় ভিত, সিংহ সর্প মারে অদ্ভুত❋ মহা ধনুর্দ্ধর হৈয়া, রাজ কার্য্য তেয়াগিয়া, নৃত্য গীতে হরিষে গোঁয়ায়॥ তাহা শুনি রিপুগণ, সাজি আইল কত জন, বুদ্ধিবলে জিনিল লীলায় ❋ নয়মান পিতা তার, মরি গেল যম দ্বার, এরাকে অমাত্য হৈল পতি॥ শুনিয়া সে সব কথা, সসৈন্য পৌঁছিল তথা, দুই দিগে লেখিলেক পাতি ❋ নিয়ম করিলা সার, দুই ব্যাঘ্র আনিবার, তার মধ্যে ফেলি শীর তাজ॥ দীপি যুগ মধ্য হন্তে, যে পারয় তাজ নিতে, তাহার অধিন হৈব রাজ ❋ করিয়া নিয়ম কর্ম্ম, বুঝিয়া কর্য্যের মর্ম্ম, দুই নৃপ আইল সেই ঠাম॥ এরাকের পতি ত্রাসে, না আইল ব্যাঘ্র পাশে, তাজ লই গেল বাহরাম ❋ দেখিয়া বাহরাম শক্তি, করিয়া বিবিধ ভক্তি, শীঘ্র আসি ভজিল চরণে॥ পিতৃ রাজ্য ধন পাইয়া, সর্ব্বলোকে আশ্বাসিয়া, দেশে আইল হরষিত মনে ❋ পদে কর্ণে মীগ হানি, অভ্যাস বচন শুনি, আজ্ঞা কৈলা বধিতে তুরিত॥ স্কন্ধে করি বৃষ এক, টঙ্গি পরে তুলিলেক, দেখি পুন হৈল হরষিত❋ তবে সপ্ত রাজ জিনি, সপ্ত রাজকন্যা আনি, সপ্ত গৃহে দিল নিয়া বাস॥ আনন্দ উৎসবে রায়, যে দিনে যে গৃহে যায়, সবে পরে সেই বর্ণ বাস ❋ নৃত্য গীতে অবশেষে, গোঁয়াইলা কেলি রসে, শয়ন সময় বাহরাম॥ কহে রাজ কন্যা প্রতি, শুন২ গুণবতী, কহ এক প্রসঙ্গ উপাম ❋ এই মতে সপ্ত রাতি সপ্ত বিজ্ঞ কলাবতী, কহিলেক সপ্ত সুপ্রসঙ্গ॥ এই পুস্তকের

সুত্র, শুন গুণি সাধু পুত্র, রসসিন্ধু অমিয়া তরঙ্গ ❋ ছৈয়দ মহাম্মদ গুণি, ধর্ম্মশীল দানে মানি, পাই তান আজ্ঞা পুজ্য-মান ॥ কহে আলাওল হীন, সুর শশি যত দিন, আয়ু যশ বারুক কল্যাণ ❋

❋ বাহরাম রাজার জন্ম এবং ইমন দেশে ❋

❋ খয়ান্নিক পুরীর গঠন ❋

জমক ছন্দ কেদার ❋ প্রসিদ্ধ এরাক দেশ জগৎ বিদিত ॥ বৈসে সাধু সৎ-লোক সদা হরষিত ❋ মহা সুখ আনন্দে বঞ্চয় সর্ব্ব লোক ॥ বান্ধবে বিচ্ছেদ নাই নাই দুঃখ শোক ❋ তাহে মহা ছত্রপতি নামে নয়মান ॥ এই দোষ মাত্র তার নহে মোছলমান ❋ পুত্র তুল্য প্রজা পালে সুখে বঞ্চে প্রজা ॥ বিধি বশে আরব আজম দেশে রাজা ❋ বংশ মাত্র রাজার না রহে পৃথিবীত ॥ যেই পুত্র কন্যা জন্মে মরয় তুরিত এই সব মনেতে মানস নিরন্তর ॥ দিব্য এক পুত্র দান করিছে ঈশ্বর ❋ ন্যায় হৈল নৃপতি কুকর্ম্ম তেয়াগিয়া ॥ নিত্য দান ধর্ম্ম করে প্রভুকে ভাবিয়া ❋ তবে রাজ মহাদেবী হৈলা গর্ভবতী দশ মাসে প্রসবিলা উত্তম সন্ততি ❋ বৃষ রাশি জন্ম হৈল উদ-রেতে গিয়া ॥ বৃষ বর হেন চন্দ্র হরিণী ত্যজিয়া ❋ মৈচত গনেশ দুই হৈল এক মতি ॥ দৈত্য গুরু সুর গুরু শুক্র বৃহস্পতি ❋ মিথুনে আছিল বুধ সিংহেত মঙ্গল ॥ তুলাতে রহিল শনি হইয়া পাতল ❋ কর্কটেতে বিধুন্নদ মকরেতে কেতু ॥ মকর কেতন রূপ নানা সুখ হেতু ❋ গ্রহপতি মেশেত উত্তম প্রজ্জ্বলিত ॥ ভাগ্যের উদয় হেতু গ্রহের ইঙ্গিত ❋ চৈত্রের চতুর্থী ঘড়ী নিশি তিন জাম ॥ মধু মাসে দশ মৃগ শিরা

অনুপাম ❋ গ্রহকুল সদয় যতেক লৈল নাম॥ বাছিয়া নৃপতি নাম থুইল বাহরাম ❋ বিজ্ঞ যত বিপ্র সবে দিলেক ব্যাবস্থা॥ কদাচিত এই শিশু না রাখিও এথা ❋ আরবেত বাস দেও দেখি দিব্য স্থল॥ তবে সে হইব শিশু সর্ব্বত্রে কুশল❋নিত্য২ ভাগ্য তার হইব উতঙ্গ॥ মহা ধনুর্দ্ধর হৈব রিপুদল ভঙ্গ ❋ তাহা শুনি নৃপতি হইল দুঃখ ভাগি॥ চিত্ত হন্তে পুত্র স্নেহ তেজি হিত লাগি ❋ বাছিয়া ইমন দেশে দিলেক নিবাস॥ দ্বিতীয় অগস্ত হৈল ইমনে প্রকাশ❋নেয়ামান নামে এক পুরুষ প্রধান॥ অস্ত্র শাস্ত্র বিদ্যা গুণে শত অবধান ❋ পুত্র কোলে করি রাজা তাহাতে সপিল॥ বহু সৈন্য হয় হস্তি ধন রত্ন দিল এক ধাত্রিও সঙ্গে দিল চারি দুগ্ধবতী॥ বহুল রমণী দিল তাহার সঙ্গতি ❋ কহিলেন রাজা তারে করি পরিহার॥ আমার তনয় নহে তনয় তোমার ❋ চেষ্টা করি পালিবা শিখাইবা বিদ্যা গুণ॥ যেন মতে হয় অস্ত্র শাস্ত্রেতে নিপুণ ❋ রাজনীতি ধর্ম্ম কর্ম্ম শিখাইবা ভালে॥ যেন যুবকালে ন্যায় ধর্ম্মে রাজ্য পালে এত শুনি নেয়ামানে ভুমি চুম্ব দিয়া॥ যোগ্যোত্তর দিয়া চলি-লেন শিশু লৈয়া ❋ ইমনের দেশে বাস হৈল শুভক্ষণে॥ বাল্য চন্দ্র প্রায় শিশু বাড়ে দিনে২ ❋ চারি বৎসরের যদি হৈল রাজসুত॥ আরম্ভিল শাস্ত্র পাঠ গুণ বিদ্যাযুত ❋ নৃপ নয়মানে তবে ভাবিলেক মনে॥ নির্ম্মিতে উত্তম পুরী পুত্রের কারণে❋ সকল ইমন দেশ বিচারি চাহিল॥ শুদ্ধ ভুমি মনোহর স্থল এক পাইল❋নৃপতি কুমার তনু অতি সুকোমল যথা নহে ধিক উষ্ণ ধিক হিম স্থল ❋ চতুর্দ্দিকে প্রান্তের পবন বহে মন্দ॥ চিন্তাকুল মনে শীঘ্র জন্মায় আনন্দ ❋ সপল্লবে

কুসুমে পুষ্পিত অনুক্ষণ ॥ ঋতুরাজ পুত্র সঙ্গে তথাতে মদন দর্শে অবিরাগ পরশনে উল্লাসিত ॥ শতাব্দেত জরাজীর্ণ হয় হরষিত ❋ দিব্য স্থল পাইয়া রাজা চিন্তে মনেং ॥ অনুরূপ পুরী নির্ম্মিবেক কোন্ জনে❋ অন্বেষিতে নৃপতি পাইল বার্ত্তা সার ॥ কর্ম্মি এক আছে রুম দেশের মাঝার❋ বহু পুরী গঠিছে মিছির শাম রুম ॥ হস্তের বাস্থলা হেরি শীলা হয় মোম ❋ অতিশয় শীঘ্র হস্ত নানা গুণ জানে ॥ বিশ্বকর্ম্মা দ্বিতীয় সকলে অনুমানে ❋ বর্ণে গঠে যুতীয় সমান নাই তার ॥ শামের বংশের জন্ম নামে ছমনার ❋ বহু দেশ ভ্রমিয়া পাইল বিদ্যা সব ॥ রাজকুলে দেখি করে অধিক গৌরব ❋ কিবা রুম হিন্দে আর কিবা চিন দেশে ॥ তার নাম স্মরি কার্য্য হস্ত কর্ম্ম প্রশে বিচারি নক্ষত্র গ্রহ বুঝে ভাল মন্দ ॥ তিলিছ্মাত বিদ্যা দেখি গুণি হয় ধন্দ ❋ তারে যদি আনিয়া নির্ম্মাণ কর পুরী ॥ পবিত্র পাষাণে সব দিব কার্য্য করি ❋ যদি বহু প্রসাদে করহ মন তুষ্ট ॥ এই পুরী হৈব সব ভুবনের শ্রেষ্ঠ❋এত শুনি রাজ-বর হৈল হরষিত ॥ হাঙ্কারি পাঠায় দিয়া প্রসাদ তুরিত ❋ অধিক প্রসাদে গুণি মহা তুষ্ট হৈয়া ॥ রাজার সম্মুখে আইল সত্বরে চলিয়া ❋ ছমনা আইল যদি নৃপতি গোচর ॥ পুন-রপি প্রসাদে তুসিল নৃপবর ❋ কর্ম্মি সঙ্গে নরপতি গেলেন্ত ইমনে ॥ পুরী আরম্ভনে আর পুত্র দরশনে ❋ পুত্র মুখ দেখি রাজা হরিষ অপার ॥ আজ্ঞা দিল দিব্য স্থলে পুরী গঠিবার ❋ এক মহা অমাত্য করিয়া নিয়োজন ॥ পুঞ্জেং দিল বহু রজত কাঞ্চন ❋ সহস্রং কর্ম্মি নিজ দেশে ছিল ॥ লক্ষং মনিষ্য কার্য্যেতে নিয়োজিল ❋ বহুবিধ উট বৃষ গর্দ্দভ খচ্চর ॥ দিব্য

শিলা আনিবারে দিল নৃপবর ❋ গড়ে আজ্ঞা পাত্রেরে আদেশে নরপতি ॥ যেই মাসে কম্মিগণে দিতে শীঘ্রগতি ❋ নানাবিধ অস্ত্র সব তিক্ষ্ণ খরসান ॥ গঠি দিল নৃপতি আপনা বিদ্যমান❋সহস্রেং কর্ম্মি করে সুত্র ধার॥ তেরচ বেহর তেজি করয় সুসার ❋ মৃত্তিকা খুদিয়া যদি পাইল সলিল॥ তথা হন্তে নেও দিয়া বসাইল শিল ❋ শত হস্ত পাতন করিল হেট ভাগ ॥ উপরে কাঙ্গুরা যেন স্বর্গ পাইছে লাগ❋ শিলা মরকত মণি ফটিক পাষাণ ॥ যুতিবন্ত কৈল্ল যেন দর্পণ সমান ❋ কোন চিত্র না করি কেবল দিল যুতি ॥ স্বর্ণ বর্ণ ধরয় উদিলে দিন-পতি ❋ অধিক সুন্দর গড় কামনা সুন্দর ॥ দুর হন্তে দেখে যেন পর্ব্বত শিখর ❋ যেদিকে আছয় গিরি বৃক্ষ পুষ্প লতা ॥ সকলের প্রতি বৃক্ষ উগে গিয়া তথা ❋ চন্দ্রোদয় সম গিরি সমান ধবল ॥ যে দিকে যে বস্তু সব তথাতে উজ্জ্বল ❋ সন্ধ্যা-কালে দেখয় ধবল গিরি প্রায় ॥ এক খণ্ড বিনু চিরু চিনন না জায় ❋ নিত্য চন্দ্র সুর্য্য গড় বন্দিয়া চলয় ॥ মন ত্রাসে বাজি পাছে রথ চুর্ণ হয় ❋ তিন ক্রোশ বাট হৈল গড়ের পাতন ॥ চারি ভিতে চারি নদী সমান গঠন ❋ পবন চলনে জান হয় লহরিত ॥ নানা বর্ণ জ্যোতি ছত্র গড়েত উদিত ❋ তিন দিকে তিন শাকু সুধীর গঠন ॥ যেই যায় সেই পায় নিজ দরশন ❋ গড়ান্তরে ফলে ফুলে রচিল উদ্যান ॥ সুরঙ্গ সুগন্ধ রস সুস্বাদ সুঠান ❋ রচিত কেয়ারি সব পবিত্র পাষাণ ॥ নানা মতে কাটাউ জড়াউ স্থানে স্থান ❋ মহা সরোবর তাতে সমুদ্র প্রকার ॥ মৈথুন তরাসে যেন লুকিত পারাবার ❋ সুর্য্য মণি জ্যোতি যেন অতি সুশীতল ॥ মধু মিষ্ট নীর ক্ষির জিনিয়া

 ❋ পয়কর ❋

নির্ম্মল ❋ ফটিক পাষাণ ঘট সব কাঁচ ডাল॥ স্থানেং হেম রত্ন জড়িত বিশাল ❋ প্রতি পুষ্কর্ণীর জলে পুর্ণিত কেয়ারি ॥ বহুয় সহশ্র ধার লক্ষিতে না পারি ❋ যথা হন্তে আইসে জল তথা পুনি যায় ॥ প্রতি বিটপের ডাল ভ্রময় সদায় ❋ মাঝেং রচিলেক বিশ্রামের স্থল ॥ দিব্য বৃক্ষ ছায়া চতুর্দ্দিকে বহে জল ❋ সিন্ধু ভাবে ঘন করি কর বিলাসএ॥ গর্জ্জিয়া তর্জ্জিয়া জল টানিয়া তোলএ ❋ সুধীর সৌরভ বহে সমীর সহিত॥ সুরঙ্গ পক্ষীর রবে মন উল্লাসিত ❋ সপুষ্প পল্লবে যত বৃক্ষ আরোপিল ॥ ততোধিক পল্লবিয় অধিক ফলিল ❋ ষট পদ্ম ঝঙ্কারে সকল কণ্ঠ রায় ॥ বন্দি হই মাধুরিত বহিল তথায় ❋ মাঝেং নগর প্রান্তর দিব্য ঘর ॥ উচ নিচ তেরচ বর্জ্জিত সম ঘর ❋ শিলাবন্দ নগর প্রান্তর হাট ঘাট॥ চন্দ্রমণি সুর্য্যমণি গঠ ভুই বাট ❋ সুর্য্যমণি উষ্ণ হয় তপন তাপনে॥ শীতকালে বহে বাট সুখে নিশি দিনে ❋ গ্রীষ্মকালে তথা লোকে সুখে বাট বয় ॥ সুর্য্য দৃষ্টি না পরশে তিলিছমাত চয় ❋ একখণ্ড শিলা প্রায় নাই ঘঠ চিন ॥ প্রতি বর্ণে নমক চমক ভিন্ন ভিন❋ মধ্যস্থলে স্বর্গ প্রায় গঠিলেক টঙ্গি॥ এক গৃহে সপ্ত খণ্ড সপ্ত রঙ্গা রঙ্গি ❋ নানা বর্ণ বাছি লাগাইল শিলাকুল ॥ রজত কাঞ্চন ধিক যার প্রভামুল ❋ উর্দ্ধ ভাগে স্বর্গ বর্গ লেখিল সকল ॥ চন্দ্র সুর্য্য রাশি গ্রহ নক্ষত্র মণ্ডল ❋ ব্রহ্মা বিষ্ণু সব দেব সঙ্গে পুরন্দর ॥ লেখিল অমরাপুরী বৈকুণ্ঠ সুন্দর❋সপ্ত স্বর্গ লেখিল যতেক তারা রাশি॥যে লোক যেদিকে বৈসে লেখিল প্রকাশি কল্পদ্রুম সুধাকুণ্ড গজ ঐরাবত॥ উচ্চশ্রবা মারুতি পুষ্পক দিব্য রথ ❋ ব্রহ্মলোক গোলক পার্ব্বতী পরী লোক ॥ যমের

দক্ষিণ দ্বার যত দুঃখ সুখ ❋ অষ্ট দেব অষ্ট বজ্র সবাহ সহিত
যত ইতি স্বর্গ বর্গ সব কল্ল স্থিত❋ফিরিস্তা সকল আদি ছিদিরা
কৌছর ॥ লেখিলা বিহিস্ত হুরাএন মনোহর❋ রেজওান গেল-
মান দরক্ত তুবার॥ নিরখির মধু সুর বহে চারি ধার ❋
বিহীস্ত উদ্যান রাশি লিখিল যতেক॥ বিচারিয়া কহিবারে
নপারি তথেক ❋ মধ্য ভাগে লিখিলেক খেতির পাতন॥
অষ্ট দিকে অষ্ট গিরি কল্ল নিয়োজন ❋ পুর্ব্বেতে উদয় গিরি
সুশর্য্য লিখিল॥ পশ্চিম দিকেতে অস্তাচল আরোপিল ❋
উত্তরে হেমন্ত গিরি মলয়া দক্ষিণে॥ স্থাপিল প্রখর গিরি
আনলের কোণে ❋ নৈঋত্বে কনক গিরি বায়ুতে কৈলাস॥
ঈশানে মহেন্দ্র গিরি লিখিল প্রকাশ ❋ নবনি ও সুরা ঘৃত
দধি দুগ্ধ জল॥ ভিন্ন২ সপ্ত সিন্ধু লেখিল সকল❋ যেই২ দিগে
যেই জন্তুর নিবাস॥ পৃথক২ সব লিখিল প্রকাশ ❋ সাগরের
জলজন্তু আদি কুম্ভ মীন॥ একে২ লেখিল মৎস্যের যত
চিন ❋ তক্ত রব্বুল-আল্মীন মক্কার গঠনা॥ বয়তল্-মকদ্দশ্
আর লেখিল মদীনা ❋ বেকছিল জবল-আরুফা গিরি নুর
সর্ব্ব পুণ্যস্থল লেখিলেক কোহতুর ❋ সকল কেবলা লেখি-
লেক ভিন্ন২॥ যে দেখে ছজিদা করে এই তার চিহ্ন ❋ অপুর্ব্ব
দর্শন সব লিখিলেক যত॥ সংসারে অনন্ত শৃষ্টি কে কহিব
কত ❋ অধভাগে লেখিলেক পাতাল সকল॥ ভুতল পতল
আর নিতল সুতল ❋ কিতল আতল হেটে লিখিল পাতাল
নাগ লোক আদি যত যে জন্তু বিশাল ❋ নানা রত্নে জড়িত
অধিক দিল জ্যোতি॥ নিশিভাগে পারয় গাঁথিতে মুতি
পাতি ❋ হিরার কুলুপ দিল মাণিক্যের কুঞ্জি॥ হেম রত্নে

ভরিয়া রাখিল বহু পুঞ্জি ❀ কুমারের কুষ্টি হেরি সুখ বিচারিয়া ॥ যে ক্ষণে যে হৈব তাকে মনেত ভাবিয়া ❀ এই সপ্ত গৃহে তারে লেখি কুতুহলে ॥ অন্তস্পট আড় দিয়া রাখিল বিরলে ❀ তার পাছে লিখিলেক সপ্ত রাজ্য জিনি ॥ পরম সুন্দরি সপ্ত রাজকৈন্যা আনি ❀ সপ্ত গৃহে সপ্ত কৈন্যা রাখি অনুরূপে ॥ নানা রূপে কেলি কলা ভুঞ্জিব স্বরূপে ❀ সে সপ্ত কৈন্যার মুর্ত্তি লিখিয়াছে তথা ॥ পশ্চাতে কহিব দেখি না লেখিনু এথা ❀ দুইবার নরপতি আসিয়া দেখিল ॥ পঞ্চম বরিষে টঙ্গী সুনির্ম্মিত হৈল ❀ পুরী সাঙ্গ হৈল হেন শুনি নরপতি ॥ পুনরপি ইমনে চলিল শীঘ্রগতি ❀ তিন দিন পন্থ থাকি পুরি দৃষ্টি পড়ে ॥ ধিক যুতি ধরি অতি ঘনান নিয়রে রাজ মোক্ষ সৈন্য মন্ত্রি ছৈদ মহাম্মদ ॥ দুঃখিত জনের বন্ধু গুণির সম্পদ ❀ রশিক নাগর গুরু জ্ঞানবন্ত ধীর ॥ উপকর্ত্তা দুঃখ হর্ত্তা পবিত্র শরীর ❀ তাহান আরতি হীন আলাওলে গায় ॥ আয়ু যশ পুত্রে পৌত্রে বারোক সদায় ❀

❀ রাজা খয়াল্লিক পুরি প্রস্তুত করিবার বিবরণ ❀

দীর্ঘ ছন্দ ॥ রাগ পাহাড়িয়া ❀ পঞ্চম বরিসে পুরি, ছমনায় সাঙ্গ করি, নৃপতিত কহি পাঠাইল ॥ শুনি নৃপ মহাবল, সঙ্গে করি চতুর্দ্দল, শীঘ্রগতি ইমনে চলিল ॥ দূরে থাকি সপ্ত টঙ্গি, নানা বর্ণে রঙ্গারঙ্গি, দেখি হরষিত মহারাজ ॥ যেন সপ্ত নঘ আনি, চন্দ্রক তারক মনি, সঙ্গেত স্থাপিছে খিতি মাজ ❀ মাণিক্য মণ্ডলি করি, অনন্ত অলখ ভরি, নঘ যুতি ধরয় নয়ান ॥ হিরার মণ্ডল মাজ, শ্বেত শ্যাম বর্ণ সাজ, গঠিয়াছে চন্দ্রিমা সমান ❀ মহা রত্নে দিয়া যুতি, লেখি শুক্র

বৃহস্পাতি, ক্ষুদ্র নঘ কির্ত্তিকা চরিত ॥ গৃহবাসী ভাগে ভাগে, দেখি মহা নৃপ আগে, অপুর্ব্ব রহিল অখণ্ডিত ❋ জতেক নিকটে আইসে, থর২ সুপ্রকাশে, দেখি রাজা ভাবে মনে২ ॥ যেন মোর পুত্রবর, তেন পুরী মনোহর, নঘ ভল্ল হইল ইমনে পুরিতে প্রবেশ হৈয়া, সর্ব্ব কর্ম্ম নিরক্ষিয়া, নৃপতি হরিষ নাহি ওর ॥ নাহি দেখে নাহি শুনে, হেন কর্ম্ম কোন স্থানে, হেরি হেরি হইল বিভোর ❋ ছমনারে সম্বোধিয়া, পুনিং প্রসংসিয়া, হেম রত্ন দিল বস্ত্র ধন ॥ বহুল প্রসাদ পাইয়া, গুণি মন সন্তোষিয়া, আশাধিক পুরাইল মন ❋ যজ্ঞ হন্তে গুণ দশ, পাই হৈল ধিক বশ, কহিলেক নৃপতি বিদিত ॥ আসি দুষ্টা সরস্বতি, ভ্রমাইল তার মতি, উচিতে হইল বিপরিত ❋ কহিলেক অনুরাগে, মুই যদি জানো আগে, হেন দান দিবা মহারাজ ॥ মনেতে আছিল যত, প্রকাশ করিতুঁ তত, এতাধিক করিতুঁ সুসাজ ❋ এথ শুনি নরপতি, ক্রোধযুক্ত হই অতি, মনে ভাবে আছে নৃপকুল ॥ এহার অধিক কাম, গঠি দিলে অন্য ঠাম, এ পুরী হইব হীন মুল ❋ কহিল নৃপতি আমি, এরাক আজম স্বামী, আমাধিক কেবা আছে দাতা ॥ মোরে করি অল্প জ্ঞান, গঠিবারে অন্য স্থান, ভাবিয়া না প্রকাশিলা এথা ❋ তিন কর্ম্ম হন্তে এক, যদি কর পরতেক, মোর ক্রোধে তবে রক্ষা পাও ॥ মনে আছে যথ কাম, প্রকাশহ এহি ঠাম, কিবা হস্ত কাটিয়া ফেলাও ❋ নতুবা কিতাব ছুইয়া, দিব্য কর দাড়াইয়া, নকরিবা এ পুরি সমান ॥ নকরিবা কোন স্থান, বাঞ্ছা বহু পাইতে দান, তবে পুনি তোমার কল্যাণ ❋ এ বুলিয়া ছমনারে, থুইল নিয়া কারা-

গারে, নৃপতি হইয়া ক্রোধ মুখ॥ বিচারিয়া রাশী বর্গ, কিম্বা মর্ত্ত কিবা স্বর্গ, পুরী নাম থুইল খয়ান্নিক ❋ রশদধি গুণ পাল, মিত্র হিত শত্রু কাল, গুণিযুত ছৈয়দ মহাম্মদ॥ তান আজ্ঞা ধরি মনে, হীন আলাওলে ভনে, আয়ু বৃদ্ধি বারোক সম্পদ ❋

জমক ছন্দ॥ জুহী রাগ ❋ নৃপতি আনল তুল্য জানিও সমান॥ যেন মতে শীত নাশে তিলে হরে প্রাণ ❋ শীতকালে নিকটে যদিবা সুখ পায়॥ তথাপিহ পরশিলে হস্ত পোড়া যায় ❋ ঈশ্বরের আগে গর্ব্ব অতি অনুচিত॥ তিল গর্ব্ব লাগি হয় হিতে বিপরিত❋কোনে বা সাধিছে আজাজিল সম কর্ম্ম॥ তিল গর্ব্ব লাগিয়া হইল নষ্ট ধর্ম্ম ❋ বচন সংযোগে পায় মোহন্ত প্রসাদ॥ বাক্য হন্তে লাঘব বচন অবসাদ ❋ এই বাক্য হন্তে হয় শঙ্কট তরণ॥ এই বাক্য হন্তে হয় সুসমে মরণ তনু মধ্যে পাতল অধিক জিহ্বা চর্ম্ম॥ মৌন তাকে ধরিয়া বুঝিও কার্য্য মর্ম্ম ❋ বিমর্ষিয়া নেকালিলে বচন রতন॥ নভাবি কহিলে কথা গতানুশোচন ❋ রসনা অমিয়া বৃক্ষ বাক্যামৃত ফল॥ নভাবিলে সুধা ভ্রমে ধরে হলাহল ❋ অমুল্য নির্ম্মল বৃক্ষ বিনা মুলে গাছ॥ তেকারণে উচিত ভাবিতে আগে পাছ ❋ এই লাগি পণ্ডিতে ধরয় ধীর নাম॥ যথা তথা অধিরতা নষ্ট করে কাম ❋ কত কাল পুরি গঠি প্রতিষ্ঠা পাইল॥ শীঘ্র এক বাক্যে গুণি বন্ধিতে পড়িল ❋ শুভক্ষণে করি নৃপ আনন্দ উল্লাস॥ বাহরামে আনি দিল পুরিতে নিবাস ❋ কহিলেন এই পুরি ভুবন মোহন॥ তোমার কারণে এথা করিলুং গঠন ❋ দান ধর্ম্ম আদি রাজ্য নিয়মিত ব্যয়॥ শত অব্দ কৈল্যে দান অর্দ্ধ না ফুরায় ❋ যথেক

আরব সিমা তোমাতে সপিলুং ॥ আজম লইয়া মুই আপনে রহিলুং ❋ তবে মোর মনেতে সন্দেহ আছে এক ॥ বিদ্যা গুণ দেখিলে করিমু অভিষেক ❋ নয়মান হাঙ্কারিয়া আনি নৃপমণি ॥ সভা করি বসিল পণ্ডিত মহা গুণি ❋ মহা মহা জ্যোতির্ব্বেদ নানা গুণধারী ॥ নানা বিদ্যা গুণ সব চাহিল বিচারি ❋ আরবী ফারশি আর এরাকী হিন্দানী ॥ এক শব্দে নানা অর্থ কহিল বাখানি ❋ রাশি গ্রহ নক্ষত্র স্বর্গের যত বাস ॥ আঁখির গোচরে সব দেখয় প্রকাশ ❋ আগম শাস্ত্রের ভেদ যোগ তন্ত্র কর্ম্ম ॥ কেবল বুঝিতে নারে ঈশ্বরের মর্ম্ম ❋ গুণবন্ত হৈতে সবে বিদ্যারম্ভ করে ॥ সেই অপারগ ঈশ্বরের কৃপা জারে❋ প্রভুর কৃপায় নৃপ গৃহে এক সুত ॥ কৃপা যোগে বুদ্ধিধিক হয় বিদ্যা যুত ❋ মোহন সুস্থির হয় করি আরোহণ ফিরাইয়া রাখয় ইচ্ছা যেই যেই স্থান ❋ ধনুর্ব্বান অব্যর্থ দিরদ সৈন্য ভেদি ॥ খর্গ হস্তে শীলা কাষ্ঠ জল তুল্য ছেদী ❋ চেগিমি খেলায় নাহি দ্বিতীয় সমান ॥ মহালাপ রসে গুনী সবে অনুমাণ ❋ তির গুলি অস্ত্রে শাস্ত্রে হইবেক গাজি ॥ উড়িতে মারয় পক্ষি ধাবাইয়া বাজি ❋ আগে পাছে স্থুরে বামে শীঘ্র বের্ত্ত বেধি ॥ শীলাগ্রে ভুমির শৈস্য পাতালেতে ছেদী ❋ সতরঞ্জ গঞ্জিফা চৌশর নরকশ্বরী ॥ নানা ভাঁতি খেলে কেহ লক্ষিতে না পারি ❋ মহা বলবন্ত মানি বিদ্যায় চতুর ॥ অশেষ বিনাশ গুণি জানায় প্রচুর ❋ নানা বিদ্যা গুণবন্ত বুঝিয়া প্রতেক ॥ সুভক্ষণে করিল নৃপতি অভিষেক আরব ভুমিতে যত পাত্র মিত্র ছিল ॥ সর্ব্বজন আনিয়া কুমারে সমর্পিল ❋ কহিলেক তুমি সর্ব্ব রাজ্যের ভাজন ॥ কেবল

নৃপতি নাম আমার নন্দন ❋ অভিনব বয়সেতে যদি বা গুণ ধরে ॥ ধর্ম্মতা প্রবেশ নাই করয় শরীরে ❋ খেলা মৃগয়ার বসে থাকিবে কুমার ॥ তুমি সব উপরে যথেক কার্য্য ভার ❋ রাজনীতি ধর্ম্ম কর্ম্ম সব শিখাইবা ॥ শিশুভাবে দোষ কৈলে আমারে খেমিবা ❋ একশ্বর পাটেত নাহিক মহাদেবি ॥ করিবা বিবাহ কার্য্য সবে মনে ভাবি ❋ কি কহিব সকলে অধিক জ্ঞানবিত ॥ বিচারি করিবা কাজ বুঝি হিতাহিত ❋ আমত্য সবেরে নৃপ সাদরে কহিয়া ॥ রাজনীতি কহিল কুমার সম্বোধিয়া ❋ ধর্ম্মবন্ত হইয়া করিও সব কর্ম্ম ॥ কদাচিত না করিও অনীতি অধর্ম্ম ❋ নৃপতি ধার্ম্মিক হৈলে সুখে থাকে প্রজা ॥ লোক মনে দুঃখ দেয় দুষ্ট সেই রাজা ❋ যাহার প্রজারে আসি লংঘে ভিন্য জন ॥ বৃথা সেই নরপতি কুকৃতি জীবন ❋ পুত্র সম নৃপতি দেখিব প্রজা যুশি ॥ নহে এথা অযশ পশ্চাতে হয় দুষি ❋ নৃপতি গৃহের স্তম্ভ জান পাত্র সব তা সব অতুষ্ট রাজকার্য্য অসম্ভব ❋ নিয়মে করিবে কার্য্য যেন আছে নীত ॥ রাজা হিত চিন্তিলে সকলে চিন্তে হিত ❋ নানা ভাঁতি নিয়মিত ধর্ম্ম শিখাইয়া ॥ করে ধরি অন্যে অন্যে দিল সমর্পিয়া ❋ তবে বাহরাম সঙ্গে এক মতি হৈয়া ॥ কহি-লেক পাত্র সবে ভক্তি আচরিয়া ❋ ধর্ম্মশীল নৃপ তুমি কীর্ত্তি মহিপুর ॥ এ পুরি সুকৃতি সঞ্চরিল বহুদুর ❋ এমত দুল্লভ পুরি কেহ না গঠিছে ॥ এত ধন লাগাইতে কার শক্তি আছে ❋ যেই জন দেখে পুরি দণ্ডবত হয় ॥ রবুল-বয়েত লোক সকলে বলয় ❋ তোমা সম দৃষ্টা এত কেবা আছে আর ॥ উত্তম মধ্যমাধম করিতে বিচার ❋ যে উত্তম লাগিল নৃপতি দ্রষ্টা

মনে॥ অধিক থাকুক হেন দেখিয়াছে কনে ❋ আমি সব হেন কভু দেখি নাহি শুনি॥ একত্রে স্থাপিছে স্বর্গ পাতাল মেদিনী ❋ প্রতি দেশে ভ্রমিয়াছে যত দেশান্তরি॥ সে সবেহ নাহি দেখে শুনে হেন পুরি ❋ হেন স্থল নির্ম্মাণ করিছে যেই জনে॥ উচিত না হয় তাকে রাখিতে বন্ধনে ❋ অল্প কর্ম্মে অকৃতি হইব গুরুতর॥ মহত্ত না জানি লোকে বলিবে দুস্কর সন্তোষিতে নারি গুণি অনুরূপ দানে॥ ছল করি গুণিবর রাখিল বন্ধনে ❋ সহজে ধার্ম্মিক জাতি তরলিত মন॥ পুঞ্জে২ প্রসাদ পাইল রত্ন ধন ❋ অতি দানে আনন্দে বিভোর হই অতি॥ নৃপ আগে প্রকাশিল কৌতুক ভারতি ❋ দান যোগ্য পাত্র নহে জানিও নিপুণ॥ তেকারণে কহিল অধিক আছে গুণ ❋ অধিক থাউক এক সম না পারিব॥ তথাপিও প্রলাপ বচন না ছাড়িব ❋ কর্ম্মিবেক হস্ত চক্ষু যুতি হৈব হীন॥ তোমা সম খেতি তলে কে আছে প্রবীণ ❋ কাহার পরানে হেন আছয় শকতি॥ এত ধন লাগাইব এক গৃহ প্রতি ❋ আমা সব নিবেদন চরণে রাখিয়া॥ কর্ম্মিকে করহ মুক্ত প্রসাদে তুষিয়া ❋ দেশে২ প্রসরৌক সুভ কীর্ত্তি যশ॥ মঙ্গল কর্ম্মেত নহে উচিত কর্কশ ❋ হরষিতে নরপতি ছমনারে আনি॥ বহুবিধ প্রসাদে তোষিলা পুনি২ ❋ মধুর বচনে রাজা প্রসংসা করিল॥ রাজা প্রণামিয়া কর্ম্মি হরিশে চলিল ❋ মহা সৈন্য মন্ত্রী শ্রীছৈয়দ মহাম্মদ॥ মহারাজ সৈন্য মন্ত্রী অতি বিদগদ ❋ তাহান আরতি হীন আলাওলে গায়॥ আয়ু যশ ধন বংশ বারৌক সদায় ❋

০❋⌒❋০

( ৪ )

❋ পয়কর ❋

❋ ছমানাকে কারাগার হইতে মুক্তি করি দুগ্ধের পুষ্করিণী ❋
❋ প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিবার বিবরণ ❋

চন্দ্রাবলী ছন্দ॥ শ্রীরাগ ❋ নৃপ নয়মানে, ভাবি নিজ মনে, খেতি শ্রেষ্ঠ এই স্থান॥ যদি দুগ্ধ নদী, বহে নিরবধি, তবে হয় শোভামান ❋ মনে করি সার, ডাকি ছমনার, আজ্ঞা দিলা মহারাজ॥ আগে পরসাদ, হইবেক আধ, যদি কর এই কাজ ❋ এক পুস্করিণী, সলিল বাহিনী, করি ফটিকের কাজ॥ এক ভিত দিয়া, ঝরনা গঠিয়া, লৈ জাও প্রান্তর মাজ ❋ যত গোপ গ্রাম, আছে ঠামে ঠাম, এক নালা নেও তথা॥ যত দুগ্ধ হয়, যেন শ্রোত বয়, রচি দেও শীঘ্র এথা ❋ তেরচ বেহর, করি সমশ্বর, যত উচ্চ নিচ বাট॥ দিব্য শীলা বন্ধে, গঠিয়া স্বচ্ছন্দে, প্রতি স্থানে এক ঘাট ❋ মোর মন মাঝ, সবে এই কাজ, আরতি আছয় শেষ॥ গঠিয়া তুরিত, সান্ত কর চিত, তবে জাইমু নিজ দেশ ❋ এই কর্ম্ম সম, গঠিবা উত্তম, যতেক লাগয় ধন॥ কর্ম্ম নিয়োজন, নর বহু জন, বাছি লও কর্ম্মিগণ ❋ যেই পাত্রবর, পুরি গটান্তর, করিছিল নিয়োজন॥ তাকে সম্বোধিয়া, কর্ম্মি সঙ্গে লৈয়া, দিল বহুবিধ ধন ❋ পুনি নৃপবরে, ডাকি ছমনারে, যে কিছু করিলা গর্ব্ব॥ সেই সব কাম, গঠিবা এই ঠাম, প্রকাশহ গুণ সর্ব্ব ❋ গুণির সম্পদ, ছৈয়দ মহাম্মদ, মহীপুর কীর্ত্তি গুণে॥ তাহান আরতি, দিন হীন অতি, কবি আলাওলে ভনে ❋

জমক ছন্দ॥ রাগ ধানসি ❋ তবে ছমনার গুণি কর্ম্মি সঙ্গে করি॥ ফটিক পাষাণে রচি বিচিত্র পসরি ❋ মনোহর এক টঙ্গি অতি নানা রূপে॥ বিচিত্র গঠনে নিল গড়ের সমীপে

তাম্র পাত্রে নালা গঠি রজ্জতে মুড়িল ॥ সুচারু নির্ম্মল যুতি হুরে প্রকাশিল॥ সেই নদী সম নালা গম্ভীর প্রান্তরে ॥ পবিত্র ফটিক শিলা গঠিল অন্তরে ॥ পৃষ্ঠ ভাগে হেম রত্ন গঠি সুর-চির ॥ আনি বজাইল স্তম্ভ নদী বার্য্য তীর ॥ পঞ্চদশ গজ উর্দ্ধ মহা শিলা স্তম্ভ ॥ বিচিত্র মুরতি সব করিল আরম্ভ ॥ অধভাগে আরোপিল প্রগাঢ় স্বরূপ ॥ শুন্যে নদী উর্দ্ধে নৌকা বড় অপরূপ ॥ তথা হন্তে নদী কাটি শিলায় বান্ধিয়া ॥ দর্পণের জ্যোতি প্রায় উজ্জ্বল করিয়া ॥ উপরেতে বিচিত্র কাটাউ করি ভাল ॥ শত গুণ গ্রাম কাটি নিল দশ ঢাল ॥ প্রতি স্থানে ঘাট বান্ধি পবিত্র পাষাণে ॥ সুন্দর জড়িল তাহে কাঞ্চন রতনে ॥ সহশ্র২ গোপে যত দুগ্ধ দোহে ॥ এক ধার দুগ্ধে যেন তিন ধার বহে ॥ নদীকুল স্তম্ভ হেটে আশি পর-শিলে ॥ রজতের দোলে টানি উর্দ্ধমুখী তোলে ॥ হেটে এক বিম্বু উর্দ্ধে নত শ্রোত ধার ॥ টানি তোলে ঘন হস্তি শুণ্ডের আকার ॥ কোন রূপে সঞ্চারিছে অপরূপ শৃষ্টি ॥ উর্দ্ধমুখে অবিরত বহে ক্ষীর বৃষ্টি ॥ এমত অপুর্ব্ব কর্ম্ম কে দেখেছ আর হেটে নীর উর্দ্ধে ক্ষীর বহে অনিবার ॥ তাধে উর্দ্ধে বহে দুই নীর ক্ষীর নদী ॥ কে বুঝিতে পারে হেন কর্ম্মের অবধি ॥ গুপি স্থানে দুগ্ধ স্বর্ণা বহাইতে ধারে ॥ ছমনার বিনু আর কে করিতে পারে ॥ নালা পন্থে গড় বস্ত্রে আসি সহসাত ॥ ধার বেগে অন্তর নদীতে হয় পাত ॥ তথা হন্তে শীঘ্রে পুষ্করিণী আসি ভরে ॥ নানা চিত্র গঠন গঠিল তার দ্বরে ॥ মধ্যে২ মুরতি লেখিল তিলিছমাতে ॥ ধনুর্ব্বাণ বন্দুক নানান অস্ত্র হাতে সিংহ ব্যাঘ্র হস্তি গণ্ডা মহিষ শার্দ্দুল ॥ ভয়ঙ্কর মুরতি লেখিল

দুই কুল ❋ যদি পক্ষী গিয়া তথা বসিবারে চায়॥ নানা ভয় দর্শাইয়া অন্যত্রেতে ধায় ❋ যত গুণ শিক্ষা তার হৃদয় ভিতর নানা ভাঁতি প্রকাশিল প্রতি ঘরে ঘর ❋ সান্ত হৈল নৃপতি দেখিয়া নিজ আঁখি॥ মানস অধিক পাইল দিব্য গড় সাক্ষী❋ অতি চারুতর কর্ম্ম দেখি নিজ দৃষ্টি॥ কর্ম্মিক উপরে কৈল্য হেম রত্ন বৃষ্টি❋ মহা তুষ্ট হৈয়া সব গেল নিজ ঠাম॥ পুরিতে রহিল নৃপ সঙ্গে বহরাম ❋ পুরির প্রতিষ্ঠা সর্ব্ব দেশ সঞ্চারিল যে শুনিল আসি আঁখি সাফল্য করিল ❋ দশ গুণ উচ্চ হৈল নৃপতির নাম॥ কোথা নাহি দেখি হেন অপরূপ কাম ❋ টঙ্গির উপরে পুত্র সঙ্গে নৃপবরে॥ নানান কৌতুক দেখে অন্তর বাহিরে ❋ দিঘী পুষ্করিণী দিকে যখনে হেরয়॥ শ্বেত রক্ত কমল কুমুদ কুবলয় ❋ হংস চক্রবাক আদি চরে পক্ষী সব॥ নানান ভঙ্গিমা কেলি করে মিষ্ট রব❋ উদ্যানেতে নানা পক্ষী সব রব চোহে॥ দেখিতে সুন্দর অতি কলরব মোহে ❋ শিখী বন শুক সারি সুখ নানা রব॥ মধুর কুকিল রবে জাগে মন ভব ❋ নানা জাতি কপোতে ধরয় নানা বর্ণ॥ ভৃঙ্গরাজে নানা ভাবে উল্লাসিত বন ❋ পুষ্প বনে মধু চুঞ্চ মধু পানে কেলি॥ কামের কর্ণাল বাজে ঝঙ্কারয় অলি ❋ অন্তরে চাহিতে অপ-রূপ দরশন॥ যেই দিকে নিরক্ষয় বাজে আঁখি মন ❋ চারি দিকে সঘন হেরিতে নরপতি॥ অন্তরে বৈরাগ্য হই তত্তে গেল মতি ❋ মনে ভাবে পুরি মাঝে যতেক লিখিত॥ যেই ভাতি স্থাপিয়া আছয় অতুলিত ❋ প্রভুর গঠিত পক্ষী নানা কেলি করে॥ নানা শব্দে বোলয় নানান ভঙ্গি ধরে❋এ সকল বৃথা কর্ম্ম এক নহে সার॥ বিশেষ সংসারে কর্ম্ম করিলুং অপার

প্রভু ভাবে কিঞ্চিৎ না দিলে অঙ্গে দুঃখ॥ তিলে মাত্র নষ্ট হৈব সংসারের সুখ ❋ কালি হৈব মরণ না কৈলুং সার কাম॥ বংশে মাত্র আছে মোর এক বাহরাম ❋ প্রথম বয়সে তারে দিলুং রাজ্য ভার॥ অঙ্গ সুস্থ চিরায়ু না পারি বুঝিবার ❋ এতেকে আপনি স্তব করিতে জুয়ায়॥ পুত্রের কৈল্যাণে নিজ পাপ নাশ পায় ❋ এতেক ভাবিয়া হৈল বৈরাগ্য আকুল॥ পুত্রকে কহিল সব মনারতি মুল ❋ তোমাত সপিলুং সব ইতি রাজ্য কর্ম্ম॥ মনেত বাঞ্ছিত মোর উপার্জ্জিতে ধর্ম্ম ❋ রোধ না করিও মোরে থাকহ হরিষে॥ দিন কত ব্যাজে আমি আসিমু নিমিষে ❋ আর এক বাক্য মোর মনেত রাখিও॥ ধর্ম্ম কর্ম্মে রাজ কার্য্যে সদত থাকিও ❋ সপ্তম টঙ্গিতে না হইও পরবেশ॥ মনেতে রাখিও মোর এই উপদেশ ❋ সেই স্থল তোমার পশ্চাতে পাইবা জান॥ সব মতে ইচ্ছি আমি তোমার কল্যাণ❋এত কহি টঙ্গি হন্তে লামিয়া সত্বর॥ সিংহের চরিত্রে গেল অরণ্য ভিতর ❋ কেহ নজানিল কোথা গেল নরপতি॥ সকল লোকের মনে চিন্তা হৈল অতি ❋ অমাত্য সকল আসি বাহরাম স্থানে॥ জিজ্ঞাসিল অশ্রুমুখি শোকা-কুল মনে ❋ টঙ্গিপরে একত্রে আছিলা পিতা সুত॥ বুঝিতে না পারি আমি কি হৈল অদ্ভুত ❋ অবশ্য ইহার মর্ম্ম কিছু জান তুমি॥ শান্তমন্ত আছ তুমি চিন্তামন্ত আমি ❋ বাহরামে বলে আমি না পারি কহিতে॥ যে যে মতে আছহ থাকহ তেন মতে ❋ আকুল হইল সব দেশের কারণ॥ কত দিন ব্যাজে নৃপ আসিব আপন ❋ নির্জ্জনে আছয় নৃপ ঈশ্বর ভাবিয়া॥ আনন্দে থাকহ সবে চিন্তা বিসর্জ্জিয়া ❋ এতেক

শুনিয়া সবে হৈয়া স্থির মন॥ অনুরূপ কার্য্যেতে রহিল সর্ব্ব- জন❋মনে বিমর্শিয়া কথা না কৈল্য বেকত॥ সত্রুগণে শুনিলে ভাবিবে আনমত ❋ রাজ্য গৃহ পাই বাহরাম নাহি সুখ॥ পিতা ভাবি চিন্তায় সদত মনে দুঃখ ❋ লোক মন পাইতে তানেহ যথোচিত॥ হাসি খেলি থাকয় কপট হরষিত ❋ যার যেই কার্য্য নিয়োজিত সেই করে॥ আসিয়া জানায় বাহরামের গোচরে ❋ এথা বনান্তরে নৃপ কষ্টে তপ করে॥ বৃক্ষ পত্র ভক্ষিয়া ঈশ্বর নাম স্মরে ❋ ক্ষেণে তপ জপ সাধে ক্ষেণে ধ্যানে বৈসে॥ ক্ষেণে বৃক্ষ পত্র ভক্ষ্যে ক্ষেণে উপবাসে ❋ এই মতে ছয় মাস করিতে কষ্টতা॥ আসিয়া সাক্ষাৎ হৈল অরণ্য দেবতা ❋ বলিল নৃপতি তুমি কেনে কষ্ট পাও॥ রাজ্যম্পদ দিছে বিধি আর কিবা চাও ❋ আরব আজম তুমি কত রাজ ভুমি॥ অতি ভাগ্য হেতু একা পাইয়াছ তুমি ❋ শীঘ্র দেশে গিয়া কর লোক উপকার॥ ন্যায় বিনু নৃপতির তপ নাই আর ❋ ধর্ম্মে রাজ্য পালিলে সকল বাঞ্ছা সিদ্ধি॥ ধর্ম্ম ভাব হইলে প্রসন্ন হয় বিধি ❋ নৃপে বলে দেব মোর মনে নাই বাঞ্ছা॥ পুত্র মোর অরুগি চিরায়ু হৈতে ইচ্ছা ❋ দেবে বলে বিধাতা শৃজিল শুভক্ষণে॥ বিশেষ তোমার তপে তুষ্ট হৈল মনে ❋ রাজ্যম্পদ তেজিয়া ইচ্ছিলা বনবাস॥ বিধাতা পামর নহে পুরাইব আশ❋ পাটে গিয়া লোক পাল ন্যায় ধর্ম্ম চিতে॥ তোমার আবেশ পুর্ণ হৈব সর্ব্ব মতে ❋ এত শুনি নৃপতি হইল হরষিত॥ বন হন্তে নিকলিয়া চলিলা তুরিত ❋ বাপের অবধি গুণি নৃপ বাহরাম॥ নিশি দিশি হেরি পন্থ রহে অবিশ্রাম ❋ নিশাকালে আইল নৃপ গড়ের নিকট॥ বাহরাম

দৃষ্টি মাঝে হইল প্রকট ❋ অবধি স্মরিয়া বাহরাম মহাশয় ॥ বিশেষ জ্যোতিষে গণি করিছে নির্ণয় ❋ গড়ের প্রাচীরে উঠি রহিছে আপনে ॥ পিতৃ হেরি দ্বার মেলি দিল ততক্ষণে ❋ না হইতে পুরি মধ্যে প্রবেশ রাজন ॥ বাহরামে গিয়া কৈল্ল চরণ বন্দন ❋ আলিঙ্গন দিয়া নৃপ ঘ্রানিল কপালে ॥ টঙ্গিতে উঠিল দোহ মন কুতুহলে ❋ যে কিছু কহিতে যোগ্য পুত্রেরে কহিয়া ॥ শয়ন করিল নৃপ ভোজন করিয়া ❋ প্রভাতে উঠিয়া নৃপ বসি নিজ পাটে ॥ সকল অমাত্যগণ ডাকিয়া নিকটে ❋ আরবের সীমা লেখি পুত্র সমর্পিয়া ॥ আপনে নৃপতি গেল এরাকে চলিয়া ❋ শ্রীমন্ত মোহন্তা ছৈদ মহাম্মদ খান ॥ বাক্য রস গুণ জ্ঞাতা শত অবধান ❋ দানে মানে গুণ জ্ঞানে ধির সুচরিত ॥ উপকর্ত্তা দুঃখ হর্ত্তা গুণি হিত মিত ❋ তাহান আরতি হীন আলাওলে গাহে ॥ সেই ধন্য মহা পুণ্য কীর্ত্তি ভরি রহে ❋

❋ বাহরাম রাজার মুসলমান হইবার বিবরণ ❋

দীর্ঘ ছন্দ ॥ রাগ কেদার ❋ বাহরাম নৃপমণি, সর্ব্ব শাস্ত্র মর্ম্ম জানি, ভাবিয়া মনেতে কৈল্ল সার ॥ পড়িয়া সকল গ্রন্থ, ভাবিয়া বুঝিল অন্ত, মুসলমান সম নাই আর ❋ শ্রেষ্ঠ দিন মহাম্মদ, এতোধিক নাহি পদ, মনান্তরে কহিল নিশ্চয় ॥ বাপ মাও পরিত্রাণ, হেতু মাত্র ফোরকান, আর মাত্র উদ্ধার না হয় ❋ নচাহিয়া বাপ মুখ, ইচ্ছিয়া উম্মত সুখ, এমন কৃপাল আর কোথা ॥ যাঁর ভাবে নিরাঞ্জন, শৃজিলেক ত্রিভুবন, তাঁর ভাবে মুক্তি এ সর্ব্বথা ❋ এই দড়াইয়া মনে, ডাকি গুরু নয়মানে, পুনি২ বিচারি বুঝিলা ॥ সব দিন হৈল ফানি,

সর্ব্ব সার মুসলমানি, তত্তে জানি ইমান আনিলা ❀ মুসলমান হৈল জবে, ধিক যুতি মন্ত তবে, হইল নৃপতি বাহরাম ॥ যতেক পুর্ব্বের নীতি, সব করি বিপরিতি, দাড়াইল দিন ইছিলাম ❀ সতত মৃগয়া করে, গণ্ডক মহিষ মারে, নিলগোম সের নাহি ওর ॥ বহুদিন গোর-খর, আখেটয় নিরন্তর, নাম হৈল বাহরাম-গোর ❀ আখেটের মাংস বিনে, ভোজন নাহিক আনে, সর্ব্ব লোকে দেখিয়া বিস্ময় ॥ হেরিয়া অব্যর্থ বান, সব হৈয়া হৃষ্টমান, পানি যুগে আসিয়া চুম্বয় ❀ ঘোটক আস্কর নাম, পবন জিনিয়া গাম, গিরি বনে বিজলিত ধায় ॥ তেজিয়া শৈদ্ধবগণ, তাহে মাত্র আরোহণ, দৃষ্টি মাত্র পশু না এড়ায় ❀ আছিল নইম নাম, ধাত্রিঃ পুত্র অনুপাম, এক পাঠে পড়িলা সদত ॥ এক স্থানে নিশি দিন, আছিল বিচ্ছেদ হীন, সর্ব্ব কার্য্য তার হস্তগত ❀ যেই স্থানে যেই পুঞ্জি, সপ্তম গৃহের কুঞ্জি, তাহাতে সপিছে নরপতি ॥ সঙ্গে হন্তে নহে দুর, যেন যুতি নপ্র সুর, মর্ম্ম শীল সপ্রত্যয় অতি❀বন বিহারিতে রঙ্গে, সে নইম থাকে সঙ্গে, যেই ক্ষণে তুরঙ্গ ধাবায় ॥ আস্করের পদরেনু, না হেরে নইম বিনু, সেই লক্ষে পাছে২ ধায় ❀ দানে ধর্ম্মে অনুরক্তা, অতিথি গুরুর ভক্তা, শ্রীযুত ছৈয়দ মহাম্মদ ॥ তাহান আদেশ মনে, হীন আলাওলে ভনে, আয়ু যশ বারুক সম্পদ ❀

জমক ছন্দ ॥ রাগ পাঠ মঞ্জুরী ❀ অতি বীর সুরধির বাহরাম গোর ॥ সকল নৃপতি শুনি ত্রাস নাহি ওর ❀ মহির মৃগয়া খেলা বিনে নাহি কাম ॥ তিলেক না লয় মুখে রাজপাট নাম ❀ সুরা খেঁট বিনে মাত্র নাহিক আরতি ॥ পাত্রগণে

রাজ্য করে নইম সঙ্গতি ❋ পাঠে না থাকয় মাত্র খেলা সুরা পান ॥ সতত মৃগয়া বিনা কার্য্য নাহি আন ❋ ব্যাঘ্র সঙ্গে খেলা খেলি মারয় পশ্চাতে ॥ এক শর বিনা দুই না ধরয় হাতে ❋ অশ্ব তেজি ব্যাঘ্র সঙ্গে পদব্রজে খেলা ॥ যেন অস্ত্র হস্তে খেলে পাইকের মেলা ❋ ব্যাঘ্র অগ্র হস্তে ধুর্ম্মে অস্ত্র বিনা ধায় ॥ ক্রোধ বেগে ধায় দ্বীপ লাগ নাহি পায় ❋ লাগ না পাইয়া ব্যাঘ্র ধাইতে ফিরিয়া ॥ মারয় ঘোটকী লাথি বেগে আসি ধাইয়া ❋ এক ঘায়ে কটী ভাঙ্গি শীঘ্র দেয় প্রাণ দেশে২ প্রসরিল এসব বাখান ❋ চারি বৎসরের গোর যাবত না হয় ॥ কদাচিত বাহরামে তারে না মারয় ❋ যত গোরখর আদি কিবা নিল গাও ॥ পশু বন্দি হেতু অঙ্গে না মারয় ঘাও অশ্ব পৃষ্ঠে থাকিয়া বাগুড়া লই হাতে ॥ গলে বাজাইয়া ধরে ফাঁদে নরনাথে ❋ দক্ষিণ নারেঙ্গে দাঘ দিয়া মুক্ত করে ॥ অন্যত্র আখেটী তারে না মারয় ডরে ❋ কেহ নমারয় তারে পাইয়া নিকট ॥ বাহরাম দাগে পশু এড়ায় সঙ্কট ❋

❋ সিংহ এবং গজের যুদ্ধের বিবরণ ❋

চন্দ্রাবলী ছন্দ ॥ শুহি রাগ ❋ রঙ্গে একদিন, বেহারি বিপান, সঙ্গে লই সৈন্যগণ ॥ নইম সঙ্গতি, বেহারে নৃপতি, প্রবেশি আখেটী সণ ❋ তেজিয়া কানন, প্রান্তরে গমন, রেনু উড়ে আগে আগে ॥ কেহ না হেরয়, মাত্র ধুলি ময়, বিলোপে পবন বেগে ❋ অশ্ব ধাবাইয়া, নিকটে আসিয়া, দেখি পড়ি গেল ধন্দে ॥ মহা সিংহ এক, বল অতিরেক, ধরিল হস্তির স্কন্ধে ❋ মহা বলবন্ত, সেই গজদন্ত, সদা হানে সুভ ঘাও ॥ ঘন স্কন্ধ ঝারে, ধায় মহা লরে, করি বিপরীত রাও ❋ মস্তক

ফাড়িতে, নপারে তুরিতে, গজ বলবন্ত অতি ॥ দন্তের কামড়ে, নৌখের আচড়ে, বিদারয় মৃগ পতি ❀ আইল নিকট দেখিয়া প্রকট, নৃপতি এড়িল বান ॥ সিংহ হস্তে হানী, ভেদিল মেদিনী, নৃপতি বলবান ❀ বিরেন্দ্র মণ্ডল, বলে অখণ্ডল, বজ্র সম এই স্বর ॥ হস্তী সুর ছিটি, জিনি পরিপাটি, কেবা আছে সমস্বর ❀ বাহরাম গোর, তুরঙ্গ আস্কর, ফিরিলা আপন স্থান যেন খরতরে, গেল চিত্র ঘরে, টঙ্গি হৈল আরোহণ ❀ গুণী জন বন্ধু, দানে দয়াসিন্ধু, ছৈদ মহাম্মদ খান ॥ তাহান আরতি মধুর ভারতি, হীন আলাওলে ভনে ❀

জমক ছন্দ ❀ সিংহ গজ হানি ভুমে লুকাইল স্বর ॥ এই শব্দ প্রসরিল দেশ দেশান্তর ❀ শুনিয়া নৃপতি কুল মনে পাইল ভীত ॥ শত্রু মন ত্রাস মিত্র মন আনন্দিত ❀ আরবের লোক সবে ভাবি কল্য সার ॥ দুই রাজ্য পাল যোগ্য হইল কুমার ❀ সে রাজার বাহরাম গোর হৈল নাম ॥ কোন নৃপ গৃহে নাহি হেন গুণধাম ❀ আর দিন আখেটে চলিল মহা-রাজ ॥ সঙ্গতি করিয়া যত বীরেন্দ্র সমাজ ❀ এক মাদি গোর সেই পরম রূপসী ॥ প্রান্তরের মধ্যভাগে দাড়াইল আসি ❀ সু-কাজোল আঁখি যুগ শ্রীখণ্ড কপাল ॥ শৃঙ্গ যুগ মধ্যে ক্ষত যেন চন্দ্র বাল ❀ শ্যামল সুন্দর মাঝে মাঝে শ্বেত রেখা ॥ বল ঘন সমুহে চন্দ্রিমা দিল দেখা ❀ মুক্ত পুচ্ছে ভেদি পৃষ্ঠে ধবল সু-রেখ ॥ সুধির বিজুলি যেন দেখি পরতেক ❀ সুচারু চরণ চারু কমল উদর ॥ দুগ্ধপুর্ণ স্তন গুরি পরম সুন্দর ❀ সৈন্য পাছে রাখি বাহরাম অগ্রগণ্য ॥ দেখিয়া গুরিণী রূপ বলে ধন্য ধন্য ❀ গোর মুখ পুর্ণ জ্যোতি সকল প্রান্তর ॥

রাজ্য করে নইম সঙ্গতি ❀ পাঠে না থাকয় মাত্র খেলা সুরা পান ॥ সতত মৃগয়া বিনা কার্য্য নাহি আন ❀ ব্যাঘ্র সঙ্গে খেলা খেলি মারয় পশ্চাতে ॥ এক শর বিনা দুই না ধরয় হাতে ❀ অশ্ব তেজি ব্যাঘ্র সঙ্গে পদব্রজে খেলা ॥ যেন অস্ত্র হস্তে খেলে পাইকের মেলা ❀ ব্যাঘ্র অগ্র হস্তে ধুর্ম্মে অস্ত্র বিনা ধায় ॥ ক্রোধ বেগে ধায় দ্বীপ লাগ নাহি পায় ❀ লাগ না পাইয়া ব্যাঘ্র ধাইতে ফিরিয়া ॥ মারয় ঘোটকী লাথি বেগে আসি ধাইয়া ❀ এক ঘায়ে কটী ভাঙ্গি শীঘ্র দেয় প্রাণ দেশেং প্রসরিল এসব বাখান ❀ চারি বৎসরের গোর যাবত না হয় ॥ কদাচিত বাহরামে তারে না মারয় ❀ যত গোরখর আদি কিবা নিল গাও ॥ পশু বন্দি হেতু অঙ্গে না মারয় ঘাও অশ্ব পৃষ্ঠে থাকিয়া বাগুড়া লই হাতে ॥ গলে বাজাইয়া ধরে ফাঁদে নরনাথে ❀ দক্ষিণ নারেঙ্গে দাঘ দিয়া মুক্ত করে ॥ অন্যত্র আখেটী তারে না মারয় ডরে ❀ কেহ নমারয় তারে পাইয়া নিকট ॥ বাহরাম দাগে পশু এড়ায় সঙ্কট ❀

❀ সিংহ এবং গজের যুদ্ধের বিবরণ ❀

চন্দ্রাবলী ছন্দ ॥ শুহি রাগ ❀ রঙ্গে একদিন, বেহারি বিপান, সঙ্গে লই সৈন্যগণ ॥ নইম সঙ্গতি, বেহারে নৃপতি, প্রবেশি আখেটী সণ ❀ তেজিয়া কানন, প্রান্তরে গমন, রেনু উড়ে আগে আগে ॥ কেহ না হেরয়, মাত্র ধুলি ময়, বিলোপে পবন বেগে ❀ অশ্ব ধাবাইয়া, নিকটে আসিয়া, দেখি পড়ি গেল ধন্দে ॥ মহা সিংহ এক, বল অতিরেক, ধরিল হস্তির স্কন্ধে ❀ মহা বলবন্ত, সেই গজদন্ত, সদা হানে সুভ ঘাও ॥ ঘন স্কন্ধ ঝারে, ধায় মহা লরে, করি বিপরীত রাও ❀ মস্তক

 ❀ পয়কর ❀

হেন রূপ গোর মাদি নাহি দেখি আর ❀ পুর্ণ ঠাট দেখিয়া নধায় কি কারণ ॥ বুঝিতে না পারি এই পশুর লক্ষণ ❀ সৈন্য ছাড়ি নিকটে আসিতে বাহরাম ॥ ভুমে শির দিয়া গুরী করিল প্রণাম ❀ দুই হস্ত তুলিয়া করিয়া উঞ্চ রাও ॥ চলিলেক অন্য মুখী যেন উগ্র বাও ❀ বুঝিয়া চরিত্র বাহরাম নরপতি ॥ পাছে২ অশ্ব ধাইয়া যায় শীঘ্রগতি ❀ বহু বন-বেওর কণ্টক বহি যায় ॥ ধীর গতি তৃণ বিশ্রামিয়া ধিরে ধায় ধাইতে২ যদি অরুণ হানিল ॥ উতঙ্গ পর্ব্বত এক সম্মুখে দেখিল ❀ সেই পর্ব্বতের হেটে মহা এক গর্ত্তে ॥ তৃণাঙ্কুর বনস্পতি নাহিক তাহাতে ❀ শতাব্দেহ মনিষ্য তথাতে নাহি যায় ॥ গর্ত্ত পাসে সর্প এক অতি মহা কায় ❀ অল্প দুরে থাকি গুরী করিয়া বিশ্রাম ॥ শব্দ করি ইঙ্গিতে জানাইল বাহরাম ❀ বৃক্ষতলে রহিলেক হইয়া অন্তর ॥ নৃপ বলে সত্য হেন দেখি অজাগর ❀ এই সর্পে তার বাচ্চা খাইছে নিশ্চিতে দাদ লৈতে গুরি গেল আমার বিদিতে ❀ এই অজাগর যদি নমারি পরাণে ॥ অল্প বির্য্য হেন জ্ঞান হৈব পশু মনে❀দারুণ প্রগাঢ় সর্প অতি মহাকায় ॥ যেন মহা বৃক্ষ উখাড়িছে উগ্রবায় এত বড় জন্তু না হইছে দরশন ॥ কি বুদ্ধে মারিব তারে ভাবে মনে মন ❀ দাদ লৈতে যদি পশু গেল মোর পাশ ॥ পুরুষতা নহে মনে করিলে তরাশ ❀ ঈশ্বর কৃপায় ধন্য আমার জীবন ন্যায়বন্ত বির ভাব হৈব পশু মন ❀ তার সঙ্গে যুদ্ধ করি কিবা জন্য মরো ॥ আর কি লাগিয়া হস্তে ধনুর্ব্বান ধরো ❀ শিলা-ভেদ বানে মোর কার আছে রক্ষা ॥ এহার উপরে মোর অস্ত্রের পরীক্ষা ❀ অশ্ব অশ্ববার শ্রান্ত হৈছে অতিরেক ॥

তরুতলে বিশ্রাম করিল তিল এক ❀ জলের মোষক খুলি অতি তুরমান ॥ অশ্ব মুখ ধোয়াইয়া কৈল্ল জল পান ❀ বেগে ধাই অশ্ব পুনঃ নিকটে আসিয়া ॥ মহা শব্দ করিলেক সর্পকে হেরিয়া ❀ হাক শুনি অজাগর হৈয়া ক্রোধ মন ॥ গ্রাশিতে আসয় তারে প্রসারি নয়ন ❀ গর্জ্জিয়া উঠিল যেন হৈল বজ্র পাত ॥ স্বাস সঙ্গে স্ফুলিঙ্গ নিস্বরে সহসাত ❀ পশু পক্ষী ত্রাস পাই ধাইল তুরিত ॥ না কম্পিলবাহরাম শরীর নির্ভিত অশ্ব ধাবাইল যাই সর্পের দক্ষিণে ॥ এক শরে চক্ষু যুগ ভেদিল সন্ধানে ❀ পুচ্ছ ফিরাইতে শীঘ্রে হইল অন্তর ॥ চক্রে মত ভ্রমিতে লাগিল অজাগর ❀ পুচ্ছাঘাতে বৃক্ষ সব পড়ে দড় মড়ী ॥ অতি শ্রান্ত হৈয়া শেষে ভুমে পড়ে গড়ি ❀ তবে বাহরাম তার নিকটে আসিয়া ॥ অর্দ্ধ চন্দ্র বানে শির ফেলিল কাটিয়া ❀ অশ্ব হন্তে লামি তীক্ষ্ণ খর্গ লৈয়া হাতে ॥ গ্রীবা পুচ্ছ পর্য্যন্ত ছিণ্ডিল এক ভিতে ❀ পেট হন্তে গো-বৎস ফেলে নিকালিয়া ॥ অশ্বে আরোহিল শীঘ্রে হন্তে খর্গ লৈয়া নৃপতির অশ্ববার দেখিয়া গুরিণী ॥ গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশিল সঙ্কাহ নমানি ❀ তার পাছে জবে প্রবেশিল বাহরাম ॥ দেখিল বহুল পুর্ণ রত্ন সেই ঠাম ❀ ভুমি শীর দিয়া গুরি গেল বনান্তরে ॥ ধীরে২ বাহির হইল নৃপবরে ❀ মহা জন্তু মারিয়া পশুর দিল দাদ ॥ বহু রত্ন ধন পাইল ঈশ্বর প্রসাদ ❀ সোক-রানা নমাজ পড়িল বাহরাম ॥ অশ্বারোহে বৃক্ষতলে করিল্ল বিশ্রাম ❀ রুটি পাকাইল যেই সঙ্গেতে আছিল ॥ অশ্বেরে ভুঞ্জাইল কিছু আপনি খাইল ❀ হেন কালে নইম আইল সেই স্থান ॥ তার পাছে সৈন্য সব আইল বিদ্যমান ❀ আজ্ঞা-

গর বধ দেখি সব ধন্দ হৈয়া॥ নৃপতির বাহু যুগ পুজিল আসিয়া ❁ কার শক্তি একাশ্বর এ জন্তু মারিব॥ সহস্রেক যার ভয়ে কাছে না আসিব ❁ তবে আজ্ঞা কৈল্লা নৃপ গর্ত্তে প্রবেশিতে॥ যত ধন রত্ন সব নির্গতি করিতে ❁ সকলে মিলিয়া দ্রব্য বাহির করিল॥ তিন শত উঁট রত্ন কাঞ্চনে ভরিল ❁ নানা বাদ্য ধ্বনি করি আনন্দ বিশেষ॥ দুই দিন হাটি আসি লংঘিলেক দেশ ❁ তবে নৃপ যেমতে মারিল অজাগর॥ লেখিয়া রাখিল নিয়া টঙ্গির উপর ❁ রাজ মোক্ষ সৈন্য মন্ত্রী শরনীয় হিত॥ শ্রীযুক্ত ছৈদ মহাম্মদ শুচরিত ❁ জ্ঞান বাক্যরস যিনি সুরাসুর গুরু॥ তত্ত্বে সত্ত্বে মহি পুর্ণ মহিমা সুচারু ❁ অবনী পুরিত যশ সুকৃতি বাখান॥ মালতী চন্দন চন্দ্র শরদ সমান ❁ তাহান আদেশে হীন আলাওলে গায়॥ প্রভু ভক্তি বাঞ্ছা সিদ্ধি রহুক সদায় ❁

❁ শিকারের ধন বিভাগ করিয়া দিবার বিবরণ ❁

জমক ছন্দ ❁ পাটেত বসিয়া বাহরাম সুচরিত॥ বাটিল বহুল ধন হই হরষিত ❁ দশ উট পুর্ণ স্বর্ণ রত্তনে ভরিয়া॥ এরাকে পীতার আগে দিল পাঠাইয়া ❁ আর দশ উট দিল অমাত্য সবার॥ দশ উট বিবর্জ্জিল সৈন্য সামন্তর ❁ যতেক সেবক করে নিকটের কাম॥ পুনঃ পঞ্চ উট বিবর্জ্জিল গুণধাম ❁ নইন করিয়া আদি ইষ্ট মিত্র গণ॥ যার যেই যোগ্য মতে কৈল্ল বিতরণ ❁ নিজ ভুজার্জ্জিত ধন প্রথমে পাইয়া॥ অনুরূপে সকলেরে দিল বিবর্জ্জিয়া ❁ মহাসুর ধর্য্যবন্ত দাতা সু-পণ্ডিত॥ অবিরত নৃত্য গীত রসে মগ্ন চিত একদিন বাহরাম যাইতে আহারে॥ ভ্রমিতে লাগিল প্রতি

গৃহের অন্তরে ❋ সপ্তম গৃহেতে অতি হরষিত চিতে ॥ ইচ্ছা হৈল গৃহের অন্তরে প্রবেশিতে ❋ মনে ভাবে আমি এই গৃহের ঈশ্বর ॥ নজানি কি আছে এই টঙ্গির উপর ❋ যেই গৃহি আপনা গৃহের বস্তু চিনে ॥ কোন দ্রব্য গোপ্ত নহে তাহার নয়নে ❋ এ লাগি উচিত নিজ গৃহ বিচারিতে ॥ রত্ন সব চিনিলে তস্করে নারে নিতে ❋ নইম আদেশ পাই মেলিল দুয়ার ॥ প্রবেশিল নরপতি গৃহের মাঝার ❋ দেখিলেক গৃহে সব রজতের কুঞ্জি ॥ হেরাইতে নয়ন ধরয় মুতি পুঞ্জি ❋ আর সব ঘরে নাহি লেখে এ সকল ॥ তথাতে গঠিছে সব পবিত্র নির্ম্মল ❋ যেই দিগে হেরে বন্দি হয় দৃঢ় মন ॥ বিশেষ রাখিছে ভরি বহু রত্ন ধন ❋ এক ভিতে লিখিয়াছে পরম সুন্দর ॥ মোহন মুরতি সুত্র সপ্ত পয়কর ❋ সপ্ত রাজ্য ঈশ্বরের দিয়া সপ্ত কন্যা ॥ লিখিয়াছে ভিন্য ভিন্য অতি রূপ ধন্যা ❋ হিন্দু নৃপ দুহিতা হুরুকা তার নাম ॥ পুর্ণচন্দ্র সম রূপ অতি অনু-পাম ❋ খাকান নৃপতি সুতা নাম এখলাজ ॥ উত্তম মুরতি তার লিখিছে সু-সাজ ❋ নাজ-পরি নাম খোয়ারাজ নৃপ সুতা লেখিছে মুরতি দিব্য অতি সুরঞ্জিতা ❋ ছকলাব নৃপ সুত নামে শীরিনোয ॥ লেখিছে সুঠাম মুর্ত্তি করিয়া নিরোয ❋ মগরিব রাজকন্যা সুললিত অতি ॥ রূপ-আফজলি নাম লেখিছে মুরতি ❋ রুম দেশ রাজসুতা কয়েছ দুহিতা ॥ হুমাউন নাম তার অতি সুচরিতা ❋ কয় কাউছের বংশ কিছরা নন্দিনী হুরপরি নাম তার অতি রূপমনি ❋ এক স্থানে লিখিয়াছে এ সপ্ত মুরতি ॥ দরশনে বাড়ে ধিক নয়নের যুতি ❋ চারি পাশে চিত্র সব লিখিয়াছে সাজ ॥ বাহরাম মুর্ত্তি লেখিয়াছে তার

মাজ ❋ বাহরাম ভিতে সকলের যুগ আখি ॥ পরিচার্য্য হেতু প্রেমভাবে আছে পেখী ❋ লেখিয়াছে রাশী গ্রহ নক্ষত্র গণিয়া ॥ সপ্ত দেশ হস্তে সপ্ত কৈন্যাকে আনিয়া ❋ আপনার কোলে রাখি নৃপ বাহরাম ॥ মনোরথ পুরিবেক কেলি কলা কাম ❋ স্বইচ্ছায় আমি না লেখিছি এই মত ॥ তার রাশী গ্রহে হেন আছয় বেকত ❋ যেই মতে দেখিল কহিল তেন আমি ॥ বাঞ্ছিত পুরান কর্ত্তা সেই এক স্বামী ❋ মুর্ত্তি দেখি বাহরাম হইয়া বিভোর ॥ দেখিয়া লিখন চিত্র আনন্দ নিওর প্রভুর চরিত্র বুঝি জর্ম্মিল বিস্ময় ॥ তিজ কুষ্ঠী গণি শেষে বুঝিল নির্ণয় ❋ কত দিনে হৈব সিদ্ধি বুঝিল নিয়তী ॥ কন্যা কুল প্রেমভাবে মগ্ন চিত্ত অতি ❋ একে শত গুণ মনে জর্ম্মিল আনন্দ ॥ আয়ু মর্ম্ম বুঝিল কার্য্যের অনুবন্ধ ❋ যতদিন যে হইব বুঝি কর্ম্ম সার ॥ রহিল নির্ভয় চিত্তে ভাবি করতার ❋ গৃহের বাহির হৈয়া দুয়ার বান্দিল ॥ কার্য্য কথা সকলেরে ডাকিয়া কহিল ❋ মোর আজ্ঞা বিনে এই মেলে যে দুয়ার ॥ অবিচারে শিরে ছেদি করিমু সংহার ❋ কিবা নারী পুরুষ কুটুম্ব ইষ্টগণ ॥ এই গৃহ ভিতে নাহি হেরি কোনজন ❋ জবে ইচ্ছা হয় নিজ হস্তে কুঞ্জি লৈয়া ॥ দুয়ার পেটিয়া যেন স্বর্গে উঠে গিয়া ❋ সেই সপ্ত যুবতী করয় নিরীক্ষণ ॥ তপ্ত জল পানে যেন তৃপ্তি নহে মন ❋ প্রেম ভাব মনে বাড়ে একে শত গুণ ॥ অবধি স্মরিয়া শ্বাস এড়ে পুনঃ২ শ্রীযুত ছৈদ মহাম্মদ গুণবান ॥ কাব্যরস গুণ জ্ঞাতা বাগিশ সমান❋ তান দান শ্রোতি জল ঘন বরিষণ ॥ এতে মুক্তা পুঞ্জ প্রায় বাক্য নিঃস্মরণ❋তান ভাগ্য হেতু নিস্মরয় সু-আকৃতি ॥

হীন বুদ্ধি আলাওল আছে কিবা শক্তি* আয়ু ধন বংশ বৃদ্ধি করৌক বিধাতা ॥ চন্দ্রবান অবধি রহুক যশ কথা *

দীর্ঘ ছন্দ ॥ রাগ পাহিরা * নৃপ বাহরাম গোর, বিক্রমে নাহিক ওর, খলেক কহিল পিতৃ স্থানে ॥ ভুবনে নাহিক বীর, তার আগে হৈতে স্থির, লৌহ শিলা এক করি হানে * পর্ব্বত করয় ধূলি, ব্যাঘ্র সঙ্গে খেলাখেলি, মারে অজাগর সিংহ করি ॥ সদত বসতি বনে, গৃহে থাকে সুরা-পানে, রাজ কার্য্যে মনেত না ধরি * পাত্র করে বলাবল, না দেয় কারে ফলাফল, স্তব্ধ ভাবে থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥ তোমার আরতি ধরে, আপনে রহিছ দুরে, নমানয় আনের বচন * বহু স্তুতি নিন্দা ভাষে, কহিল নৃপতি পাশে, শুনি নৃপ ভাবে মনে২ ॥ সুত মোর সুপণ্ডিত, সুকৃতিতে যেন চিত, ধর্ম্মাধর্ম্ম রাজনীতি জানে * শৈশবতা নাহি যায়, প্রথম যৌবন তায়, তেকারণে রহে খেলা রসে ॥ শুদ্ধ ভাব পাত্রগণ, দেখি নাদে কার্য্যে মন, স্থির বুদ্ধি হইবেক শেষে * আমি আছি সঞ্জী-বনে, কোন চিন্তা নাহি মনে, চিন্তিবেক কাল উপস্থিতে ॥ মোর দিন হৈল কাছে, পুত্র দুর দেশে আছে, নপারিনু আজম সপিতে * যত ইতি রাজনীত, ধর্ম্মাধর্ম্ম হিতাহিত, স্নেহভাবে পুত্রকে লিখিয়া ॥ বিচারি ভাণ্ডারগণ, যতেক দুর্ল্লভ ধন, দিব্য হয় দিল পাঠাইয়া * লেখিল পত্রেত সার, তোমার আমার আর, দেখা নাই লেখা এই শেষ ॥ সাক্ষাতে কহিছি যত, লেখিয়া পাঠাই তত, ধরিবা আমার উপদেশ * শাসিয়া আরব ভুমি, ভাগ্য হেতু পাইল আমি, আজম পৈত্রিক ভুমি মোর ॥ ছাড়িলে এহার আশ, সর্ব্ব কার্য্য হৈব নাশ, এরাক

পাইলে সর্ব্বত্তর ❋ মহা বলবন্ত ভুমি, এরাক জানিয়া তুমি, সকলে করয় নম্র শির ॥ পৈত্রিক সু-ভুমি দেখি, সপ্রত্যয় জন রাখি, ইমনে রহিলা গিয়া স্থির ❋ রাজ শোন্না মতি মুক্ষ, বাক্য রস দাতা সুখ, শ্রীযুত ছৈয়দ মহাম্মদ ॥ তাহান আরতি গুণে, হীন আলাওলে ভনে, আয়ু কীর্ত্তি বৃদ্ধি সুসম্পাদ ❋

❋ বাহরাম পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইবার বিবরণ ❋

জমক ছন্দ রাগ ❋ চারি মাসে পত্র লই গেল রায়বার সঙ্গে দিব্য হয় উট রত্তন অপার ❋ আগু বাড়ি পত্র লই শিরেতে বন্দিয়া ॥ যত কিছু পত্রে আছে চাহিল পড়িয়া ❋ বুঝিয়া বাপের রিত হৈল অশ্রু মুখি ॥ বহুল দুল্লভ বস্তু পাই হৈল সুখী ❋ জ্ঞানবন্ত নৃপতি না ভাবি ধিক ক্লেশ ॥ কিবা পিতা কিবা পুত্র সেই পন্থে শেষ ❋ নৃপ নয়মান ছিল এরাকের পাটে ॥ কাল উপস্থিত যদি হইল নিকটে ❋ পাত্র গণ ডাকি আনি কহিল নৃপতি ॥ মোর শত গুণ বাহরামের সকতি ❋ কোন মতে তাহা হন্তে মুখ না পাইবা ॥ যদি ফির আপনার কৃত ফল পাইবা ❋ জার যেই কুলাক্রম তার অনুভব ॥ না পারে হস্তির ভার সহিতে গর্দ্দভ ❋ এত কহি নরপতি স্বদেশ ত্যাগিল ॥ কার্য্য সঙ্কল্পিয়া সবে যুক্তি আরম্ভিল ❋ আজম নৃপতি যোগ্য হৈলে বাহরাম ॥ তবে কেন নৃপতি অন্তরে দিল ঠাম ❋ সুরা পান আখেটে তাহার দিন যায় ॥ গৌহারিক জন কেহ লাগ নাহি পায় ❋ আরবের মহী জলে হইছে পালন ॥ কদাচিত এদেশের না হয় ভার্জ্জন ❋ বনে কিবা গৃহান্তরে সদা মত্ত ভাব ॥ অন্য একজন ভাবি কিছু নাহি লাভ

আরবের লোক সবে ফিরাইল মুখ ॥ আমি সবে মানিলে কি হৈব ধিক সুখ ❋ এতেক ভাবিয়া সবে যুক্তি স্থির কৈলা ॥ মহা পাত্র কিছিরাকে পাটে বসাইলা ❋ নৃপতির কুটুম্ব বয়স-ধিক হয় ॥ বুদ্ধি কার্য্য হেতু তার সমতুল নয় ❋ বাহরামে পাইল যদি এই বার্ত্তা সার ॥ ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হৈল আনল আকার ❋ সজীবে থাকিতে মুঞি হেন বাহরাম ॥ সেবক ঈশ্বর হৈলে জীবনে কি কাম ❋ মোর পিতৃ স্থলে দাস বসি-লেক যবে ॥ বাহরাম নাম মুই ধরি কেন তবে ❋ আমা হন্তে সেবক হইলে ধিক শুর ॥ যে হেন অমৃত বৃক্ষে ফলে লম্বু ভুর ❋ ধৈর্য্য আচরিয়া শেষে ক্রোধ সম্বরিয়া ॥ হাকিম সবের কথা মনেত ভাবিয়া ❋ ইরান তুরান আজমের নরগণে ॥ আমার পিতার মুন না ভাবিল মনে ❋ মর্ত্ত গর্ব্বে যদি সব হইল পাগল ॥ তথাপি সে সব মোর রুধির ছাগল ❋ সে সব লাঘব তার না বুঝিয়া অন্ত ॥ শেষে মোর আগে যেন নহে লজ্জাবন্ত ❋ আমা হন্তে ঘাটী আগে কিছু নহে ভাল ॥ সে সবের ঘাইট না রহিব চিরকাল ❋ এই ভাবি পিতা শোগ মনে আকলিয়া ॥ রহিলেক কতদিন ধৈরজ ধরিয়া ❋ সব সৈন্য পাত্র আদি নৃপ মন করি ॥ চল্লিশ দিবস নীল শ্যাম বস্ত্র পরি ❋ নিশ্চয় আছিল তথা মনে ভাবি শোগ ॥ বার্ত্তা জানাইল যে আজমি এক লোক ❋ খেমা কর আয় বক্তা গত বাক্য হন্তে ॥ যেই আগে আছে মোহ মধুর চরিতে ❋ যদি বার্ত্তা পাইল বাহরাম মহারাজ ॥ হরি নিল অন্য জনে পিতৃ শির তাজ ❋ সেই তাজ অন্য শিরে ক্রোধ যুক্ত হৈয়া ॥ চলিতে আরম্ভ কৈল সর্ব্ব সৈন্য লৈয়া ❋ নইমে সপিল

পুরী আরবের রাজ ॥ বহু ধন সঙ্গে লৈল বহু যুদ্ধ সাজ ❋ এরাকির তাজি অশ্ববার নাই লেখা ॥ যতেক পদাতি কুল তার নাই সংখ্যা ❋ ইমন এরাক মধ্যে সপ্ত দিন বাট ॥ অখণ্ডিত হইয়া চলিল পুর্ণ ঠাট ❋ আপনে বসিয়া নৃপ মনে ভাবি সার ॥ সব বাছি লৈল সঙ্গে লক্ষ অশ্ববার ❋ সপ্ত লক্ষ পদাতি লইয়া অস্ত্র পানি ॥ এক শত মারিয়া সমুখে দেয় প্রাণী ❋ লোহময় ব্রহ্মাধারি নানা অস্ত্র ধরি ॥ অগ্নির ফুলিঙ্গ ক্রোধে বিক্রমে কেশরী ❋ তিন দিন বাট জুরী চলিল বাহির ॥ সৈন্য পদধুলি উঠি ঢাকিল মিহির ❋ দুমদুমী কর্ণাল শব্দে পর্ব্বত তরকে ॥ উর্দ্ধ শুক্রে অধভাগে বাসুকী চমকে ❋ জার এক টানে মরে শত শত হাতি ॥ কামান বহুল সঙ্গে লৈল অষ্টধাতী ❋ পিপিলিকা পতঙ্গ জিনিয়া সৈন্যচয় ॥ লুকানল সম ক্রোধে শরীর নির্ভয় ❋ এরাকের সীমা লঙ্ঘি যদি সে আসিলা ॥ যে যথা অমাত্যগণ রাজ্যেতে আছিলা সবে একমতি হৈয়া বুজি কার্য্য রিত ॥ আসিয়া মিলিল বাহরামের বিদীত ❋ ভুমি চুম্ব দিয়া সবে কৈল্ল নিবেদন ॥ আমি সবে নজানিয়ে আর্ বি বচন ❋ বৃদ্ধ নরপতি জারে যে দেশ সপিছে ॥ আজ্ঞা অনুরূপ সেই সব কার্য্যে আছে ❋ তোমা হন্তে কিছিরার কি ধীক যোগ্যতা ॥ তার হেতু আমি সবে ন আইব এথা ❋ দারা আদি জমশেদ কাউছ শির তাজ বংশাক্রমে শিরে দিয়া ভুঞ্জে শুখে রাজ ❋ অন্য যদি শিরে ধরে না বুঝিয়া ভেদ ॥ অবিলম্বে হইবেক তার মুণ্ড ছেদ ❋ পুর্ব্যাক্রমে ইরান তুরান আদি ভুমি ॥ অন্য বংশে গর্দ্দভ সমান দেখি আমি ❋ নির্ব্বুদ্ধি অমাত্যে সব যে আছিল কাছে

কুকুরের গলে যেন ঘণ্টা বান্দিয়াছে ❋ এতেক শুনিয়া বাহরাম নৃপবরে ॥ প্রসাদে তোষিলা বহু সম্ভাসা আদরে ❋ এরাক নিকটে যদি আইল নরপতি ॥ পাত্র সঙ্গে কিছিরায় করয় যুকতি ❋ দেখ সাজি আইল বাহরাম মহারাজ ॥ তুমি সব বাক্যে আমি করিল অকাজ ❋ প্রচণ্ড প্রতাপ বাহরাম মহাবীর ॥ কোনে হৈব তার আগে সংগ্রামেতে স্থির ❋ বিমর্ষিয়া করহ করিবা কোন কাজ ॥ যদিবা পরান রহে তথাপিও লাজ ❋ বাহিরের পাত্রগণ মিলিল সকল ॥ বিচারিয়া করহ যে কর্ম্ম বলাবল ॥ ভাবিয়া অমাত্য গণে দিল পদুত্তর ॥ কি লাগি অধিক চিন্তা কর নৃপবর ❋ দেবগণ সঙ্গে করি আইলে স্মরনাথ ॥ লইতে এরাক গড় নারে সহসাত ❋ যুদ্ধ কিবা মিলি যুক্তি করিব পশ্চাতে ॥ আগে পত্র লেখি বাহরামের সাক্ষাতে ❋ এই যুক্তি দড়াইয়া কিছিরা নৃপতি ॥ যোগ্য জন হস্তে দিয়া পাঠাইলা পাতি ❋ পত্র কথা শুনি বাহরাম নরপতি ॥ সাক্ষাতে আনিতে আজ্ঞা কৈলা শীঘ্রগতি ❋ আগে বাড়ি রায়বার ত্রাষযুক্ত হৈয়া ॥ করিল বহুল স্তুতি ভুমে শির দিয়া ❋ নৃপতি ইঙ্গিতে পত্র লইয়া পঠকে ॥ পড়িতে লাগিল শব ভকতি পুর্ব্বকে ❋ নিরাঞ্জন স্তুতি সব লিখি পত্র আগে ॥ বাহরাম পিতা পুত্র লিখি মধ্য-ভাগে ❋ শেষভাগে লেখিছে নৃপতি নয়মান ॥ কার্য্যদাতা হর্ত্তা ছিল যোগ্যযুক্ত জ্ঞান ❋ আরবের রাজ্যে নিয়া করিয়া পালন ॥ সেই দেশ তোমারে করিল সমর্পণ ❋ কুটুম্ব ভাবিয়া মোরে সপিছে আজম ॥ লাড়িতে উচিত নহে তাহার নিয়ম যদ্দ্যপিও উচ্চ পাটে বসাইল আমা ॥ তান আজ্ঞা পালি

আমি চিত্তে দিল খেমা ❋ কিছিরা আমার নাম জগত বিদীত ॥ গুণ পাটে ভাগ্য বলে সভার পুজিত ❋ গুণবন্ত দেখি মোরে বশাইল পাটে ॥ কোথায় রাজত্ব ভাব নির্দ্ধনি ললাটে ❋ জার শির উঞ্চল করিল বিধাতায় ॥ অল্পজ্ঞান তাহারে করিতে না জুয়ায় ❋ যদ্যপি সকলে আমা করে ধিক ভাব ॥ নভাবি রাজত্ব পদ আমি ধিক লাব ❋ এই মধু অন্তরে আছয় বহু বীশ ॥ বিশাল বহুলে পুনি অল্পে হরিশ ❋ রাজ শুখ নাই মোর তোমার চরিত ॥ রাজ্যের প্রহরি আমি দেশাধুর রিত ❋ এই কথা জগতে জানৌক দড় করি ॥ জগৎ সুহৃদ নিজ আত্মা মাত্র বৈরী ❋ অসার সংশারে নাই আমার আরতি ॥ সদত সুখের রাজ্যে তুমি অধিপতি ❋ জগত জঞ্জাল কর্ম্ম নিস্ফল সকল ॥ যে শ্বাস আনন্দে যায় সেই সে সফল ❋ সরাব শিকার খেলা নিদ্রা রশে ভোর ॥ চিন্তা বিনে নির্ব্বাহিলে সুখ নাই ওর ❋ নকি মোর মন চিন্তা কুল নিশি দিন ॥ বাজিয়া জঞ্জাল জালে সুখানন্দ হীন ❋ হস্তগত রাজ কার্য্যে নাই মোর মতি ॥ কোথা অন্য স্থল হেতু আমার আরতি ❋ এই শাদ মোর মাত্র মনের ভিতর ॥ অবিরত থাক সুরা যন্ত্রে সতন্তর ❋ তাহার নিকটে যদি ঘনাইতে নারো ॥ কোতওাল প্রায় সদা রাজ্য রক্ষা কর ❋ যেই জনে আনন্দে গোঁয়ায় দিন রাত্র ॥ চিন্তা সব রাজকার্য্যে কথা তার মাত্র ❋ রাজ্য হস্তে ভিন্য হেন না বুলিয়ে আমি ॥ তোমার পৈতৃক তুমি রাজ্য কর তুমি ❋ তবে কি তোমার পিতা কৈল্ল আয়ু গত ॥ লোক পীড়া হিংসায় আছিল অবিরত ❋ পর চিত্তে দুঃখ দিল চিন্তি নিজ সুখ ॥ তেই তোমা হস্তে সবে ফিরাইল

মুখ ❋ বোলয় যে আমারে সদত কৈল্ল বল ॥ সেই বীজ বৃক্ষ হন্তে কি ধরিব ফল ❋ ছলে বলে বিষন্ন করিল সব রাজ ॥ তেই তোর শির হন্তে দুর হৈল তাজ ❋ লোকে না মানিলে সেই রাজ্য কিবা কাজ ॥ এত জানি ফিরিয়া চলহ নিজ রাজ সুধা লৌহ পিটিলে কিঞ্চিত না বাড়য় ॥ ধিক কৈল্লে হস্ত ব্যথা খণ্ড খণ্ড হয় ❋ তোমার পিতার যত ধন রত্ন আছে ॥ কার্য্যকালে যে মাঙ্গ পাঠাই দিমু পাছে ❋ ঈশ্বর নন্দন তুমি আমি তান পাত্র ॥ যেই আজ্ঞা করহ পালিমু তত মাত্র ❋ যদি সে পাঠকে পত্র সমস্ত পঠিল ॥ অগ্নি সম বাহরাম ক্রোধেত জলিল ❋ পুনি ধীর বাহরাম ধৈর্য্য আচরিয়া ॥ মনে করি ক্ষেমাঙ্কুষে রাখিল তারিয়া ❋ মনে ভাবে সমুচিত্ত ক্রোধে নাই ফল ॥ লোকে মোকে বলিবেক বয়স চঞ্চল ❋ সুবংশে যে যোগ্য বিনু না বলে প্রচণ্ড ॥ ভেগে অনুমানে পদ্মপত্র নব দণ্ড ❋ তিলেক ভাবিয়া মনে দিল প্রত্যুত্তর ॥ সব যোগ্য তুমি আজমের নৃপবর ❋ কিন্তু পত্র লিখনে না হই যুদ্ধজ্ঞাতা ॥ বুদ্ধি মাঝে অল্প আছয় শৈশবতা ❋ যেই কিছু লিখিয়াছ যোগ্য লাগে মনে ॥ লোকে ধিক ভাবে জারে উঠাইব কনে ❋ তবে কি লোকের দানে রাজত্ব না পায় ॥ তার কর্ম্মে উজারেঞ দেয় বিধাতায় ❋ আজম উঞ্চল পাট সন্য বহুতর ॥ তথাপিও বির জন মনে নাহি ডর ❋ যদ্যপি উজ্জ্বল চন্দ্র তারাগণ সঙ্গ ॥ এক দৃষ্টে শ্রীভ্রষ্ট হয় বল ভঙ্গ ❋ মুই বাহরাম গোর সর্ব্ব লোকে জানে ॥ মৃত্তিকার জথ সম আমার নয়ানে ❋ অন্যত্র রাজ্যের গ্রহ হয় মোর চিত্তে ॥ বিধী পরসনে হৈব আপনা সাক্ষাতে ❋ আপনা পৈত্রিক

তুমি কর করতলে ॥ ক্ষেমা কৈলে অযোগ্যতা ঘোষিব সকলে ❋ জমশেদ কায়উছ নওসেরওান ॥ বংশাক্রমে সে সবে বসিছে এই স্থান ❋ অন্য বংশে এই পাট কল্লে পরসন ॥ অন্য গৃহি পাষে যেন হরে উঞ্চাসন ❋ মোর বাপে রাজত্ব করিত মত্ত ভাবে ॥ আপনার কর্ত্তা হেন ভাবিলেক জবে ❋ আপনায় ভাবি আমি কর্ত্তার কিঙ্কর ॥ পিতার আমার মধ্যে অনেক অন্তর ❋ ঈশ্বরের ভাব আর ঈশ্বরতা ভাব ॥ বুঝি চাহ বহু মধ্যে কার আছে লাভ ❋ ব্যাপিত আছয় সব যোগ্য যোগ্যাধিক ॥ ছিপিতে আছয় মুক্তা শীলাতে মাণিক ❋ সর্ব্বোধিক বল মোর দীন ইছলাম ॥ নয়মান নহি আমি নৃপ বাহরাম ❋ তুমি সবে পালিয়া করিল মহা পাত্র ॥ না হৈল প্রতিষ্ঠা যোগ্য নিন্দা চর্চ্চা মাত্র ❋ তুমি সব বচন পালিলা অনুক্ষণ ॥ তখন না কহি এবে নিন্দ অকারণ ভাল মন্দ যত কর্ম্ম মন্ত্রী সে জানয় ॥ মন্ত্রী বাক্য বৃথা নারে করিতে রাজায় ❋ যাহার লবন খাই গোঁয়াইলা কালো ॥ তাকে মন্দ বল মোরে কি বলিবা ভাল ❋ আপনাকে ভাল হেন সর্ব্ব লোকে ভাবে ॥ করয় অযোগ্য কর্ম্ম সংসারের লাভে ❋ ঈশ্বরের স্থানে বৈসে চিন্তি নিজ লাভ ॥ মাতৃ সম জানি সবে করে কাম ভাব ❋ এতাধিক সংসারেতে কি আছে সুকর্ম্ম ॥ পরছিদ্রে দৃষ্টি না বিচারি নিজ মর্ম্ম ❋ যদি মন্দ করিল শোভিল ভাল রিত ॥ মৃত্যু অবশেষে চর্চ্চা না হয় উচিত ❋ যে যেমত করয় পাইব রত্ন ফল ॥ নিয়োজিত ঘটে তাহে নাহি বলাবল ❋ এ বচন মর্ম্ম জানে বুদ্ধিমন্ত জনে মন্দ কথা মন্দ বার্ত্তা মন্দ শ্রোতা গুণে ❋ মন্দ কৈল্লে ক্ষেমে

হেন আছয় দয়াল ॥ ছিদ্র বার্ত্তা হন্তে তার মন্দ হয় ভাল ❋ পরছিদ্র আত্তি করি স্থানে যেই জন ॥ এই দুই হন্তে সেই অধিক ভার্জ্জন ❋ যদ্যপি শিকার সুরা নিদ্রা খেলা রস ॥ সু-পাত্রের গুণ মোর সর্ব্ব জন বস ❋ নাকি মোর পিতার কু-পাত্রে রক্ষা লাগি ॥ বংশে নহে অন্য জন হয় বাক্যভাগি নাস্তি সেবা নৃপ সত্য তার নাহি ফল ॥ যথা তথা তাহার সে জান অমঙ্গল ❋ যদি হই নিদ্রাত প্রবল ভাগ্য জাগে ॥ কে আছে দাণ্ডাইব যুদ্ধে বাহরাম আগে ❋ সুরাপান হন্তে আমি না হই চঞ্চল ॥ উভঙ্গ ভাগ্যের আগে সুমতি নিচল ❋ প্রেম পন্থে আইলে মোর ধিক প্রেম ভাব ॥ ভজ মনে ধনে প্রাণে নভাবিয়ে লাভ ❋ গত অপরাধ আমি না করি ধারণ ॥ সমু-চিত কার্য্য মাত্র না রহে পরান ❋ অখণ্ড কুবুদ্ধি হৈলে দেও কৃত ফল ॥ সুবুদ্ধি হইলে চিন্তো নাহি তার কুশল ❋ যেই নৃপ দেশবাসী সুখে নিদ্রা যায় ॥ অবিরত রস নিদ্রা তাহার যুয়ায় ❋ লভ্য দরশায় যদি মন্দ আছে দাতা ॥ ধর্ম্মশ্বরি কদাপি না ধরে তোর কথা ❋ পারিতে বিগ্রহ আশা মনেত না ধর ॥ সতত ঈশ্বর আগে লজ্জা ভয় কর ❋ নররূপে সৃজি যে করিছে নরপতি ॥ তার আজ্ঞা বিনে মোর আন নাহি গতি ❋ প্রাপ্তি হন্তে কার না করিয়ে গণ্ডা হানী ॥ তার অনু-রূপে তারে ধিক দিতে জানি ❋ যদি অবশেষ হৈল নৃপতি বচন ॥ পত্র লই রায়বার চলিল তখন ❋ ভুমি শির আরো-পিয়া করি নমস্কার ॥ নিবেদিতে লাগিল বচন পরিহার ❋ বংশ অনুক্রমে আমি তোমার কিঙ্কর ॥ অপরাধ ক্ষমাকারি তুমি সে ঈশ্বর ❋ চিরজীবী হও তুমি সকলের নাথ ॥ কার

শক্তি দাণ্ডাইব তোমার সাক্ষাৎ ❀ কয়ত্রচ দারা রহমান বংশ তুমি ॥ অন্য বংশ কদাচিত না সেবিব আমি ❀ নৃপ এথা না আসিব এই ভাবি মনে ॥ অনুচিত করিল কুবুদ্ধি পাত্রগণে ❀ তোমা ছাড়ি অন্য সেবা কাপুরুষ আশ ॥ কিন্তু সত্যে বন্দি হৈছি আমি তার পাশ ❀ মনেতে ভাবিয়া আজ্ঞা কর মহা-রাজ ॥ রহে যে আমার সত্য সিদ্ধি হয় কাজ ❀ নৃপে বলে বুঝিল সবার মন মর্ম্ম ॥ সত্য না রাখিলে হয় অশুরের ধর্ম্ম ❀ সত্য পালকের প্রতি মোর তুষ্ট মন ॥ কহিও আমার এক নিয়ম বচন ❀ অযোগ্য সহিতে নারি কার্য্য মহাভার॥ যদ্যপি তোমার বুদ্ধি কিসের আমার ❀ মেকটের জাল সুত্র বিবর দুয়ারে ॥ অজাগর প্রবেশিতে রাখিতে না পারে ❀ যদি বা অনন্ত সর্প নাগকুল নাথ ॥ গর্ব্ব না রহয় তার গরুড় সাক্ষাৎ ❀ মেষরাশি অরুণ হইলে দিনপতি ॥ তথাপি তাহার পুনি হয় মন্দ যুতি ❀ আরব আজম এক নৃপতির রাজ্য ॥ নিজ সৈন্য নাশ হৈব যুদ্ধ কোন কার্য্য❀ বলবন্ত দুই ব্যাঘ্র যুদ্ধস্থলে আনি সর্ব্ব লোকে দেখুক হইয়া অস্ত্রপাণী ❀ মধ্যস্থলে রাখি বৃদ্ধ নৃপতির তাজ॥ পদগতি যেবা নিতে পারে তার তাজ ❀ পৌরষতা দেখা যাউক না হৌক নষ্ট প্রজা ॥ যাহারে ঈশ্বরে দেয় সে হউক রাজা ❀ নহে এথা আনি তাজ দিব অন্য শির ॥ ইচ্ছা হৈলে দিমু সুখে মোরধিক বীর❀এত শুনি রায়-বার ভুমে চুম্ব দিয়া ॥ নিজ স্থানে গেল পাত্র সার বার্ত্তা লৈয়া❀

—০ঃ❀◯❀ঃ০—

❀ দুই নৃপবরের যুদ্ধ এবং তাজ হরিবার বিবরণ ❀

দীর্ঘ ছন্দ ॥ তুহি রাগ ❀ শুনি বীরবর কথা, পাত্রগণ

হেট মাথা, দেখি শুনি বাহরাম শক্তি ॥ আদ্যের লবণ স্মরি, যোগ্যাযোগ্য মনে ধরি, বসি চিত্তে উপর্জ্জিল ভক্তি ❋ সবে মিলি বিমর্শিয়া, কিছিরা সাক্ষাতে গিয়া, পড়িল পত্রের পদ্বুত্তর ॥ শত্রুর সাহস গুণি, নিজ শক্তি হীন মানি, অতি ত্রাসে কম্পিত অন্তর ❋ মনে গুপ্ত নরাখিয়া, কহিলেক প্রকাশিয়া, রাজত্বে নাহিক মোর কাম ॥ যুদ্ধে নহে তাসমান, নিশার্থে হারাইমু প্রাণ, যেই ফান্দ কৈল বাহরাম ❋ ভাবি বুঝিলাম নিষ্ট, রাজ্য হন্তে প্রাণী মিষ্ট, অকারণে দিতে ব্যাঘ্র হাতে ॥ চাহিলুং করিতে রণ, না বুঝি সৈন্যের মন, কে জুঝিবে ঈশ্বর সাক্ষাতে ❋ দেশেং যত জন, ছিল মহা পাত্রগণ, সব আসি ভজিল চরণে ॥ মিলিল অর্দ্ধেক দল, মুঞি হৈলুং হীন বল, যে আছে মিলিল দরশনে ❋ পৈতৃক ধরণী তার, আমি সব পরিচার, যুবকের শোভামান রাজ্য ॥ উপস্থিত তপকাল, কেনে মোর এ জঞ্জাল, যোগ্যাযোগ্য বিচারিল কার্য্য ❋ আমত্য সকলে গুণি, বলে শুন নৃপমণি, কোন চিন্তা নভাবিও চিতে ॥ আমরা সকল জনে, বসাইব সিংহাসনে, নিজ বুদ্ধি না পারি করিতে❋ থাক হরষিত মন, করিছে উত্তম পণ, দ্বিপিযুগ মধ্যে রাখি তাজ ॥ কিবা ব্যাঘ্র বধ করে, কিবা ব্যাঘ্র হস্তে মরে, নিস্কণ্টকে পাইবা দ্বিরাজ ❋ অসীম সাহস করি, যদি নিতে পারে হরি, তবে তারে প্রসন্ন বিধাতা ॥ নহে এই অল্প কাজ, প্রাণপণে পাইলে রাজ, বাহরাম মানিব সর্ব্বথা ❋ এই যুক্তি করি সার, দুই ব্যাঘ্র আনিবার, আজ্ঞা কৈল আখেটী সবেরে ॥ বলবন্ত মহা কায়, দেখি ত্রাস লাগে গায়, ক্রোধযুক্ত অক্ষেত শরীরে ❋ সাধু দশ লোক সদায়,

কৃপাশীল গুণালয়, শ্রীযুক্ত ছৈয়দ মহাম্মদ ॥ হীন আলাওলে কহে, সুকর্ম্মে যাবৎ রহে, আয়ু যশ বৃদ্ধি সুসম্পদ ❋

জমক ছন্দ ॥ পাহারি রাগ ❋ আখেটী সকলে নৃপতির আজ্ঞা পাইয়া ॥ বলবন্ত দুই ব্যাঘ্র আনিল বাছিয়া ❋ মহা ভয়ঙ্কর দুই প্রগাঢ় শরীর ॥ যার শব্দ দর সে দ্বিরদ নহে স্থির ❋ নিয়ম দিবস যদি উপস্থিত হৈল ॥ যুদ্ধক্ষেত্রে দ্বিপি-যুগ আনিয়া রাখিল ❋ দুই ব্যাঘ্র হইবেক বহু আত্মা হানি ॥ ব্যাঘ্র এক আনিলেক দোসর বাঘিনী ❋ একদিন এক রাত্রি নদিল আহার ॥ প্রভাতে রাখিল রণক্ষেত্রের মাঝার ❋ দুই নৃপ আইল তথা সৈন্য সমহিত ॥ অস্ত্র হাতে সকলে রহিল সচকিত ❋ ব্যাঘ্রপাল চতুর যদি সে আজ্ঞা পাইল ॥ ব্যাঘ্র যুদ্ধ মধ্যে রত্ন কীরিট রাখিল ❋ কিছিরার সম্বাদ আসিয়া এক দুতে ॥ প্রণামিয়া কহে বাহরামের সাক্ষাতে ❋ সহজেই বৃদ্ধ আমি জরাজীর্ণ কায় ॥ প্রথমে হরিতে তাজ তোমার যুয়ায় ❋ এত শুনি ইষৎ হাসিয়া বাহরাম ॥ কহিল বুঝিলুং আমি তার মনস্কাম ❋ বহু দৃষ্টা বহু শ্রোতা এরাকের পতি ॥ বিশেষতঃ বৃদ্ধতমা আমি শিশুমতি ❋ বাইশ বৎসর মাত্র বয়স আমার ॥ তাহান উচিত আগে তাজ হরিবার ❋ তবে যদি আমা প্রতি হাঙ্কারহ আগে ॥ আর কি বিক্রম দেখাইবা শেষ ভাগে ❋ দিন ইছিলাম আর আয়ু ভাগ্য বলে ॥ মোর বীর দর্প আজি দেখহ সকলে ❋ এ বলিয়া অশ্ব হন্তে লামিয়া ভূমিত ॥ সিংহ-গতি চলি গেল দ্বিপীযুগ ভিত❋যেই জনে শত ব্যাঘ্র মারিছে লীলায় ॥ সে কেনে রহিব দুই ব্যাঘ্রের শঙ্কায়❋বায়ুগতি বাহরাম ব্যাঘ্র মধ্যে গিয়া ॥ বিজুলি ছটকে চলিলেক তাজ লৈয়া

ব্যাঘ্রযুগ ভুকিল ধাইল পাছে২ ॥ ঘনাইতে না পারিল বাহ-রাম কাছে ❋ তাজ শিরে দিয়া ফিরি আসিয়া ঘনান ॥ এক২ ঘায় লৈল দোহান পরাণ ❋ শীঘ্র আসি হৈল পুনি অশ্বে আরোহণ ॥ বাহরাম শকতি দেখিয়া বীরগণ❋কিছিরা অমাত্য আদি সৈন্য সমুহিত ॥ প্রণাম করিল আসি পড়িয়া ভুমিত ❋ বলিলা আরব ছত্র টঙ্গির মায়ায় ॥ কদাচিত নৃপ নাই আসিত এথায় ❋ তেকারণে আমি সবে কৈল্ল এই ছল ॥ বিশেষতঃ আজ্ঞা বিনু হয় বলাবল ❋ এখানে পিতৃর পাটে বৈস গিয়া তুমি ॥ পুরুষানুক্রমে তোমা সেবক যে আমি ❋ বাহরামে গত কর্ম্ম না রাখিয়া মনে ॥ পাত্রকুলে প্রসাদে তুষিল জনে২ নানাবিধ সুমঙ্গল করি গীত নাটে ॥ আসিয়া বসিল নৃপ এরা-কের পাটে ❋ শ্রীযুত ছৈয়দ মহাম্মদ রসসিন্ধু ॥ গুণিজন পাল ধীর দুঃখিতের বন্ধু ❋ হীন আলাওলে কহে তাহান আদেশ আয়ু যশ ভাগ্য পুর্ণ বারোক বিশেষ ❋

❋ বাহরাম যুদ্ধ জিনিয়া এরাকের রাজা ❋
❋ হইবার বিবরণ ❋

দীর্ঘ ছন্দ ॥ রাগ কেদার ❋ নৃপ বাহরাম গোর, সিংহ জিত সের জোর, পিতৃ পাটে হরিষে বসিয়া ॥ দিয়া নানা সুপ্রসাদ, লোকের পুরিল সাধ, দান কৈল্ল ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া ❋ পাই বাহরাম দান, সব রাজ্য সসম্মান, ভিক্ষুক সকল হৈল ধনী ॥ সবে কৈল্ল আশীর্ব্বাদ, পুরোক মনের সাধ, যুগে২ জিও নৃপমণি ❋ খণ্ডাইয়া ছলবল, নাসি কর্ম্ম অমঙ্গল, কৈল্ল সুনিয়ম ধর্ম্ম নীত ॥ নরে বলিবে বলন্ত, কটু কুট না বলেন্ত, ছাগ মেষ নাই ব্যাঘ্র ভীত ❋ কুগ্রহ ছাড়িল দেশ, শুভগ্রহ পরবেশ,

সৈন্য পূর্ণ হৈল বসুমতি ॥ উদ্যানের বৃক্ষগণ, ফলে নম্র অনুক্ষণ, সুখানন্দি হৈল নিরবতি ❁ দুষ্ট দস্যু খল মারি, তস্কর অন্তরে করি, নরের দুর্ম্মতি কৈল্ল দূর ॥ হাটে বাটে পেলে ধন, না হেরয় কোন জন, বিধবা না হিংসে শত স্থুর ❁ সত্য ধর্ম্মে পালে রাজ্য, শাস্ত্র নীতি করে কার্য্য, ঈশ্বর আরতি ধরে মনে যে করিল শত্রু ভাব, না দেখিয়া নিজ লাভ, সবে আসি ভজিল চরণে ❁ আদ্য নৃপ বল ত্রাসে, যত গেল ভিন্ন দেশে, ধর্ম্ম স্মরি আইল পুনর্ব্বার ॥ বাহরাম বীর দর্পে, নৃপ সব ত্রাসে কম্পে, সকলে পাঠায় রায়বার ❁ যথা করে কোপ দৃষ্টি, নাশয় তাহার শৃষ্টি, হিন্দু চীন রূম নৃপ সব ॥ ভাঙ্গিয়া সকল বল, কৈল্লা এক ছত্র তল, দশ গুণে বাড়িল বৈভব ❁ এমতে বৎসর তিন, দেশ হৈল দোষ হীন, সর্ব্ব লোক আনন্দে বঞ্চয় প্রভু গত নিজ চিত, পুণ্য ধর্ম্ম কর্ম্ম নীত, অবিরত ঈশ্বর সেবয় লোক হিত গুণি মিত, বিনু ধিরা গদ চিত, শ্রীযুক্ত ছৈয়দ মহাম্মদ ॥ তাহান আরতি গুণে, হীন আলাওলে ভনে, আয়ু বংশ বৃদ্ধি সুসম্পদ ❁

জমক ছন্দ ॥ কামদ রাগ ❁ নৃপ বাহরাম গোর আসিয়া আজম ॥ সর্ব্ব দেশ বশ করি দেখাই বিক্রম ❁ প্রত্যয়ার্থে পাত্র এক আজমে রাখিয়া ॥ আপনি আইল তবে ইমনে চলিয়া ❁ দুঃখি লোক সুখী হৈল সুখী ধিকে ধিক ॥ মতিভোর হই প্রভু নচিন্তে খানিক ❁ নানা সুখ আনন্দে ভুলিয়া সর্ব্বজন ॥ টুকেক না করে কেহ ঈশ্বর স্মরণ ❁ তবে ক্রোধযুক্ত হৈয়া প্রভু নিরাকার ॥ নিষেধিল মেঘ প্রতি তথা বরিবার ❁ ফল হীন তরু যেন ক্ষেত শস্য হীন ॥ শুখাইল

ঝর্ণা নদী পড়িল দুঃখ দিন ❀ না রহিল বৃক্ষ পত্র মহী গেল ফাটি ॥ কাঞ্চন রতন তুল্য হৈল এক রুটি ❀ তৃণ জল বিনে মরে চতুষ্পদগণ ॥ মৃত্যুকে মনুষ্য সবে করয় ভক্ষণ ❀ এ সব বৃত্তান্ত বাহরাম নৃপে শুনি ॥ চিন্তাকুল হই নিদ্রা না আসে রজনী ❀ আজ্ঞা কৈল্য যথা আছে সৈশ্যের ভাণ্ডার ॥ দ্বার মেলি দেও অর্দ্ধ মুল্যে কিনিবার ❀ অর্দ্ধ মুল্যে কিনিল যতেক ছিল ধনি ॥ নির্দ্ধনীরে দান দিল পরিজন গুণি ❀ এই মতে নিয়মে লিখিয়া বাহরাম ॥ প্রতি দেশে বার্ত্তা পাঠাইল তুরমান ❀ স্থানে২ অন্নশালা দিতে জলছত্র ॥ পুনঃ পুনঃ দেশে২ লেখিলেক পত্র ❀ পক্ষীগণ ভক্ষ হেতু ছিণ্ডিল প্রান্তর ॥ নিয়ম করিয়া দিল প্রতি ঘরে ঘর ❀ বহুবিধ অন্নশালা দিল নিজ দেশে ॥ পরিপুর্ণ ভুঞ্জায় যথেক লোক আইসে ❀ জুম্মা দিনে নৃপতি হইয়া রোজাদার ॥ সমস্ত রজনী সেবিলেক করতার ❀ শেষ রাত্রি সজিদা করিয়া মাগে বর ॥ আয় ভক্ষদাতা প্রভু ত্রিজগ ঈশ্বর ❀ অনেক অপার জীব তুমি তার রক্ষ ॥ এক নপাসরি সবানেরে দিছ ভক্ষ ❀ যেই কীট রাখিয়াছ অন্তরে পাষানে ॥ তাহার আহার নিয়োজিছ সেই স্থানে ❀ রজ্জাক আপনা নাম রাখিছ আপনে ॥ ভক্ষদাতা আর নাই তুমি এক বিনে ❀ যদি পাপ পুর্ণ অঙ্গ আমি দুরাচার ॥ তোমার কৃপাল নাম ভরশা আমার ❀ ব্যাঘ্র যুগ মধ্যে হন্তে হরি শির তাজ ॥ পাইলুং আজম দেশ আদি নানা রাজ ❀ মুঞি ক্ষুদ্র হন্তে এই নহে মহা কাম ॥ কার্য্য সিদ্ধি মুক্তি হেতু স্মরি তোমা নাম❀ সর্ব্ব মতে আমার পাপের নাহি ওর ॥ মুই মাত্র সাস্তি যোগ্য পাপ হেতু মোর ❀ লোক

প্রতি স্থ-সময় কর কৃপাময়॥ দেখিতে প্রজার দুঃখ দহয় হৃদয় ❋ মুই বার্ত্তা না পাইতে মরিল যত লোক॥ অন্তরে বিদরে মোর ভাবি সেই শোক ❋ পাপী পাপ ক্ষেমিয়া পরম দয়াময়॥ কৃপা করি শান্ত কর তৃষিত হৃদয় ❋ সমস্ত রজনী চক্ষে না আছিল নিদ্রা॥ কাকর্ব্বাদ করিতে লাগিল তেজিতন্দ্রা অকস্মাত তখনে শুনিল দৈব বানী॥ আর না করিও চিন্তা শুন নৃপমনি ❋ সুখরসে ভুলিয়াছে তোর দেশ লোক॥ পাশরি ঈশ্বর ভাব মনে পাইল শোক ❋ তোমার কাকুতি শুনি প্রভু কৃপাময়॥ তুষ্ট হই দেশ প্রতি হইল সদয় ❋ মেঘ প্রতি আজ্ঞা দিল বরিক্ষিতে নীর॥ শস্যবন্ত হৈব ক্ষিতি লোক হৈব স্থির ❋ দুর্ভিক্ষের দুঃখ হেতু মৈল যত লোক নির্ব্বন্ধ পুরিল তার না ভাবিও শোক ❋ তোমারে সন্তোষ হৈয়া প্রভু নিরাঞ্জন॥ চারি অব্দ দেশ হন্তে খণ্ডাইল মরণ ❋ কিবা বৃদ্ধ যুবক বালক হৈছে হৈব॥ চারি অব্দ এ দেশেতে কেহ না মরিব ❋ এত শুনি নরপতি হরষিত মনে॥ সোক-রানা নমাজ পড়িল ততক্ষণে ❋ প্রভাতে উঠিয়া নৃপ ডাকি পাত্রগণ॥ অপরূপ কহিল নিশির বিবরণ ❋ কোতওালে ডাকিয়া কহোক ঘরে ঘরে॥ শতত ঈশ্বর ভাবে থাকে সর্ব্ব নরে ❋ ধর্ম্ম কর্ম্ম কর সবে তবে হৈব ভাল॥ প্রভুর ভ্রমেতে হৈছে এতেক জঞ্জাল ❋ ভ্রম খণ্ডি লোক হৈব প্রভু গত মন তখনে মাগয় লোকে হয় বরিষণ ❋ সৈশ্যবন্ত হৈল ক্ষিতি খণ্ডিল দুর্দ্দিন॥ চতুর্থ বৎসরে দেশ হৈল মৃত্যু হীন ❋ শ্রীযুত শন্য মন্ত্রি ছৈয়দ মহাম্মদ॥ এই মত পুর্ণ হোক বাঞ্চিত সম্পদ ঈশ্বর কৃপায় হোক দিন দুনিয়া লাভ॥ সদত রহোক মনে

ঈশ্বরের ভাব ❋ প্রসরৌক চারিদিগে সুগন্ধি পুরণ ॥ যোগ্য উপবনে যশ মালতি চন্দন ❋ হীন আলাওলে কহে তার আজ্ঞা পাল ॥ সেই পুত্র যোগ্য ধন যার কৃতি ভাল ❋

❋ দিলারামের প্রশঙ্গ ❋

❋ রাজা দেলারাম সঙ্গে বিপিন বেহার ❋

❋ যাইবার বিবরণ ❋

জমকছন্দ ॥ রাগ ভাটিয়াল ❋ একদিন বাহরাম সৈন্য ছত্র সঙ্গে ॥ প্রবেশিল বন খণ্ডে আহারের রঙ্গে ❋ আছিল প্রিয়সী এক পরম সুন্দরি ॥ জগত মোহিনী বালা নানা গুণ ধারি ❋ মধুর সুস্বর কণ্ঠ নানা যন্ত্র বাহে ॥ রম্ভা তিলোত্তমা জিনি নিত্য মন মোহে ❋ তিলেক বিচ্ছেদ তার না সহে নৃপতি ॥ যথা আগমন তথা চলয় সঙ্গতি ❋ শাস্ত্র বিদগধ কণ্ঠে বাগ্মির আশ্রম ॥ বহু গুণবতি বালা নামে দিলারাম ❋ নৃপ সঙ্গে চলি গেলা বিপিন বিহারে ॥ প্রবেশিল নরপতি অরণ্য মাঝারে ❋ বহু মৃগ নীল-গাভি আদি গোর-খর ॥ মারিল মহিশ গণ্ডা সেই বনান্তর ❋ মধ্যাহ্ন সময় নর-পতি বাহরাম ॥ টানাইয়া নবগিড়ী করিল বিশ্রাম ❋ হেন কালে এক গোর অতি হৃষ্টকায় ॥ দাণ্ডাইল আসি এক বৃক্ষের ছায়ায় ❋ চতুর্দ্দিকে সৈন্যচয় পন্থ না পাইয়া ॥ প্রান্তরের মধ্যভাগে দাণ্ডাইল গিয়া ❋ নৃপতির দৃষ্টি হৈল সেই গোর উপর ॥ মারিবার জন্যে হস্তে লৈল ধনুস্বর ❋ দিলারাম সম্বোধি কহিল নরপতি ॥ দেখ দেখ প্রাণপ্রিয়া আমার শকতি ❋ কোন স্থানে হানিমু বলহ এই গোর ॥ যেই মাগো দিয়া বাঞ্ছা পুরাইব তোর ❋ হাসিয়া বলিল রাজা

অকথ্য কথন ॥ এক শরে মুণ্ডে পদে হানহ রাজন ❋ নৃপতি ভাবিল হীন বুদ্ধি স্ত্রীয়া জাতি ॥ বড়ই অসক্ষ কার্য্যে করিল আরতি ❋ না পারিলে আমারে করিব অল্প জ্ঞান ॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া শর করিল সন্ধান ❋ অলক্ষিতে নৃপতি হানিল এক শর ॥ গোর কর্ণে লাগিলেক বিসিকের পর ❋ বাম পদ হানি গোরে কর্ণে লাগাইতে ॥ পদে মুণ্ডে নরপতি হানিল তুরিতে দেখিয়া বুলিল বালা বুঝিয়া সে মর্ম্ম ॥ বল শক্তি নহে এই অভ্যাসের কর্ম্ম ❋ দুষ্টা সরস্বতী বালা মতি ভ্রমাইল ॥ শুনি রাজা ক্রোধে তবে অগ্নি সম হৈল ❋ প্রথমে করিল বালা অযোগ্য আরতি ॥ অশক্ষ দেখিয়া না হইল তুষ্ট মতি ❋শীঘ্র আসি মোর ভুজ চুম্বিতে উচিত ॥ সন্তোষ না হই বলো এাক বিপরিত ❋ এক ছরহঙ্গ ছিল নৃপতি গোচরে ॥ অবিরত সাক্ষাতের সব কার্য্য করে ❋ তার হস্তে মহারাজে সপিল যুবতি ॥ গৃহে নিয়া দুষ্ট কন্যা কাট শীঘ্রগতি ❋ মোর হস্তে অবলার বধ অনুচিত ॥ কেহ নজানৌক নিয়া মারহ তুরিত ❋ এত শুনি ছরহঙ্গ ভুমে চুম্ব দিয়া ॥ অশ্বে তুলি অলক্ষিতে গেল কন্যা লৈয়া ❋ আপনা আলয়ে নিয়া রাখিল সুস্থানে লই গেল কন্যা বর মারিতে পরানে ❋ মনেত ভাবিল কন্যা জীবন সঙ্কট ॥ পরিহার মাগয় খণ্ডাই মুখ পট ❋ যেন ঘন হস্তে পুর্ণচন্দ্র নিস্বরিল ॥ দেখি ছরহঙ্গ চিত্ত মায়ায় জড়িল ❋ কোন মতে তার অঙ্গে চড়াইয়া ঘাও ॥ স্তব্দরূপী হই ভাবে মুখে নাই রাও ❋ তবে কর যোড়ে কন্যা কহিল তখন ॥ মন দিয়া শুন দুঃখিনীর নিবেদন ❋

চন্দ্রাবলী ছন্দ ❋ শুনহ২ বাপ, মোর মনস্তাপ, কহিতে

হৃদয় ফাটে ॥ বাম হৈল বিধি, খণ্ডায় স্বুবুদ্ধি, নিজ দন্তে গ্রীবা কাটে ❋ নয়ন অন্তর, হৈতে নৃপবর, মনে শান্ত নাহি পায় ॥ যেন প্রাণ কায়া, কিবা অঙ্গ ছায়া, ছিলুং পুষ্পগন্ধ প্রায় ❋ দেখি গোরখর, রাজা প্রাণেশ্বর, প্রেম রসে জিজ্ঞাসিল ॥ আমি হীন মতি, অসক্ষ আরতি, শুনি অসাধ্য সাধিল ❋ আমি অভাগিনী, না হৈয়া নিছনি, অভ্যাগের নাম লৈলুং ॥ দুষ্টা সরস্বতী, ভ্রমাইল মতী, তেই সে এরূপ হৈলুং ❋ এই মোর দোষ, রাজা হৈল রোষ, নহে ধিক অপরাধ ॥ আমার বিচ্ছেদ, নৃপ মনে খেদ, কোনে পুরাইব সাধ ❋ হেন প্রাণেশ্বর, হইলে অন্তর, পামর জীবন রাখে ॥ মুঞি কলাবতী, জানি নানা ভাতি, পাইমু যদি প্রাণ থাকে ❋ এক নিবেদন যদি কর মন, শীঘ্রে নারি বধ ত্যাগি ॥ মোর মৃত্যু শুনি, যদি নৃপমণি, শোক ভাবে মোর লাগি ❋ মোহর কল্যান, তুমি পুণ্যবান, দুই তনু রক্ষা পায় ॥ যদি নৃপ রীত, দেখ হরষিত, নিবন্ধ খণ্ডন যায় ❋ এতেক কহিয়া, সপ্ত রত্ন লৈয়া, দিল ছুরহংগ আগে ॥ মানিক্য অতুল, এক রাজ্য মুল, একেক রত্তন লাগে ❋ কহিতে বচন, বহয় লোচন, শ্রাবনের ধারা প্রায় ॥ শিলা হয় নীর, বুক যায় চির, খেদেতে কান্দেন রায় ছৈয়দ মহাম্মদ, ধর্ম্ম গুণে হদ, দয়াশীল কৃপাময় ॥ তাহান আরতি, মধুর ভারতি, হিন আলাওলে গায় ❋ সত্যের বচন, গতানুশোচন, ভাবিয়া কহিবা কথা ॥ স্বামি সনে গর্ব্ব, বিনাশয় সর্ব্ব, ভাবি দেখ যথা তথা ❋

জমক ছন্দ ॥ ভুপালি রাগ ❋ কন্যার বচনে ছুরহঙ্গের মনে তাপ ॥ কহিলেক তুমি পুত্রি আমি তোর বাপ ❋

কেমনে পামর হস্তে তোমারে বধিব ॥ যেমত কহিলা আগে তেমত করিব ❋ কিন্তু কোন জনে যদি আসি জিজ্ঞাসয় ॥ কদাপিও না দিবা আপনা পরিচয় ❋ অমহিমা মহিমা না করিবা বিচার ॥ বলিবা বিদেশী এই গৃহে পরিচার ❋ দুঃখে কষ্টে কতদিন গোঙাইলে কাল ॥ বিধি বসে অবশ্য দিনেক হৈব ভাল ❋ কন্যা বলে নৃপ সঙ্গে হৈলে দরশন ॥ আমাত্যের মেলে তুমি হইবা ভার্জ্জন ❋ বিধি বসে যদি মোর প্রাণ রক্ষা পায় ॥ করিমু পুত্রির কর্ম্ম যেমত যুয়ায় ❋ কন্যা গোপ্তে রাখি অতি বিষাদিত মনে ॥ সপ্ত দিন ব্যাজে গেল নৃপ দরশনে ❋ দেখিল নৃপতি মন বিরষ মলিন ॥ পুর খণ্ড সমস্ত হইছে উৎ-সাহিন ❋ ছরহঙ্গ দেখি নৃপে পুছিল স্বরূপ ॥ কহিলেক মহা-রাজ আজ্ঞা অনুরূপ ❋ শুনিয়া নৃপতি না পারিল সম্বরিতে ॥ লাগিল খঞ্জন যুগ মুক্তা উদগারিতে ❋ হাহা প্রিয়া বলি নৃপ পড়ি গেল ধন্দ ॥ কোন রাহু গ্রাসিলেক মোর পুর্ণ চান্দ ❋ পৃথিবীতে মোর সম নাহিক মগদ ॥ বিনা অপরাধে কৈলুং হেন নারী বধ ❋ জীবন অবধি মোর রহিল এ দুঃখ ॥ পুন-রপি না দেখিলুং হেন চন্দ্রমুখ ❋ পুনি না শুনিমু স্বর অমিয়া মিশ্রিত ॥ কার অঙ্গ ভঙ্গ রঙ্গে শান্তাইমু চিত ❋ মধু বৃষ্টি শৃষ্টি হৈল বর্জ্জিত শ্রবণ ॥ বিনোদ কটাক্ষ ভঙ্গে কে মোহিব মন ❋ ত্রিভুবন মধ্যে হেন কে আছে পামর ॥ ইচ্ছা সুখে প্রাণ শুন্য করে কলেবর ❋ পড়িয়া নানান শাস্ত্র হইলুং অধির ॥ তিল ক্রোধ না শম্বরি হিয়া যায় চির ❋ ক্রোধে বুদ্ধি নাশ পায় লোভে নাশে লাজ ॥ কর্ত্তব্যে না সহে সত্য চর্চ্চা পুর্ণ্য কাজ ❋ অক্ষেমীয়া নৃপতি করয় অশ্রু পাত ॥

সাক্ষাতে মোর না শোভে প্রলাপ ॥ অন্নদাতা ভয় ত্রাতা দুই মতে বাপ ❋ যদ্যপিহ সুখে আছি জনকের ঘরে ॥ নৃপতি বিচ্ছেদে মোর পরাণী বিদরে ❋ বিয়োগ বিনাশ হেতু কর এক কর্ম্ম ॥ ধর্ম্মের উপরি হৈব শত গুণ ধর্ম্ম ❋ এই পন্থে বাহরাম যাইতে আহারে ॥ যত্ন করি কহি এথা আন নৃপতিরে আমি কি কহিব তুমি আপনি পণ্ডিত ॥ কহিবা মিনতি করি যেমত উচিত ❋ কর্ণ হন্তে খসাইয়া দিল চারি রত্ন ॥ ভাঙ্গা-ইয়া কর শীঘ্র নিমন্ত্রণ যত্ন ❋ গর্ভহীন সরসে হৃদয় নরপতি ॥ অবশ্য আসিব শুনি তোমার কাকুতি ❋ মোর মনে লয় নৃপ আসিবে অবশ্য ॥ কহিমু টঙ্গির কথা বৃষের রহস্য ❋ কহি-লেক ছরহঙ্গ হরষিত মন ॥ কি দুঃখে লইমু তোমা শ্রবণ রতন বিধির প্রসন্নে মোর অশৈষ্য কি টুটে ॥ নিজুতে না হয় যদি নাগইমু কোটে ❋ নিমন্ত্রণ সাজ করি নানাবিধ মত ॥ নৃপতির সেবায় রহিল অবিরত ❋ আর দিন বাহরাম চলিতে আখেটে ছরহঙ্গ পুরি যেই দিগে সেই বাটে ❋ ছরহঙ্গ নৃপতির নিকটে আসিয়া ॥ গলবস্ত্রে নিবেদিল ভুমে চুম্ব দিয়া ❋ মুঞি হীনে টঙ্গি এক করিছি নির্ম্মাণ ॥ অমাত্যের গৃহ নহে তাহার সমান মোর মনে বাঞ্ছা এই নৃপতি চরণ ॥ পরশ করিলে তথা বঞ্চিমু আপন ❋ তুমি নৃপ কুলেশ্বর কিছু নটুটিব ॥ সেবক অমাত্ত লক্ষে গুণ বৃদ্ধি হৈব ❋ সর্ব্ব যুগ উজ্জ্বল করয় দিনপতি অস্থলে পড়িলে নষ্ট নহে তার যুতি ❋ আর এক অপুর্ব্ব কৌতুক দরশন ॥ দর্শাইমু যদি হয় নৃপতির মন ❋ মোর গৃহে আছে এক অপুর্ব্ব সুন্দরী ॥ মৃদু সুকোমল তনু নানা গুণধারি এক বৃষ কান্দে করি টংগিতে উঠয় ॥ লংঘিয়া যাইট পৈঠা

ভুমিতে লাময়॥সন্ধ্যাকালে আখেট নির্ব্বাহি নৃপবর॥মাঠেতে বিশ্রাম হয় বস্ত্র গৃহান্তর ॥ সেবকের গৃহে যদি হয় সুবিশ্রাম লক্ষ গুণে উজ্জ্বল হইব ভুয়া নাম॥ সার্থক হউক মোর সেবক বসতি॥ শুনি হরষিতে আজ্ঞা কৈল নরপতি॥বিদায় মাগিয়া ছরহঙ্গ আইল ঘর॥ বিলোপিল ভুরি খণ্ডে চন্দন আগর॥ নানা বর্ণ কুসুম গুথিয়া দিব্য মালা॥ মিষ্ট ফল যথোচিত নিল অতি ভালা॥পবিত্র কোমল শয্যা অতি মনোহর॥ নৃপ যোগ্য বিছাইল টঙ্গির উপর॥ বসিতে অমাত্যগণ উত্তম বিছান॥ যথা যোগ্য বিছাইল বুঝি নানা স্থান॥ রাজ অনুরূপ নীতি সুশয্য করিয়া॥ নৃপতির কাছে গেল আপনি চলিয়া॥ আখেট নির্ব্বাহি নৃপ মন হরষিতে॥ আসিয়া বসিল ছরহংগের টংগিতে॥ দিব্য উদ্যানের মধ্যে সুপবিত্র ঘর॥ দেখিয়া আনন্দ চিত্ত হৈল নৃপবর॥ মলয়া সমীর ধির সৌরভ সহিত স্থল পরশনে মন হৈল উল্লাসিত॥ তবে ছরহংগ হই হরসিত মন॥ নানা সুপদার্থ আনি করাইল ভোজন॥ চন্দন সুগন্ধি আনি কর্পুর তাম্বুল॥ আনিয়া সাক্ষাতে বস্ত্র দিব্য বহুমুল॥ অমাত্য সবেরে পরিপুর্ণ ভুঞ্জাইয়া॥ যথা যোগ্য ব্যবহার সাদরে করিয়া॥ নির্ম্মল মধুর মধ্যে সুগন্ধ সুরংগ॥ দ্বাহং রাম সাক্ষাতে আনিল ছরহংগ॥ যার এক বিন্দুতে জন্মায় দিব্য ভাব॥ খণ্ডাইয়া তর্ত্তা রূপ করে মিত্র লাভ॥ রত্তন কোটরা ভরি সুচক মদিরা॥ ধীরে ধীরে যদি সে হইল তিন ফিরা॥ আদেশিল নরপতি মন হরষিতে॥ সে বৃষ সহিতে কন্যা সাক্ষাতে আনিতে॥ ছরহঙ্গের ইঙ্গিতে বুঝিয়া কন্যা বর॥ নানা অলঙ্কার বস্ত্র পরি মনোহর॥

বিচিত্র বোরকা মুখে ঢাকিয়া কামিনী॥ ধীরে২ আসে মত্ত গজেন্দ্র গামিনী ❋ কান্ধে বৃষ চারি পদ ধরি দুই করে॥ লংঘিয়া সাইট পৈটা টঙ্গির উপরে ❋ সেই মতে নামি পুনি উপরে উঠিয়া॥ তসলিম কোর্ণেস কৈল্ল ভুমে চুম্ব দিয়া ❋ অপরূপ দেখিয়া বলিল বাহরাম॥ বল শক্তি নহে এই অভ্যাসের কাম ❋ অল্প২ অভ্যাসিছে শৈশব অবধি॥ তেকারণে হৈছে এই গুরু কার্য্য সিদ্ধি ❋ ভুমি চুম্ব দিয়া কন্যা করি আশীর্ব্বাদ॥ বলিলেক রাজেশ্বর একি পরমাদ ❋ অভ্যাসের নামে মোর উপর্জ্জে তরাস॥ বিরীষ অভ্যাস গোর নহে নি অভ্যাস ❋ এত শুনি নরপতি শোক ভাবি মন॥ দেলারাম নারী কথা হইল স্মরণ ❋ মুখ পট খণ্ডাইতে যদি আজ্ঞা কল্ল॥ ছুরহঙ্গ আদি সব অন্তর হইল ❋ আচ্ছা-দন তেজি বালা বদন প্রকাশি॥ যেন অভ্র হন্তে নিশ্বরিল পুর্ণশশী ❋ কোলে বসাইয়া দিল গাঢ় আলিংগন॥ বিচ্ছেদ স্মরিয়া ঝরে যুগল লোচন ❋ আনন্দ সাগরে ডুব দিল নৃপ আখি॥ ছিফ হন্তে মুক্তা শ্রবে দেখ তার সাক্ষী ❋ সহজে পামর মুঞি নিষ্ঠুর হৃদয়॥ ক্রোধ বশ হৈলুং তিলে না গনি সংশয় ❋ দোসর পরাণ তুমি মনে না ভাবিয়া॥ নিজ হন্তে বিদারিলুং আপনার হিয়া ❋ উন্মত্ত হইলুং মুই ক্রোধের আনলে॥ অদ্যাপি অন্তরে মোর ধক২ জ্বলে ❋ যেই বাক্য লাগি হৈলুম তোমার বিচ্ছেদ॥ মরমে লাগিল মোর সে উলটা ভেদ ❋ মুই ভ্রম হৈলুং যদি নিদয়া হৃদয়॥ রোষ পরি-হর ক্ষেম হইয়া সদয় ❋ আমি সে অধীর হৈল তুমি মাত্র ধীর সুবুদ্ধি কলাপে মোর প্রাণ কৈলা স্থির ❋ নিগুণি করয় দোষ

ক্ষেমে গুণবন্ত ॥ অপকারে উপকার করয় মহন্ত ❋ ক্ষেমা না করিলে যোগ্য শাস্তি দেও মোরে ॥ চতুরের মর্ম্ম মাত্র বুঝয় চতুরে ❋ ভুজপাসে বান্দহ দংশোক ফণিহার ॥ হৃদয় উপরে দেও গিরিযুগ ভার ❋ সজল নয়নে বালা পড়িল চরণে ॥ সহাগ জড়িল যেন কাঞ্চন রত্তনে ❋ কান্দন সঙ্কল্পি বালা হাসিয়া ইংগিত ॥ দুঃখ আদি অন্ত প্রকাশিল যথোচিত ❋ প্রকারে জীবন রাখি পাইলুং যত দুখ ॥ কহিতে না পারি মুই সবে এক মুখ ❋ তোমার স্মরণ চিত্তে মোর শতবার ॥ প্রাণ রক্ষা হেতু কৈলুং কিঞ্চিৎ আহার ❋ যদি জীব থাকয় অবশ্য পাইমু তোমা ॥ সাধিলুং উৎকৃষ্ট কর্ম্ম লক্ষ করি ক্ষেমা ❋

গীত তিরোয়া ধানসী ❋ মলয়া সমীরণ, মৃগমদ চন্দন, বাড়ব আনল সমান ॥ হিমকর শীতল, হলাহল সুন্দর, বিথব আদিও পরমাণ ❋ সাজ তুয়া বিনু, লইয়া অতনু, হিত মিত অবিরত ॥ কোকিল ভয় বক, কপোত শিখী ডাউক, শ্রবণে সবো দুঃখ ভকত ❋ বাদর যামিনী, একাশ্বর কামিনী, ঝুরি২ মরহ বৈরাগী ॥ সঘন ঘটাঘট, বিজলী ছটাছট, দশদিশ বরিক্ষয় আগি ❋ কুটের কানন মহা, কাতর হরিণী, বিরহ যায় রজনী ॥ নিকট মদন, দিপীদ্বয় নাহি খায়, অয় নম মন্ত্র বাণী ❋ কুঞ্জর দ্বিত্তগ, শরীর ধ্বংসয়, নহে সিংহ বিনু পাসা ॥ অহর্নিশি রংগিনী, সতত উত্তাপিনী, কনে পুরাইব আশা ❋ নাথ অনাদরে, আনল সাগরে, যোর পরয়ছোঁ জনে ॥ ছৈয়দ মহাম্মদ, যুগে যুগে জিউক, হীন আলাওলে ভনে ❋

জমক ছন্দ ❋ এই মতে বাহরাম নানা ক্রীড়া রংগে গোঁয়াইল চিরকাল দেলারাম সংগে ❋ নিজ মিত্র নইমকে

এরাকে পাঠাইয়া ॥ আপনে রহিল সুরা শিকারে ভুলিয়া ❋ এক বৃদ্ধ অমাত্য বরছি তার নাম ॥ তার হস্তে সপিল যতেক রাজ কাম ❋ দারার বংশেতে জন্ম নৃপতির ইষ্ট ॥ অন্তরে কুটুম্ব মাত্র না হয় ঘনিষ্ট ❋ মহা বুদ্ধিমন্ত রাজ কার্য্যেতে কুশল ॥ যত ইতি রাজ কর্ম্ম জানয় সকল ❋ তিন পুত্র হয় তার যোগ্যবন্ত অতি ॥ নানা গুণে পারগ বুঝয় সর্ব্ব নীতি ❋ জরা ওর্দ্দ নামে তার প্রথম তনয় ॥ তার যুক্তি বিনে নৃপ কিছু না করয় ❋ ধন রত্ন আদি মান সাগরের কর ॥ মধ্যমের হস্তে দিল যতেক দপ্তর ❋ হয় হস্তী আদি যত ইতি সৈন্যগণ ॥ সভার লস্কর করি দিল ছোট জন❋ চারি জন হস্তে সব কার্য্য সমর্পিয়া ॥ আপনে রহিল সুরা শিকারে ভুলিয়া ❋ এক ঘরে চারি ভাগে যত ইতি কাম ॥ কেবল নৃপতি নাম ধরে বাহরাম মহা পাত্র বরুচির যেই হয় ইচ্ছা ॥ মিথ্যারে করয় সত্য সত্য করে মিছা ❋ পুর্ব্বে বৈরী ভাব যার কিঞ্চিৎ আছিল ॥ সকল উদ্ধারি নিজ গুণ বাড়াইল ❋ যুদ্ধ সৈন্য মাগিয়া নপায় নিজ বিত্তি ॥ সংসারে ভরিল বাহরাম অপকীর্ত্তি ❋ ছলে বলে নৃপ এই হারাইল জ্ঞান ॥ সুরার কোটরা মাঝে রাখিল কৃপান ❋ সব সৈন্য নৃপ হস্তে ফিরাইল মুখ ॥ ঈশ্বর থাকিতে কেনে লোকে পায় দুখ ❋ প্রতি দেশে প্রসরিল এই সমাচার ॥ বাহ-রাম শক্তিতে রাজত্ব নহে আর ❋ চীন দেশ নৃপতি খাকান তার নাম ॥ শুনিয়া সাজিল সে মারিতে বাহরাম ❋ তিন লক্ষ অশ্ববার করিয়া সঙ্গতি ॥ জয়তুন নদী পার হৈল শীঘ্রগতি ❋ জায়রুজহর দেশ বলেতে আসল ॥ খোরাছান দেশ মধ্যে হুল-স্থূল হৈল ❋ ঘন্দ বুঝি নইম বাহির না হইয়া ॥ রহিল এরাক

গড়ে দুয়ার বান্ধিয়া ❋ কর্ম্ম অনুরূপ লেখি নিবেদিল পাতি ॥ বাহরাম স্থানে পাঠাইল শীঘ্রগতি ❋ ইমনে রহিয়া পাত্রে বুঝি কার্য্য রীত ॥ বিমর্শণ করে তিন পুত্রের সহিত ❋ খাকান নৃপতি পাশে পাঠাইল পত্র ॥ সর্ব্ব পরে উচ্চ হৌক নৃপতির ছত্র হতবুদ্ধি হইল যে নৃপ বাহরাম ॥ কদাচিৎ তান হস্তে নহে নৃপ কাম ❋ নৃপতির সেবায় জানিও নিজ লাভ॥ আমি সব তোমাতে হইল আপ্ত ভাব ❋ যদি মাগ বাহরাম শির কাটি দিব ॥ নহেত বান্ধিয়া আনি সাক্ষাতে করিব ❋ খাকানের আগে বার্ত্তা আইল শীঘ্রগতি ॥ পত্র পাঠে সমস্ত শুনিল নর-পতি ❋ খোরাছানে নরহি ইমন মুখি ধাইল ॥ মনে ভাবি বাহরাম পাইলে সব পাইল ❋ নইমের পত্র ইমনেতে গেল যবে ॥ শুনি বাহরাম সাজিতে হৈল তবে ❋ গুপ্ত জ্ঞাত চর সব জিজ্ঞাসিতে আনি ॥ বলিল সকল মন মরম কাহিনী ❋ বুঝিল সৈন্যের মন হইছে বিরোধ ॥ খল জন প্রত্যাপ্ত হইল কর্কশ ❋ পাঠেতে রহন মোর না হয় উচিত ॥ আত্ম কুল সঙ্গে নিস্মরণ মাত্র হিত ❋ দিন ইছলাম ভাগ্য সাহসের বলে ভাবি নিস্বরিল রাজা মৃগয়ার ছলে ❋ নিজ সৈন্য তিন শত হাবেশি কিঙ্কর ॥ ধনুর্ব্বাণ অস্ত্রে বাহরাম সমস্বর ❋ আর যত নিয়মিত আছে রাজ সাজ॥ সঙ্গে করি প্রবেশিল মহারণ মাজ বাছি২ অশ্ব সব লৈল বায়ু গতি ॥ গিরি বন জলে পক্ষী জিত শীঘ্রগতি ❋ দুরেতে রহিল গিয়া কানন নিকটে ॥ দশ দিন হৈল নৃপ নআইল পাটে ❋ হতবুদ্ধি পাত্রগণ ভাবি কৈল সার বাহরাম ধাইল কণ্টক নাই আর ❋ বার্ত্তা পাঠাইল শীঘ্রে খাকানেতে চর ॥ দেশত্যাগি হৈল বাহরাম নৃপবর ❋ তুরিতে

আসিয়া লও নিষ্কণ্টকে পাঠ ॥ শুনি এক দিনে আইল তিন দিন বাঠ ❀ শ্রান্ত হৈয়া থরেং রহে কত সৈন্য ॥ বেগমন্ত হয় মাত্র সঙ্গে অস্ত্র গণ্য ❀ অশ্ব সব শ্রান্ত হৈয়া পুচ্ছ না দোলায় পরিশ্রমে সব সৈন্য ব্যাপিত নিদ্রায় ❀ বাহরাম স্থানে শীঘ্রে জানাইলে বার্ত্তা ॥ যেন মতে শীঘ্রে আইসে চীন দেশ কর্ত্তা বাহরাম জোতিষ গণিয়া নানাবিধি ॥ কাল দেখি বুঝিল বিজয় কার্য্য সিদ্ধি ❀ সেথা হন্তে পঞ্চ দিন ইমনের গড় ॥ নিঃশব্দে রহিল আসি প্রান্তর নিয়র ❀ শীঘ্র চলি কান্দার উত্তম বনখণ্ড ॥ যথা হন্তে বাঠ আসি লংঘে চারি দণ্ড ❀ বাহরাম স্থানে আসি চরে দিল জান ॥ সৈন্য সাজ করি নৃপ হৈল আগুয়ান রাজ সাজ সঙ্গে আছে সহস্র কর্ণাল ॥ সপ্ত শত ঘোর শব্দ দুমদুমি বিশাল ❀ এক শত পাট হস্তী ঝাড় তিন লাট ॥ যার গন্ধে অন্য হস্তী না আইসে নিকট ❀ দাউদি জেরাই গায় নানা অস্ত্রধারী ॥ লোহময় বর্ম্ম অঙ্গে যত হয় করি ❀ উত্তম হাজার মেথি কেজিম বেষ্টিত ॥ দো-রেকাবি অশ্ব সব গতি বায়ু জিত❀খরতর ধাপে যদি চলে অষ্ট জাম ॥ মহন্ত এরাকি অশ্ব নহে মন্দ গাম ❀ চতুর্থ দর্পণ অঙ্গে লোহময় জলে ॥ বেষ্টিত ঘাগর ঘণ্টা গজেন্দ্র বিশালে ❀ তিন ভাগে হৈল তিন শত আছওার ॥ কর্ণাল দুমদুমি হস্তী সঙ্গে দিল তার ❀ নয়মান দক্ষিণ বামেত ছরহঙ্গ ॥ মধ্য ভাগে আপনি রহিলা রিপু ভঙ্গ ❀ দুই দিন পন্থ ভাঙ্গি যায় যার বাণ ॥ তিন শত হাবসি হইল আগুয়ান ❀ ছরহঙ্গ নিজ সৈন্য হৈল পৃষ্ঠ গোপ অগ্র সৈন্য বাছিয়া লইয়া আদি রোপ ❀ নিশি চিহ্ন নিয়ম বচন কহি সার ॥ বুঝিয়া মাহিন্দ্র যেন হৈল আছওার ❀

ঘড়িয়ালে পিটিলেক দোয়াদশ দণ্ড ॥ চলি গেল বাহরাম সংগ্রামে প্রচণ্ড ❋ পন্থে যাইতে সব বাদ্য-ভাণ্ডে কৈল মানা অর্দ্ধ রাত্রি নিয়মিত দিতে কৈল হানা ❋ এই মতে ধীরে২ হইয়া নিকট ॥ তিন ভাগে রহিলেক হইয়া প্রকট ❋ খাকানের সৈন্য সব মহা শ্রান্ত হৈয়া ॥ নিশঙ্কে রহিছে সবে অস্ত্র তেয়াগিয়া ❋ পাট হন্তে ধাইল পাগল নরপতি ॥ এই বার্ত্তা শুনি নাই যুদ্ধের আরতি ❋ ব্রহ্ম তেয়াগিয়া অঙ্গে পরিপাটি বস্ত্র ॥ হস্তি উট হন্তে নামাইছে অগ্নি অস্ত্র ❋ ঘড়িয়াল দণ্ড যদি পিটিল দ্বিজাম ॥ তিন ধারে ধারি কৈল নৃপ বাহরাম ❋ গগন পুরিল শব্দে দুমদুমি বিশাল ॥ ইশ্রাফিল সিঙ্গা সম ফুকিল বিশাল❋হস্তির চীৎকার ঘণ্টা ঘাগরের শব্দ ॥ অধে উর্দ্ধে রহিল বাশুকি সুক্রে স্তব্ধ ❋ বড়২ কামান বন্দুক শতে২ ॥ একবারে সমস্ত ছুটিল তিন ভিতে ❋ তিন শত আছওার হই আগুয়ান সিংহনাদ করি সবে গ্রহিল কামান ❋ একবারে আসি যেন ঘটিল প্রলয় ॥ যোগ পরিবর্ত্ত সম পড়িল সংসয় ❋ অগ্রগামী সৈন্য সব পড়িল বহুল ॥ জার প্রাণ উবরিল ত্রাসেতে ব্যাকুল ❋ ব্রহ্ম চড়াইতে অঙ্গে কেহ নপারিল ॥ সুন্যগায় বীর সবে অশ্বে আরোহিল ❋ বীর্য্যশালী বীর যত হয় আগুয়ান ॥ বাহরাম বানে বিন্ধে কুম্বণ্ড সমান ❋ দুই তিন জন-ভেদি যায় এক শর ॥ মহা ত্রাসে যোদ্ধা সব হইল ফাফর ❋ বাহরাম নিকটে না আইসে কার বান ॥ যেই জন আগু হয় হারায় পরান ❋ শোণিতে কর্দ্দম হৈল সব রণভূমি ত্রাসে ভঙ্গ দিল যত বীর অগ্রগামি ❋ বাহরাম অশ্ব সব অতি শীঘ্রগতি ॥ পৃষ্ঠে২ আসি করে সৈন্যের দুর্গতি ❋ খড়্গ

হানি কার অঙ্গ করে দুই খণ্ড ॥ পরশুরাঘাতে কারো দারা করে রুণ্ড ❋ ছেল হানি প্রাণ শুন্য করে কার অঙ্গ ॥ বাপে পুত্র না চায় পড়িল মহা ভঙ্গ ❋ অশ্বধার পরিমুক্ত ভ্রমে অশ্বগণ ॥ বাহরাম পদাতি করয় আরোহণ ❋ পৃষ্ঠভাগে দুরহঙ্গ নিজ সৈন্য সঙ্গ ॥ জানিয়া ডিয়টীকুল কৈল্ল তম ভঙ্গ ❋ পদাতি সহশ্র শঙ্কা হইয়া সওয়ার ॥ পৃষ্ঠ ছাড়ি আইসে শব্দ করি মার মার ❋ অগ্রগামি সৈন্য সব বহুল পড়িল ॥ অব-শিষ্ট মধ্যমের সৈন্যে প্রবেশিল ❋ মধ্যভাগে আছে আপে নৃপতি খাকান ॥ সর্ব্ব সৈন্য সাজিয়া হইল আগুয়ান ❋ হস্তি পরে আর বাওলিতে নপারিল ॥ অশ্বে চড়ি চর ভাবে রণে প্রবেশিল ❋ না লই সকল অস্ত্র অঙ্গ ব্রহ্ম হীন ॥ তৎমাত্রে অশ্ব পৃষ্ঠে চড়াইল জিন ❋ যেই যেই অশ্ব সব আছিল ঘণান বিনা ব্রহ্মে সে সব হইল আগুয়ান ❋ বাহরাম আসি শীঘ্র খাকান সম্মুখ ॥ একবারে সহশ্র কর্ণালে দিল ফুক ❋ সপ্ত শত দুমদুমি একত্রে দিল বাড়ি ॥ যোগ পরিবর্ত্ত যেন কম্পে মৈত্রগিরি ❋ হস্তি সব চীৎকারে বীরত্ব সিংহনাদ ॥ হটিয়া আরব কুল পড়িল প্রমাদ ❋ তিন শত বীরে যে গ্রহিল ধনুর্ব্বান ॥ জার বানে হস্তি হানে মেণ্ডুক সমান ❋ এক ঘায় ভেদী যায় তিন চারি জন ॥ অকস্মাৎ বজ্রপাত যম দরশন ❋ তিন শত শীঘ্র হস্ত অব্যর্থ ধানুকি ॥ যেন ধনঞ্জয় শিষ্য মহত্ত সার্থকী ❋ হস্তি কুম্ভে শরারম্ভে পুচে নিশ্বরয় ॥ যেই অঙ্গে বান লংঘে তিল না দোলয় ❋ সে সবার পাশে কার না লংঘয় বান ॥ দেখি অতি হতমতি হইল খাকান ❋ যত সৈন্য অগ্র গণ্য খেতি বিলোলিত ॥ যেই পাছে রহিয়াছে পাই মহা

ভীত ❋ বাহরাম বান শব্দ শুনিলে শ্রবণে ॥ ভাবিল নাহিক জয় অশুরের রণে ❋ যুদ্ধাপতি সব প্রতি কহিল খাকান ॥ মিশাইয়া যুদ্ধ দেও ধরিয়া কৃপান ❋ হস্তি গর অশ্ব দড় করি দেও ধরি ॥ যুদ্ধে পশি মিশামিশি সবে মার বেড়ী ❋ নরপতি অনুমতি বীরভাগে শুনি ॥ বহু করি আগে ধরি করিল উঠানি তথাপিহ বাহরাম শর না এড়য় ॥ আসিয়া লংঘিতে সৈন্য অর্দ্ধ কৈল ক্ষয় ❋ যেই হস্তি শর খায় রহে সেই স্থান ॥ ত্রাশে চমকিত কেহ নহে আগুয়ান ❋ হস্তি পরে অশ্ব পরে না সহয় সৈন্য ॥ নির্গাম করিল যত বীর অগ্রগণ্য ❋ একবারে পড়য় সহশ্র সিংহ বীর ॥ মহা ভয় পাই কেহ রণে নহে স্থির ❋ অযুতেং সৈন্য খাকানের কাছে ॥ সহশ্র পড়য় ভুমে দ্বিসহশ্র আইসে ❋ তা দেখিয়া বাহরাম শরীর নির্ভিত ॥ প্রবেশিল সৈন্য মধ্যে সংগ্রামে পণ্ডিত ❋ এক শত মত্ত হস্তি টোকা-ইয়া রোষে ॥ ব্রহ্ম-অস্ত্র কু-অস্ত্র যে অংগে না প্রবেশে ❋ জঙ্গি অশ্ববার সব সংগ্রামে প্রচুর ॥ দাউদি জিরাই অঙ্গে বীর্য্যবন্ত স্থর ❋ অশ্ব অশ্ববার অঙ্গে অস্ত্র না ফুটয় ॥ তীক্ষ্ণ অস্ত্র ধারি সব বেগবন্ত হয় ❋ একবারে সৈন্য মধ্যে প্রবে-শিল আসি ॥ বীর সব মুণ্ড কাটে হানি তীক্ষ্ণ অসী ❋ হস্তে চর্ম্ম অঙ্গে ব্রহ্ম অক্ষয় শরীর ॥ মস্তকে হানিয়া ঘাও করে দুই চির ❋ গুরুজ মগ্‌দুর আদি হানী তীক্ষ্ণ বান ॥ মুশল পরিল ভগ্ন আদি ভিণ্ডি গান ❋ নারচ ওম্মর খড়্‌গ গুরুজ সম্পর ॥ আর নানা অস্ত্র ছেল খাপুরা ঝামর ❋ নানা অস্ত্র হানী সৈন্য করয় নিপাত ॥ সে সবের অঙ্গে না প্রবেশে অস্ত্রাঘাত ❋ অক্ষয় শরীর বাহরাম বলবান ॥ এক ঘায়ে লয় মত্ত হস্তির

পরান ❋ দুই হস্তে খড়্গ লই সৈন্য বিল্লরয় ॥ দেখি তাহা রিপু সৈন্য পাইল মহা ভয় ॥ হস্তী যত আসিয়া হইল অগ্রগণয় ॥ বিল্লরিল বহুবিধ খাকানের সৈন্য ❋ খাকানের হস্তি সব চৌদণ্ডি না হৈয়া ॥ রণে ভঙ্গ দিল নিজ সৈন্য বিশর্জ্জিয়া হস্তি ভঙ্গে সৈন্যেত পড়িল মহা ভংগ ॥ বিশেষ বীরত্ব আসি বিজুলি তরংগ ❋ পৃষ্ঠ গোপে ছরহংগ সৈন্য সংগে করি ॥ বাহিনী মণ্ডলে আসি বিক্রমে কেশরি ❋ রক্তস্রোত বহয় জাম্ভকি সঞ্চরয় ॥ উড়িয়া কবন্ধ কুল শুন্যেত নাচয় ❋ উর্দ্ধক্ষেত্র ক্ষেত্রপাল ডাকে পুনি পুনি ॥ মাংস ভক্ষানন্দে নাচে ডাকিনী যোগিনী ❋ সৈন্য ভংগ দেখিয়া খাকান চমকিল ॥ বহুল যতন করি রাখিতে নারিল ❋ মনে ভাবে পাত্রে পত্র লেখিল কপটে ॥ ভ্রমাই আনিয়া মোরে পড়িল সঙ্কটে ❋ প্রমাদ পড়িল এবে নাহিক নিস্তার ॥ এ সময় বীরপনা শরীর উদ্ধার ❋ এথেক ভাবিয়া মনে যুক্তি দড় করি ॥ ভংগ দিল খাকান সমর পরিহরি ❋ রাজসাজ বস্ত্র যত অস্ত্র রত্নধন ॥ চলিল সকল তেজি রাখিয়া জীবন ❋ সেই স্থানে আছিল খাকান নরপতি ॥ আসি দাণ্ডাইল বাহরাম মহামতি ❋ হেন কালে স্থর্য্যোদয় হইল প্রভাত ॥ ভংগ দিল তারক মলিদ তার নাথ ❋ বহুল ঘোটক হস্তি ধন রত্ন চয় ॥ ব্রহ্ম গৃহ উয়ার আনন্দ হেমময় ❋ প্রভুভাবে শোকরানা করিয়া নমাজ ॥ বহিল বিজয় বাদ্য ভরিয়া সমাজ ❋ হয় করি জন্তুরে ভুঞ্জাই নানাবিধি ॥ নিশী শ্রান্ত কৈল দিয়া নানান ঔষধি ❋ নিজ সৈন্য সংগে ছরহংগে কৈল্ল আগে ॥ নয়মান মধ্যে আপে রহি পৃষ্ঠ ভাগে ❋ শ্রান্ত নৃপতির সৈন্য পন্থে যত পায় ॥ প্রাণে

না মারিয়া সব বন্দনে রাখয় ❋ এরাকের পাটে থাকি নইম জন্বনে ॥ পত্র লেখি পাঠাইল বাহরাম স্থানে ❋ তখনি লিখিয়া পাঠাইল ফরমান ॥ গোপ্তজ্ঞাতা চর সবে নিত্য দিতে জান ❋ আমি আসি যুদ্ধ নিশি দিব তার আগে ॥ তুমি গিয়া ছাপিয়া তাহার পৃষ্ঠভাগে ❋ যদি ধায় পৃষ্ঠে২ পাছে লাগ লৈও ॥ নহে সাবধান হই সংগ্রাম করিও ❋ এই পত্র পাইয়া নইম মহা বীর ॥ সৈন্য সমাদিত হৈল গড়ের বাহির খাকানের ভংগ কথা শুনি চর মুখে ॥ পৃষ্ঠে২ দেখিয়া চলিল মহা সুখে ❋ বহু হস্তি ঘোটক সামন্ত রত্ন ধন ॥ পন্থে২ বহুল হইল বিলোটন ❋ অবশিষ্ট সৈন্য সংগে নৃপতি খাকান ॥ জয়তুন নদী পার হৈল তুরমান ❋ একবার নৃপ সংগে যথ হৈল পার ॥ সেই মাত্র উত্তরিল স্মরি করতার ❋ পুনর্ব্বার সৈন্য আসি না লংঘিতে ঘাটে ॥ নইম আসিল শীঘ্রে জয়তুন তটে ❋ পার হৈতে না পারি যতেক বীর গণ ॥ সবে মিলি অস্ত্র ফেলি পড়িল চরণ ❋ নইমে আশ্বাষী সৈন্য নিয়মে রাখিল ॥ উপবাশি জনেরে সম্পুর্ণ ভুঞ্জাইল ❋ তবে আসি জয়তুন কুলে বাহরাম ॥ তিন রাত্রি দিন তথা করিল বিশ্রাম পার হৈতে আরম্ভ করিল নরনাথ ॥ খাকানের রায়বার আইল সহসাত ❋ পত্রেতে লেখিছে মুই অযোগ্য করিলুং কৃত অনুরূপ ফল হাতে২ পাইলুং ❋ হীনে অপরাধ কৈলে মহন্তে খেময় ॥ সর্গেত ফেলিলে শেষ্য বদনে পড়য় ❋ এগে-লাজ নামে মোর কন্যা মনুহরি ॥ রূপ গুণে অলঙ্কৃত জিনি অপসরি ❋ সেবা হেতু পাঠাইতে মনেত কৌতুক ॥ যত ইতি বৃত্তি পাইল তাহার যৌতুক ❋ প্রতি অব্দে পাঠাইমু

নিয়মিত কর ॥ কোপ ক্ষেমি আজ্ঞা জদি কর রাজেশ্বর ❀ ঈষৎ হাসিয়া বাহরাম নরপতি ॥ খাকানের নিবেদনে দিল অনুমতি ❀ রাজনীতি নিয়মেতে কন্যা পাঠাইল ॥ নইম সঙ্গতি রাজা দেশেতে চলিল ❀ শ্রীযুক্ত ছৈয়দ মহাম্মদ সৈন্য মন্ত্রী ॥ সর্ব্বত্রে বিজয় তান হউক এমতি ❀ আয়ু যশ বৈভক বারোক নিত্য নিত ॥ দানে বৃদ্ধি বাঞ্ছা সিদ্ধি পুরোক বাঞ্ছিত হিন আলাওলে পাই মোহন্ত আরতি ॥ রচিল পয়ার ছন্দ মধুর ভারতি ❀

❀ রাজা মৃগয়া হইতে ইরানে আসিবার বিবরণ ❀

দীর্ঘছন্দ ॥ অহীরাগ ❀ সংগ্রামে বিজয় রঙ্গে, স্বসৈন্য নইম সঙ্গে, ইমনেত আইল নরপতি ॥ যতেক অমাত্য গণ, শত্রু ভাব ছিল মন, ত্রাসেত কম্পিত হৈল অতি বুঝিয়া কার্য্যের ভাও, মুখেতে না আইশে রাও, লজ্জাবন্ত দাণ্ডাইল আগে ॥ মহাসত্য বাহরাম, না লই ছিদ্রের নাম, হাসিয়া কহিল বির ভাগে ❀ পরদ্দল সবিশেষ, শাসি কৈল্য সর্ব্ব দেশ, পাটে মাত্র ছিল অবশিষ্ট ॥ তুমি সব বীর গণ, রাজ্যের ভার্জ্জন জন, কি কর্ম্ম করিলা কহ নিষ্ঠ ❀ সেহ বলে পত্নুত্তর, শুন মহা রাজেস্বর, আমা সব করি ভিন্ন ভাব ॥ নিস্মরিলা পাট হন্তে, আমি কি করিব তাতে, নবুঝিল অপ-চয় লাভ ❀ ঈশ্বরের আজ্ঞা বিনে, কি কর্ম্ম করিব কনে, ভাবিয়া না পায় কার্য্যসুদ্ধি ॥ পালি আজ্ঞা পুন মনে, রহিয়া আপন স্থানে, রহিল হইয়া হতবুদ্ধি ❀ রাজা বলে সাধু সাধু, দিলা পত্নুত্তর মধু, পাট রাখি রহিলা সকলে ॥ ভাগ মাত্র দ্বি অক্ষর নাহি তার সমস্বর, বিজয় পাইল যার বলে❀ যার যেই

নিয়োজন, কার্য্যে থাক সর্বক্ষণ, মনে না ভাবিও অবসাদ॥ সর্ব্ব মর্ম্ম জানি আমি, চিন্তা না করিও তুমি, সবে লও অভয় প্রসাদ❋ এ বলিয়া রত্ন ধন, হয় হস্তী সুবসন, খাকান জিনিয়া যথ পাইল॥ শতে২ উট ভার, যেই অনুরূপ যার, সবানেরে বিবর্ত্তিয়া দিল ❋ আশ্বাসিয়া জনে জন, নাহি আর রুষ্ট মন, নর বিনু দেব নঘটয়॥ কর বা না কর দোষ, মোর মনে নাহি রোষ, ক্ষমা সত্য সঙ্গতি বিজয় ❋ অভয় প্রসাদ পাইয়া, সবে ভূমে চুম্ব দিয়া, নৃপে স্তুতি অনেক করিল॥ যত মহা কবিগণ জানি যুদ্ধ বিবরণ, নানা ভাতি কবিত্ব রচিল ❋ নিজ ভুজবল কথা, নবীন কবিত্ব গাথা, শুনি আনন্দিত বাহরাম॥ যত আইল কবিগণ, দিয়া রত্ন সু-বসন, পুরাইল সব মনস্কাম ❋ কবি সব শুনি কথা, যশ কীর্ত্তি উপগাথা, চিরকাল রহে পৃথিবীত॥ এ লাগিয়া মহাজন, সন্তোষে কবির মন, জীবন পশ্চাতে চিন্তে হিত ❋ ভাব রস মহাদধি, ক্ষমাশীল দয়ানিধি ছৈয়দ মহাম্মদ গুণবন্ত॥ তাহান আরতি গুণে, হিন আলা-ওলে ভনে, যুগে যুগে হৈতে যশবন্ত❋ যবে ভুমে তেজ বায়ু, কৃতি পুর্ণ দীর্ঘ আয়ু, মালতি চন্দন যশতুল॥ যবে জীব হর-ষিত, অন্তে মুক্তি প্রলম্বিত, তিল চিত্ত না হউক ব্যাকুল ❋

জমক ছন্দ ❋

বাহরাম বার্ত্তা শুনি যথ নৃপ গণ॥ গর্ব্ব শির উর্দ্ধ করি ছিল জনে জন ❋ বিজয় লম্ভিয়া রাজা যদি আইল পাটে॥ সাক্ষাতে আসিয়া ভুমি চুম্বিলা ললাটে ❋ যোগ্যাদরে বাহরামে বলিলা বচন॥কোন্ কর্ম্ম আমার করিলা নৃপগণ ❋ পদুত্তর দিলা সবে করি যোড় হাত॥ কোন আজ্ঞা আমারে করিলা নরনাথ ❋ আজ্ঞা অনুরূপে সেবা না করিলে

দোষ ॥ সহিতে না পারি বিনু অপরাধ রোষ ❋ যাহার প্রবল ভাগ্য বিধির কৃপায় ॥ তার সঙ্গে মন্দ কর্ম্ম আপনা নাশয় ❋ সুর্য্য দৃষ্টে প্রভা হীন হয় পুর্ণশশী ॥ অজ্ঞানে দহয় হস্ত আনলে পরশি ❋ নৃপে বলে মোর খেলা নিদ্রা সুরা পানে ॥ ভ্রমেহ নপায় ভ্রম স্থান মোর মনে ❋ পুস্করিণী পুর্ণমধ্যে যদি কর পান ॥ এক হস্তে সুরা আর দোশর কৃপান ❋ শশকের নিদ্রা প্রায় আমার শয়ন ॥ শীঘ্রে জাগি নিকটে আইলে শত্রু গণ ❋ নির্ব্বুদ্ধি করিলে পান ছন্নমতী হয় ॥ সাবধানে সুরা পান মর্ম্ম কে জানয় ❋ সুরা পানে বুদ্ধি মোর এমত উজ্জ্বল ॥ নৃপ-কুল-ছত্র করি পদযুগ তল ❋ শত্রুরে বিনাশি শীঘ্রে সুহৃদ বাড়াই ॥ কারুনের পুঞ্জ আনি নিলক্ষে লুটাই ❋ যত দিন আমার প্রবল ভাগ্য জাগে ॥ নিদ্রাকালে শত্রু নারে দাণ্ডাইতে আগে ❋ গৃহ রক্ষা হেতু শুন জাগি সর্ব্ব নিশি ॥ চিনিতে না পারে কেহ ভিন্ন কি পড়সি ❋ রুদ্রান্তরে অজা-গরে সুখে নিদ্রা যায় ॥ মহা ব্যাঘ্র দ্বারে আসি বিরাম নপায় এত শুনি রাজা সবে ভুমে চুম্ব দিয়া ॥ কহিতে লাগিল কাত-রতা আচরিয়া❋ যে কহিলা রাজেশ্বর বেদ পরমান ॥ রাখিতে উচিত মনে ফরজ সমান ❋ বিধাতা যাহার ছত্র করিল উজ্জ্বল তার মন্দ ভাবে যেই করে রসাতল ❋ যার প্রতি ঈশ্বরের কৃপা নিরন্তর ॥ কোন্ মতে অন্য হৈব তার সমস্বর ❋ যে যেমত করিল পাইল তার শাস্তি ॥ জানি শুনি যে করে তাহার হৈব নাস্তি ❋ সমস্ত তারক চন্দ্র সুর্য্যেরে না আটে ॥ শিলে মুণ্ড হানিলে মস্তক মাত্র ফাটে ❋ পুরুষানুক্রমে তোমা জগতে ব্যাপিত ॥ কনে হেন দেখিছে শুনিছে

পৃথিবীত ॐ সিংহ অজাগর হস্তি মরে যার বানে॥ তার আগে সংগ্রাম করিব কোন্ জনে ॐ তাহা শুনি বাহরাম হরষিত মন॥ রাজনীতি প্রসাদে তোষিলা জনে জন ॐ মেলানি পাইয়া সবে নিজ ঘরে গেলা॥ নিস্কণ্টকে বাহরাম পাটেত রহিলা ॐ শ্রীযুত ছৈয়দ মহাম্মদ গুণধাম॥ ভুবন ব্যাপিত যার যশ অনুপাম ॐ আলাওলে পাইয়া মহন্ত অঙ্গিকার॥ ভাঙ্গিয়া পারস্য ভাষা রচিল পয়ার ॐ

চন্দ্রাবলী ছন্দ ॐ তবে নয়মানে, নৃপ বিদ্যমানে, আসিয়া হইল আগে॥ কহি গুণ যত, করিয়া অস্তুত, অতি প্রেম অনুরাগে ॐ তুমি মহা সুত, সর্ব্ব গুণে যুত, সম্ভ্রম নাহি খানিক॥ দ্রোণ শিষ্য যেন, প্রচণ্ড অর্জ্জুন, পার্থ রূপ জলধিক ॐ আমি হেন সুত, নাহি সমযুত, দাণ্ডাইব তোমা আগে আর কোন বীর, হইবেক স্থির, সুরঙ্গ মণ্ডল ভাগে ॐ ত্রিভুবন রাজ, যার শির তাজ, রাখে হৈয়া কৃপা মন॥ কি করিব রিশে, যে যথা হরিষে, সুধা ঘন বরিষণ ॐ যেই হয় ইচ্ছা, পুরো মনবাঞ্ছা, থাক হরষিত মনে॥ ঈশ্বর ভাবিয়া, রহ শান্ত হৈয়া, কি করিতে পারে কোনে ॐ যুদ্ধ পরিশ্রম, পাইয়া বিশ্রাম, শান্তযুক্ত কলেবর॥ মেলানি প্রসাদ, মোর মনে সাধ, বিশ্রামিতে নিজ ঘর ॐ কর সব কর্ম্ম, বুঝি কার্য্য মর্ম্ম, যেই কর অনুমতি॥ জারে আজ্ঞা হয়, আসিব নিশ্চয়, অবিলম্বে শীঘ্রগতি ॐ নৃপ এত শুনি, অশ্ব করি আনি, বহু বস্ত্র রত্ন ধন॥ আদর প্রভৃতি, যত বসুমতী, দান পাইল নয়মান ॐ পুরি মনসাধ, করি আশীর্ব্বাদ, চলি গেলা নিজ ঘর॥ গুণীর সম্পদ, ছৈয়দ মহাম্মদ, সাধুসদ কলেবর ॐ তাহান আরতি, দিন হীন

মতি, কবি আলাওলে গায় ॥ যশ প্রতিষ্ঠীত, গুণী হিত মিত, কল্যাণ হউক সদায় ❋

❋ বাহরাম সপ্ত রাজ্য হইতে সপ্ত কন্যাকে আনিয়া ❋
❋ বিবাহ করিবার বিবরণ ❋

জমক ছন্দ ॥ কল্যাণ রাগ ❋ আনন্দে পাটেত বসি রাজা বাহরাম ॥ অবধি নিকটে পুরাইতে মনস্কাম ❋ সপ্ত পয়কর মুর্ত্তি দেখিয়াছে পটে ॥ অবিরত সেই মত মনান্তরে ঘটে ❋ সেই জিবাঙ্কুর হন্তে মহা বৃক্ষ হৈয়া ॥ রহিল হৃদয় অন্তে ভুমে আচ্ছাদিয়া ❋ ভাবাগ্নি স্ফুলিঙ্গ শিখা উঠিয়া প্রবল ॥ চিত্ত হন্তে অন্য ভাব দহিল সকল❋কেয়ানি বংশের কন্যা মাগি পাঠাইলা ॥ আনন্দ স্বরূপে কন্যা আনি সমর্পিলা তার পাছে রুম নৃপতির কন্যাবর ॥ মাগি পাঠাইল কন্যা না দিল কয়ছর ❋ বহু সৈন্য পাঠাইল রুম মারিবারে ॥ সহিতে নপারি কন্যা সপিল তাহারে ❋ মগরিব রাজা স্থানে পাঠাইল চর ॥ হরষিতে কন্যা পাঠাইল নৃপবর ❋ হিন্দুস্থান হন্তে রাম নৃপতির সুতা ॥ যতনে আনিল অতি রূপে অদ্ভুতা❋খোয়া-রাজি রাজা স্থানে মাগিলেক কন্যা ॥ পাঠাইয়া দিল রূপে গুণে অতি ধন্যা ❋ ছকলাভ নৃপ স্থানে পাঠাইলা পাঁতি ॥ হরিষে দুহিতা দান করিল নৃপতি ❋ সপ্ত রাজ কন্যা পাইল পরম সুন্দরি ॥ সর্ব্ব গুণে অলঙ্কৃত রূপে বিদ্যাধরি ❋ অবধি পুরিতে হৈল পুর্ণিত আরতি ॥ মহোৎসবে পানী গ্রহণ করিল নৃপতি ❋ শ্রীযুত ছৈয়দ মহাম্মদ পুণ্য রস ॥ বিধি পুরাউক তান মনের মানস ❋ হীন আলাওল বাক্য মুকুতা বরিষে ॥ কণ্ঠে কর্ণে পুরে গুণী অত্যন্ত হরিষে ❋

খৰ্ব্ব ছন্দ ❋ একদিন বাহরাম-গোর সের জোর ॥ বিরচিল সভা এক আনন্দ নিয়োর❋পবিত্র উদ্যান মধ্যে দিব্য সভা রচি ॥ বিবিধ সৌরভ নানা উপহার সুচি ❋ কণ্ঠস্বরে গীত গাহে মন উল্লাসিত ॥ নানাবিধ যন্ত্রকুল অমিয়া মিশ্রিত বেষ্টিত সুবুদ্ধি পাত্রগণ মিত্র বন্ধু ॥ লহরিত হইল অমিয়া রস সিন্ধু ❋ নেজামি গজনবি সাহা পুরুষ মহন্ত ॥ সেই সব বাখান বহুল কহিছেন্ত ❋ প্রয়োজন অল্প কহিলে সেই কথা ॥ নানা কথা প্রবন্ধে বহুল হয় পুথা ❋ তেকারণে তেজিলুং সে সব আলাঝাল ॥ কার্য্য অনুরোধ মাত্র কহিতে রসাল ❋ সেই স্থানে সুগন্ধি সুচক দিব্য সুরা ॥ ধিরে২ যদি সে ফিরিল তিন ফিরা ❋ সকলের মনের কদর্য্য হৈল দুর ॥ বুদ্ধি প্রভা হৈল যেন যুতিমন্ত সুর ❋ চিন্তা ক্লেশ খণ্ডি মন ডুবিল আনন্দে ॥ কহিলেক নিজ উক্তি সবে অনুবন্ধে ❋ হাস্যরস নীতি শাস্ত্র কথা অবশেষ ॥ কহিতে লাগিলা স্তুতি প্রশংসা বিশেষ ❋ মহাভাগ্য নহি আমি পদযুগে ভিন ॥ এই মতে স্বজীবনে থাক চিরদিন ❋ যার চিত্তে মন্দ ভাব হৈব রসাতল ॥ সদানন্দে থাক স্বামী সর্ব্বত্রে কুশল ❋ তার মধ্যে মহন্ত আছিল একজন ॥ সুরবংশে জন্ম বিদ্যা গুণেতে ভার্জ্জন ❋ চতুর্ব্বেদ গদ শিল্পি চিত্রকারি কর্ম্ম ॥ তিলিস্মাত আদি জানে নানা বিদ্যা মর্ম্ম ❋ নয়ন গোচরে গ্রহ নক্ষত্র সকল ॥ ইটশিলা লঘুকলা কর্ম্মেতে কুশল ❋ নানা বর্ণ রাগ ও জৌতিষবেদ কাম ॥ সর্ব্ব বিদ্যা পারগ সাএদ তার নাম ❋ ছমনার আগে পাছে জানে বিদ্যা মুল ॥ নানা দেশ ভ্রমিয়া শিখিছে বিদ্যা কুল ❋ ছয় মাসে খয়ান্নিক গঠিলা যখনে ॥ গুরু সঙ্গে

সর্ব্ব কর্ম্ম কৈলা সেই স্থানে ॐ নৃপতির অত্যন্ত হরিষ দেখি মন ॥ ভুমি চুম্বি প্রকাশিল বিনয় বচন ॐ কহিল যদি সে রাজেশ্বর আজ্ঞাপাম ॥ দেশ হন্তে শত্রু দৃষ্টি সমুলে খণ্ডাম ॐ গৃহ সব তৌলাই খণ্ডাই মন্দ ভাব ॥ শুভ দৃষ্টি করাও সর্ব্বত্রে হৌক লাভ ॐ সপ্ত টঙ্গি সপ্ত গৃহ নামে করি সন্ধি ॥ সেই বর্ণে মন্দ ভাব দৃষ্টি করোঁ বন্ধি ॐ গৃহ মন্দ ভাব যদি খণ্ডিল বিশেষ ॥ সর্ব্ব শত্রু দৃষ্টি বন্দি হৈব এই ক্লেশ ॐ যে গৃহের দৃষ্টি যেই কন্যার উপরে ॥ সেই কন্যা বাস আনি দিবা সেই ঘরে ॐ গৃহ বর্ণ বস্ত্র পিন্দি তথা প্রবেশিবা ॥ নিশি দিশি নানা সুখে আনন্দে বঞ্চিবা ॐ অনুদিন কৌতুকে বঞ্চিবা সবিশেষ কোন রিপু আসি না লংঘিব এই দেশ ॐ খয়ান্নিক টঙ্গি হৈব অতি মতিমন্ত ॥ আপনেহ জান নৃপ গৃহ সব অন্ত ॐ নৃপে বলে সংসারে সুধর্ম্ম ছাড়ি লোভ ॥ অধিক২ শোভা নৃপতির শোভ ॐ যদি অবশেষ মৃত্যু আছয় নিশ্চয় ॥ এ সব নিস্বার্থ কর্ম্মে কোন্ ফল হয় ॐ এই সব লোভ মোহ কামের কুটীর ॥ ঈশ্বর সেবায় কবে হইবেক স্থির ॐ না চিনিল আমি জেই শৃজিল আমারে ॥ কোন্ স্থানে সেবা কৈলে পাইমু তাহারে পুনি বলে অসদৃশ বচন কহিলুং ॥ কি লাগিয়া ঈশ্বরের স্থানের নাম লৈলুং ॐ সেই প্রভু পরিপুর্ণ আছে সর্ব্ব ঠাঁই ॥ দৃঢ় ভাবে ভজিলে সর্ব্বত্রে লাগ পাই ॐ সর্ব্ব ভুতে বেয়াপিত আছে সর্ব্ব স্থানে ॥ অধিক প্রকারে গুপ্ত চিনিবেক কনে ॐ তত্ত ভাবে নৃপতি রহিল মৌন ধরি ॥ হয় নয় এক বাক্য প্রচার না করি ॐ সেই সপ্ত কন্যা যেই নৃপতির পাস ॥ ইচ্ছা হৈল এক দিনে এক গৃহে বাস ॐ সাএদ হাঙ্কারি নৃপ কত

দিন ব্যাজে ॥ যেই নিবেদিলা আজ্ঞা দিলা মহারাজে ❋ মাগিয়া লইল যত কার্য্য নিয়োজন ॥ দুই অব্দে সাঙ্গ কৈলা পবিত্র গঠন ❋ সুখ গণি নির্ণয় করিয়া গৃহ গুণ ॥ একেক গৃহেত এক বিলেপি স্থাপন ❋ যেই গৃহ পাইলেক মণি পুর্ণ ভাগ ॥ কস্তুরি উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ দিল রাগ ❋ বৃহস্পতি অনুভাগে পাইল যেই টঙ্গি ॥ উত্তম চন্দন বর্ণ কৈল তার রঙ্গি যেই গৃহ মঙ্গলের ভাগে সুমঙ্গল ॥ মাণিক্য আরক্ত বর্ণ করিল উজ্জ্বল ❋ যেই বারে পাইল সুর্য্যের অধিষ্ঠান ॥ সুছন্দ সুবর্ণ বর্ণে করিল নির্ম্মান ❋ শুক্র অধিষ্ঠান গৃহ পাইল যেই বারে ॥ মুকুতা ধবল বর্ণে আরোপিল তারে❋ বুধ গৃহ অধিষ্ঠান হৈল যে টঙ্গির ॥ নির্ম্মিল পিরজ বর্ণে হিরা সুরচির ❋ যেই গৃহে হইল চন্দ্রের নিয়োজন ॥ উজ্জ্বল সবুজ নীল মণির বরণ ❋ এই রূপে সপ্ত গৃহ নামে সপ্ত ঘর ॥ নির্ম্মিল সমুদ্র বর্ণ করিয়া সত্বর ❋ যে কন্যার রাশি মধ্যে যে গৃহ প্রকাশ ॥ সেই বর্ণ গৃহেতে তাহারে দিল বাস ❋ যেই দিনে নরপতি যেই গৃহে যায় ॥ নৃপ আদি সেই বর্ণ বাস পৈরে গায়❋ সঙ্কল্পিয়া হাস্য রস কেলি রতি রঙ্গে ॥ প্রকাশয় রসবতী সরস প্রসঙ্গে ❋ এই মতে সপ্ত রাত্রি সপ্ত দিব্য কথা ॥ মন দিয়া শুন গুণ সুধারস গাঁথা ❋ শ্রীযুক্ত ছৈয়দ মহাম্মদ শুন্যমতি ॥ গুণির পালক দুঃখী স্মরণীর গতি❋ তাহান আরতি হীন আলাওলে গায় ॥ আয়ু যশ অধিক বরাউক বিধাতায় ❋

❋ শনিবার রাত্রির প্রসঙ্গ ❋

দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ ॥ রাগ মলয়ার ❋ শুভক্ষণে শুভযোগে, অতি প্রেম অনুরাগে, প্রথম দিবসে বাহরাম ॥ শনি

অধিষ্ঠান ঘরে, শ্যামবর্ণ চারুতরে, চলিল পুরিতে মনস্কাম ॥ কস্তুরি শ্যামল রুচি, সুবাসিত বস্ত্র সুচি, পরিয়া চলিল দিন ভাবি ॥ হিন্দুস্থানী রাজকন্যা, অতি রূপে গুণে ধন্যা, জথাতে লরুক মহাদেবি ॥ দেবি আদি সহচরি, সুবাশ শ্যামল পরি, সযন্ত্র বিনোদ গীত নাটে ॥ করি জয় জয় রোল, আনন্দ হিল্লোল বোল, আগু হৈল নৃপতির বাটে ॥ নৃপতি দেখিয়া বালা, রচিয়া মোহিনী কলা, মৃদু হাসি ধরণী চুম্বিল ॥ ভুরু পাক দিয়া মোড়া, যায় বক্র অগ্র গোড়া, আড় আঁখি বিশিকে তারিল ॥ জীব হীন লম্ভি তনু, ধরিয়া আপন ধনু, প্রহিল কটাক্ষ তীক্ষ্ণ স্বর ॥ আগু হৈয়া অগ্রগণ্য, তারিয়া চৈতন্য সৈন্য, বুদ্ধি সেনা করিল জর্জ্জর ॥ প্রসিদ্ধ ললাট ইন্দু, সমুহ কস্তুরি বিন্দু, উর্দ্ধে ফাঁদ অলখা বঙ্কট ॥ অতি উগ্র দুই আঁখি, নিকটে আহার দেখি, মন আঁখি ঝাঝি ছট ফট ॥ দংশিলেক বিনু নাগে, নপারে হইতে আগে, মুহিত হইতে নর নাথে ॥ বালা বিজ্ঞ কলা রিত, মান নহে সমুচিত, বুঝিয়া ধরিল তার হাতে ॥ বৈক্ষ আলিঙ্গন দানে, অধর অমিয়া ঘ্রানে, যথ ইতি বিষ হৈল ক্ষয় ॥ কোলে করি কন্যা-বরে, প্রবেশিল গৃহান্তরে, যত সুখ শয্যার সময় ॥ শ্রীযুক্ত সুন্যাঁমতি, স্মরনি দুঃখীর গতি, সৈয়দ মহম্মদ গুণপাল ॥ তাহান আরতি রশে, হীন আলাওলে ভাসে, আয়ু বৃদ্ধি কীর্ত্তি চিরকাল ॥

॥ বাহরাম রাজ কন্যাকে প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসিবার বিবরণ ॥

রাগ দোপদী ছন্দ ॥ নানা কেলি সম্ভোগে বিনোদ কেলি রস ॥ নির্ব্বাহিল পুর্ণানন্দে সকল দিবস ॥ উর্দ্ধস্থিত

পট লৈয়া লুকিত তপন ॥ সিন্ধু শ্যাম পট লৈয়া শাম আচ্ছা-
দন ❋ নখ পুর্ণ হৈল নগে সুধা পুর্ণ ক্ষীতি ॥ অল্পেং নিশব্দ
হইল যত ইতি ❋ জুতিমন্দ হৈল যত যন্ত্র কুল রব ॥ শান্তি
মুক্তি পাইল চঞ্চলা পরাভব ❋ অবধি নিয়ম হেতু দুঃখ চির
দিন ॥ সর্ব্ব দুঃখ হীন আজু সুখের প্রবীন ❋ আমস্তক পদা-
বধি কাম লহরিত ॥ উনমত্ত বিপরীত চপল চরিত ❋ ধরিয়া
কন্যার হস্ত ঝটপট কহে ॥ কৃতা বিলাসিলা কন্যা বুলি নহেং
হতবুদ্ধি হইলেক নৃপ বাহরাম ॥ কৈন্যা কর শিরে ধরি মাগে
মনস্কাম ❋ বুলিলেন্ত কর শান্ত যোগ্য দান ভায় ॥ নহে প্রাণ
হানিয়া যাইব তোমা পায় ❋ এত শুনি সে রমণী ভয়ে ডরা-
ইল ॥ নিজ লগ্নে রতি সৈন্য জাগিয়া উঠিল ❋ বৈক্ষেং মিলি-
লেক বদনে বদন ॥ গাঢ় আলিঙ্গন করে সঘন চুম্বন ❋ পাটে-
শ্বরী কর দিয়া কামের তাড়নে ॥ উরেং লাগিলেক নৃপ
সিংহাসনে ❋ পাটে বসি রতি যুদ্ধ কৈল্ল জয়ধ্বনি ॥ সুশ্বর
হইল শব্দ নেপুর কিঙ্কিনী❋কাম, খেদ, রতি যুদ্ধ অতি ঘোর-
তর ॥ মহন্ত সন্ধানে ভেদিলেক কাম শর ❋ পুষ্প মধ্যে শট
পদ্ম করয় ঝঙ্কার ॥ মঞ্জুরী না টুটে কভু দুই গেরেপ্তার ❋
প্রিয় যেন ভার্য্যা তেন হইতে উচিত ॥ পরিপুর্ণ মধু ভাণ্ড
কেনে মৌন রীত❋এত শুনি সে রমণী ঈষৎ হাসিয়া ॥ কটি-
দেশে ধরিলেক ভুজ লতা দিয়া ❋ জয়২ হাক্কারিয়া গোবিন্দ
দোলয় ॥ ক্ষেণে হেটে ক্ষেণে উর্দ্ধে অভিষ্ট পুরয় ❋ লাজ
সৈন্য ভঙ্গ ভাবে ভাবিনী আগত ॥ শয্যা সরু হেট উর্দ্ধ জগ
পরিবৃত ❋ ধরাধর উলটিয়া সিন্ধুতে মজিল ॥ ভাঙ্গিল পর্ব্বত
চুড়া অম্বর খসিল❋উষ্ণতায় শীতলতা পুর্ণরস পাইয়া ॥ উঠিয়া

বসিল দোঁহ মহা শ্রান্ত হৈয়া ❋ স্নান আচরিয়া দোঁহ পালঙ্গে বসিল ॥ রতি সৈন্য শান্তি মান্য যোগ্য মতে দিল ❋ রতি যুদ্ধে প্রবল নিরস্ত দুই স্তন ॥ শ্যাম ছত্র দিয়া বৃষ্টি করিল চন্দন ❋ ক্ষীণ কটি নৃত্য লক্ষে ছিল রতি কালে ॥ সুবর্ণ কিঙ্কিনী পাঠ পরাইল ভালে ❋ কোমল মৃণাল ভুজ রণে লগ্ন ছিল ॥ রত্ন বাজুবন্দ সাথে নবরত্ন দিল ❋ বক্ষঃস্থল গিম কণ্ঠ সতত রহিল ॥ গজমতি হার দিয়া তাহাকে ভুষিল কপালে তিলক ভালে গলিত সিন্দুর ॥ জন স্নান সে দোহান করিলেক দুর ❋ পুনরপি বিরচিল করিয়া যতন ॥ যুদ্ধ ভঙ্গে চুরী কুম্ভে করিল বন্ধন ❋ অধরে অমিয়া দান কৈল্ল রতি কালে ॥ সুগন্ধি তাম্বুল দানে তুষ্ট কৈল্ল ভালে ❋ সুবেশ হইল যদি গলিত ভূষণ ॥ কর্পুর তাম্বুল ভক্ষি সকৌতুক মন শয়ন সময়ে হৈয়া হরষিত মতি ॥ প্রাণপ্রিয়া সম্বোধিয়া কহিল নৃপতি ❋ কহ গুণবতী এক উত্তম প্রসঙ্গ ॥ তোমার বচন কর্ণে অমিয়া তরঙ্গ❋ ভুমে শির দিয়া কন্যা করি আশীর্ব্বাদ ॥ আয়ু বৃদ্ধি বাঞ্ছা সিদ্ধি বিধির প্রসাদ ❋ আশীর্ব্বাদ শেষে রাজ কন্যা কলাবতী ॥ করিল অমিয়া বৃষ্টি মধুর ভারতি ❋ কহিলেক মন দিয়া শুন নৃপমনি ॥ এতাধিক নাহি শুনি সুরস কাহিনী ❋ যেঁখানে আছিল আমি শৈশব সময় ॥ শুনিছি কুটম্ব মুখে কথা সুধাময় ❋ এক নারী আছিল আমার হিন্দু দেশে ॥ পরম সুন্দরী রামা তপস্বিনী ভেশে ❋ প্রতি মাসে আসিত আমার অন্তঃপুরী ॥ আমস্তক পদাবধি শ্যাম বস্ত্র পরি ❋ বচন কহিতে ঘন হয় সজলাখি ॥ সর্ব্বলোক বিস্মিত চরিত্র তার দেখি ❋ মোর মাতৃ ধন বস্ত্র দিলে না .

গ্রহয় ॥ ভক্ষ বস্তু অনুরূপ মাগি মাত্র লয় ❋ হাস্য হীন পিত মুখ নয়ন রাতুল ॥ খেনেং নিস্বাসয় কালসর্প তুল ❋ তার ভাতি দেখিয়া বিস্ময় ভাবি মনে ॥ একদিন সবে জিজ্ঞাসিল তার স্থানে ❋ ভিন্য নভাবিয়া কহ আমার বিদিত ॥ শ্যাম পরিচ্ছদ কেনে দুঃখিত চরিত ❋ এই শ্যাম আমা প্রতি করহ উজ্জল ॥ চিন্তাযুক্ত মন কেনে নয়ন সজল ❋ এত শুনি সে রমণী ছাড়িয়া নিশ্বাস ॥ আখি নীরে ধিরে ধিরে করিল প্রকাশ ❋ অত্যাশোক এই বাক্য কথন অকথ্য ॥ যেই শুনে তার মনে লাগে সত্যাসত্য ❋ জন্মাবধি এই সুদ্ধি প্রকাশ না করি ॥ কান্দি কান্দি মন বান্দি আছি ধৈর্য্য ধরি ❋ যদি এবে তুমি সার জিজ্ঞাসিলা মোরে ॥ মন ব্যথা সব কথা প্রকাশি গোচরে ❋ তোমার লবণে মোর শরীর জড়িত ॥ তুমি জিজ্ঞাসিলা গুপ্ত না হয় উচিত ❋ প্রত্যয় করিও দুঃখিনীর নিবেদন ॥ অগ্নিদাহ ঘায়ে যেন না লাগে লবণ ❋ মুঞি ছিলুং এক নৃপতির প্রিয় দাসী ॥ কহিত সকল মর্ম্ম মনে দয়া বাসি ❋ যদ্যপি ঈশ্বর মোর হৈল স্বর্গলাভ ॥ অদ্যাপিও মোর মনে দড় তার ভাব ❋ মোহন্ত নৃপতি ছিল অতি ন্যায়-বন্ত ॥ অস্ত্রে শাস্ত্রে ধর্ম্মে কর্ম্মে পুরুষ মোহন্ত ❋ হেমরত্ন সুচিত্র বিচিত্র উপকারী ॥ অতিথি লাগিয়া নির্ম্মিছিল এক পুরি ❋ আপ্ত চাহি সুচারু চরিত্র একজন ॥ অতিথি সেবাতে রাখি ছিল সর্ব্বক্ষণ ❋ ভক্ষ অন্ন জল আদি নানা উপহার ॥ সেই স্থানে পরিপুর্ণ থাকে অনিবার ❋ যতেক অতিথি কুল আইসয় তথাত ॥ আসিয়া জানায় সব রাজার সাক্ষাত ❋ হরষিত হৈয়া চিত্ত গিয়া রাজা তথা ॥ জিজ্ঞাসয় যত ইতি

দুঃখ সুখ কথা ❋ যার যত মনোরথ পুরিয়া সাদরে ॥ মিষ্ট-ভাষী পরিতোষী আসে নিজ ঘরে ❋ রাখিবারে যোগ্য যারে হয় গুণবন্ত ॥ পাঁচ দশ মাস পক্ষ গৌরবে রাখেন্ত ❋ এই বন্দে সুখানন্দে ছিল চিরদিন ॥ দৈবগতি নরপতি হৈল উদাসীন ❋ কি লাগিয়া রাজ্য ত্যাগি কোন্ দেশে গেল ॥ সেই কর্ম্ম বাঞ্ছা মর্ম্ম কেহ না পাইল❋কিবা হৈল কোথা গেল না পাইল সুদ্ধি ॥ ভাবি শোক সর্ব্ব লোক হৈল হতবুদ্ধি ❋ কত দিন ব্যাজে যদি ফিরি আইল পাটে ॥ নৃপতির দেখি রীত প্রজা চিত্ত ফাটে ❋ আমস্তক পদাবধি শ্যাম পরিচ্ছদ ॥ সদা মৌনরূপী কেহ নজানয় ভেদ ❋ ক্ষণে ক্ষণে নিশ্বাসয় পিঙ্গল বরণ ॥ তুরের কলিকা জিনি রাতুল নয়ন ❋ শত শংখ কলাবতী অপাঙ্গে না চায় ॥ কার্য্য অনুরোধে মাত্র নিকটে ঘনায় ❋ শিশুকাল হন্তে আমি তান পদ সেবি ॥ মোর সম আদরিণী নহে কোন দেবি ❋ এক রাত্রি নরপতি করিতে শয়ন ॥ কোলে তুলি লৈল আমি যুগল চরণ ❋ আমি তবে ভক্তি ভাবে পুছিল কাহিনী ॥ কি লাগি এমত রীত কহ নৃপমনি ❋ দুঃখের দুঃখিনী আমি মর্ম্ম দয়াশীল ॥ দেখি অতিশয় ভক্তি বাক্য প্রকাশিল ❋ বুলিল দেখহ ঢঙ্গ সংসা-রের রীত ॥ আমি হেন নৃপতিরে করিল দুঃখিত ❋ দেখ জগ মহা ঠগ নহে ভাব শ্রেষ্ঠ ॥ দড় ফান্দে মন বান্দে দেখাইয়া মিষ্ট ❋ বিষ দানে প্রাণ হানে সুধা দর্শাইয়া ॥ হরষিত করে চিত্ত বিষাদ লাগিয়া ❋ যদি আমি অতিথি মাগুব উপকারি ॥ তুষিল অতিথি মন ভক্তি ভাব করি ❋ ভাল মন্দ নানা ছন্দ হৈত উপস্থিত ॥ জিজ্ঞাসিত আদি অন্ত যত গতরিত ❋

আর দিন উদাসীন এক জীর্ণকায়॥ সুচারত উপস্থিত হইল তথায়❋ শ্যামল পাদুকা পায় অঙ্গের বসন॥ ঘন ঘন নিশ্বাসয় তরল লোচন ❋ নানা উপহার ভুঞ্জাইয়া সগৌরবে॥ ভকতি আদরে তারে জিজ্ঞাসিল তবে ❋ কি কারণে শোক মনে শ্যামল বসন॥ কিবা দুঃখ অঙ্গ সুখে বলহ বচন ❋ মৌন রিত শোক চিত দেখি অতিশয়॥ প্রাণ মোর শান্ত কর কহিয়া নির্ণয় ❋ এত শুনি মনে গণি কহিল আমাত॥ অবিনয় অপ্রত্যয় শুন নরনাথ ❋ এই কথা শুনি ব্যথা জন্মিল বিশেষ॥ কোন মতে তার চিত্তে করিমু প্রবেশ ❋ অধিক সন্দেহ মনে জন্মিল আমার॥ প্রণামিয়া পুন জিজ্ঞাসিলুং বারে বার ❋ আমার ব্যগ্রতা ভক্তি দেখিয়া সুজন॥ মৌন ভাঙ্গি প্রকাশিল ইঙ্গিত বচন ❋

রাগ আসাবরি ❋ বচন একথা, সহজেই মিথ্যা, তত্ত কহোঁ কর্ত্তব্য আনেরে॥ প্রেম অবগাহা, আকুল অথাহা, জোরে পারছোঁ জনেরে ❋ সাজনি এহারস্ক, শুনহ মনস্ক, পরতিত তাহে না করে॥ অতি দুঃখ কাতি, যেই করে ছাতি, বহের বহুবিধ ছিনারে ❋ ছলেহা বৈরাগি, কুল মুল ত্যাগী, পিরিতি শুরছে কে এরে॥ তন মন মারে, ছব কহোঁ জারে, এক মিত চিত রাখ এরে ❋ যা কর উরমা, পিয়াছক পুরমা, কোন হো আপনা ছরে এরে॥ এস নারী সখা, কবে হেন দেখা, ক্বপিন পরস এক গাওরে ❋ বোহিজছোঁ বামা, পুর মনস্কামা, তেঞি সহি রুন পট শ্যামরে॥ উনমত বেশা, দেশ পরিদেশা, জপ তপে রত পশুহ না মারে ❋ কর মনি বন্ধ, শত সব ধন্ধ, সহজ তান নাই পাওরে॥ জোরো মাহর্ত্তা,

চলএছেঁ৷ পন্থা, সোনহ আপনা সাংএরে ❋ গুণ সহ গাথা, ধর মনোরথা, জগজন যশ গুণ গাওরে ॥ মহম্মদ খান, চতুর সুজন, হীন আলাওলে গায়রে ❋

❋ রাজা মদহুস জাইবার বিবরণ ❋

জমক ছন্দ ❋ এই মতে সইঙ্গিতে কহএ কিঞ্চিৎ ॥ ধৈর্য্য করি মৌন ধরি রহে পুর্ব্ব রীত ❋ সে বচনে মোর মনে সন্দেহ অধিক ॥ বরিক্ষএ হেম রত্ন লুকায় মানিক❋পুনী আমি কহিল কপট পরিহর ॥ সত্য কহি মোর মন শীঘ্র শান্ত কর ❋ পরার্থন নিবেদন এড়াইতে নারি ॥ করযোড়ে ধীরে২ কহিল প্রচারি ❋ চীন দেশ পাসে এক স্থল অনুপাম ॥ পরম সুচারু দেশ মদহুস নাম ❋ শ্যাম পরিচ্ছদ নিয়মের সেই স্থল ॥ অন্নবন্ন বস্ত্র অল্প অধিক শ্যামল ❋ সুন্দর বদন সব নাহি হাস্যোল্লাস ॥ সঘন বেষ্টিত যেন মায়াঙ্গ প্রকাশ❋ সেই দেশে যে প্রবেশে পায় শ্যাম ভেদ ॥ আর কথা মনে বেথা পরিহর খেদ ❋ এতধিক কহিতে না পারি নরনাথ ॥ ধৈর্য্য ধর ক্ষমা কর করি যোড় হাত ❋ নৃপতি কাকুতি দেখি হৈয়া লজ্জাবন্ত প্রকাশি কহিলুং এই কথা আদি অন্ত ❋ যদি মোর প্রাণ হর মহা নরপতি ॥ সত্য আর কহিবারে নাহিক শকতি ❋ এত কহি চুম্বি মহি সত্বরে চলিল ॥ সেই ভেদ মনে খেদ মরমে রহিল ❋ রহিতে না পারি মন হৈল উচাটন ॥ কোন্ অপরূপ হেরি এমত লক্ষণ ❋ ধৈর্য্য রথে শান্ত চিত্তে রহিতে না পারি ॥ সেই লাগি রাজ্য ত্যাগি হৈলুং দেশান্তরি ❋ আপ্ত এক কুটুম্বেরে দিয়া রাজ্য ভার ॥ উদ্দেশি চলিলুং রূপ ধরি বনিজার❋বহু ধন রত্ন সঙ্গে লৈলুং অল্প ঠাট ॥ জিজ্ঞাসি

চলিলুং মদহুস দেশ বাট ❀ কত দিন বাদে তথা হৈলুং উপস্থিত ॥ অতি চারুতর দেশ কদর্য্য বর্জ্জিত ❀ শরীর সুকান্তি সব বদন উজ্জ্বল ॥ তিন ভাগ মনুষ্যের পৈরন শ্যামল ❀ স্থান করি রহিলুং উত্তম এক পুরি ॥ এক অব্দ রহি তথা অন্বেষণ করি ❀ কোন স্থানে না পাইয়া এই বাক্য শুদ্ধি ॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে স্থির কৈলুং বুদ্ধি ❀

দীর্ঘ ছন্দ ॥ অহিরাগ ❀ সেই দেশে আছিলেক, মোহন্ত পুরুষ এক, গুণ জ্ঞানে অতি শুদ্ধ রীত ॥ নাহি মনে মন্দ ভাব, চিন্তে সকলের লাভ, নিন্দা চর্চ্চা বচন বর্জ্জিত ❀ পাইয়া তাহার শুদ্ধি, মনে পুরা করি বুদ্ধি, হাঙ্কারি আনিলুম ততক্ষণ ॥ দেখি অতি সুচরিত, মন হৈল হরষিত, যোগ্যাদরে কৈলুং সম্ভাষণ ❀ অতি প্রেম রস ভাবে, বাক্য প্রকাশিলুং তবে, বৎসরেক হৈল এই দেশ॥ দীন এক আসি এথা, না পুছিল কোন কথা, ভাল মন্দ হিত উপদেশ❀ দিল যোগ্য পদুত্তর, তুমি সত্য মহা নর, আমি ক্ষুদ্র হীন মুঢ়মতি ॥ মোহন্ত আরতি বিনে, কেমতে আসিব হীনে, আজ্ঞা হৈল আইলুং শীঘ্রগতি ❀ তবে নানা উপহারে, ভোজন করাই তারে, পরিপুর্ণ দিলুং রত্ন ধন ॥ আর নানা সুবসন, দিয়া তুষ্ট করি মন, আসিতে কহিলুং ঘন২ ❀ এই মতে বারেং, ভোজন করাই তারে, ধিকাধিক প্রসাদে তুসিলুম ॥ হৈল যত লজ্জাবন্ত, কৃপার নাহিক অন্ত, অতি দানে নিজ বস কৈলুম আর দিন সে পুরুষে, আসিয়া আমার পাশে, ইচ্ছিলেন্ত নিমন্ত্রণ লাগি ॥ অতিশয় সমাদরে, লৈয়া গেল তার ঘরে, হৈয়া বহু প্রেম অনুরাগি❀ মহম্মদ গুণবান, ছৈদ মহম্মদ খান,

গুণ জ্ঞানে চতুর সুজন ॥ তাহান আরতি গুণে, হীন আলা-
ওলে ভনে, আয়ু যশ বারৌক কল্যান ❋

রাগ জমক ছন্দ ❋ ভক্তি ভাবে আনি তবে নানা
উপহার ॥ ভুঞ্জাইয়া নম্র হৈয়া করিল পুছার ❋ তুমি অতি
মহামতি কৃপাল হৃদয় ॥ শিল ধর্ম্ম চিত্ত মর্ম্ম কে তাকে বুঝয়
মুই হিন মহা দীন অতি ক্ষুদ্র মতি ॥ তিল মধ্যে সুপ্রসাদে
কল্যা ধনপতি ❋ পরমার্ত্তে সুখ চিত্তে হৈল চিত্ত মোর ॥
মন মর্ম্ম কোন কর্ম্ম না পাইলুম তোর ❋ কি কারণে পুর্ণ ধনে
কল্যা লক্ষিবন্ত ॥ সে লাগিয়া মোর হিয়া মাগে তার অন্ত ❋
এক প্রাণ ক্ষুদ্র মান দিমু কোন লাজে ॥ লৈক্ষ বধি হয় যদি
দেঁও তুয়া কাজে ❋ যত ধন সুবসন দান দিলা মোরে ॥ সেই
রিতে অছুইতে আছয় গোচরে ❋ প্রয়োজন কি কথন কহ
সত্য ভাও ॥ নহে পুনি নিজ ধন শীঘ্রে লই যাও ❋ এ বচন
শুনি মনে হৈল আনন্দিত ॥ আখি ঠারি কিঙ্করেরে করিল
ইঙ্গিত ❋ বারে বারে দিলুম তারে যত ধন দান ॥ মর্ম্ম জানি
দিল আনি তাহার সমান ❋ তাহা দেখি স্তব্দ আখি কৈল
পুনর্ব্বার ॥ কিবাতরে দেও মোরে ভার পরে ভার ❋ ধিক
ভক্ষ মোহা সুক্ষ্ম উদ্‌গার চরিত ॥ অজির্ণতা অঙ্গ বেথা না
হয় উচিত ❋ আপে যদি মহৌষধি দানে কর হিত ॥ এই
ভোগে বিনি রোগে হয় সমোচিত ❋ তার চিত মোর হিত
বুঝিয়া একান্ত ॥ সম্বোধিয়া প্রকাশিয়া যত আদি অন্ত ❋
প্রত্যেকে একে একে কহিলুম সকল ॥ সব শুনি মনে গুনি
হইল বিভোল ❋ ভুমি শিরে ধিরে ধিরে কহিল সে জন ॥
দয়া দানে অনুমাণে বুঝিলুম লক্ষণ ❋ রাজ সুখ ত্যাগি দুঃখ

লৈছ কি কারণ ॥ এ বচন হন্তে মন ফিরাও রাজন ❋ এ আশায় অপ্রত্যয় বিনা দরশনে ॥ তার লাগি রাজ্য ত্যাগি আসিছ আপনে ❋ দেখ যবে দুঃখ লবে কথা অপ্রত্যয় ॥ ত্যাজি ভোগ ইচ্ছা রোগ বড়ই সংশয় ❋ এ আরতি ত্যাজি মতি ফিরি যাও দেশ ॥ পরিহার মাগো আর না বল বিশেষ বাক্য তার শুনি মোর ধিক উচাটন ॥ বারে বারে ফিরে তারে কৈলুম নিবেদন ❋ অত্যারতি দেখি মতি মন অনু- রাগে ॥ বলে কান্ত হও সান্ত যাইব নিশা ভাগে ❋ দিবাবরি দ্বিপ্রহরি যদি সে পিটিল ॥ শুন্য হাট মুক্ত বাট লোক শান্ত হৈল❋আমা লৈয়া অগ্র হৈয়া চলিল তুরিত॥ পিষ্ঠগামী হৈয়া আমি তৃতীয় বৰ্জ্জিত ❋ লোকালয় ত্যাজি ভয় নমানিয়া মনে সনিকটে বঙ্ক বাটে গহন কাননে ❋ আমা লৈয়া প্রবেশিয়া গেল কতদুর ॥ বৃক্ষ এক অতিরেখ দেখিল প্রচুর ❋ সেই গাছে টাঙ্গি আছে দিব্য এক আগলা ॥ বাগুরা বেষ্টিত যেন তরাজুর পলা ❋ করে ধরি মান্য করি আনিয়া সাক্ষাত ॥ বলে আইস তাহে বৈস শুন নরনাথ ❋ যে যুকুতি নরপতি মোরে জিজ্ঞাসিলা ॥ কেহ নারে দর্শাইবারে বিনা এ আগলা তার মাঝে বসিয়া যে পাইবা সব ভেদ ॥ শ্যামবাস হিন হাশ কেনে মনে খেদ ❋ স্বর্গ মৰ্ত্ত্য কিছু সত্য রঙ্গ পাইবা দেখা ॥ কনে পারে মিটিবারে যেই কৰ্ম্ম লেখা ❋ এই শব্দ হই স্তব্দ অতি সহসাত ॥ শীঘ্রগামি হৈয়া আমি বসিল তাহাত ❋ যদি আমি বসিল উড়িল সে আগলা ॥ বেষ্টিত বাগুরাকুল বান্দি- লেক গলা ❋ মহা শুন্যে উড়িলেক গতি কামছারি ॥ বিষম বন্ধনে আমি লড়িতে না পারি ❋ কিবা তিলিছমাত কিবা

খেচর প্রমাণ ॥ চলিল মনুজ গতি লই বন্দিয়ান ❋ স্বাশ বহে ইঙ্গি পিঙ্গি নারীর সমান ॥ স্বাস সন্ধি গৃবা বন্ধি রহিল পরান শুমেরু শিখর যেন অতি উচ্চ স্থল ॥ চিহ্ন হীন ডিম্বাকৃতি নির্ম্মল ধবল ❋ সেই স্থানে গিয়া যদি আগলা পড়িল ॥ শীতল বাগুরা কুল বন্ধন খসিল ❋ স্থল পাই সান্ত হই ভুমে দিতে পাও ॥ সে আগলা উড়ি গেলা যেন উগ্র বাও ❋ আপনারে স্বর্গ পরে দেখিতে অসক্ষ ॥ চারি দিগে শঙ্কা লাগে নাহি কিছু লক্ষ ❋ উর্দ্ধ ভিতে হেরাইতে স্বর্গ দেখি কাছে ॥ অধপন্থ পাইতে অন্ত কার শক্তি আছে ❋ স্ববন্ধন সে কারণ মর্ত্ত্য বেশে বন্ধি ॥ কনে পারে বুঝিবারে হেন কার্য্য সন্ধি ❋ কাতরতা মনে তথা রহিছোঁ খানিক ॥ পুর্ব্ব সুখ স্মরি দুঃখ জন্মিল অধিক ❋ নিজ রাজ্য বাঞ্ছা কার্য্য এক নপাইলুং ॥ নিঃস্বার্থেত দুর্গমেত প্রাণ হারাইলুং ❋ প্রেম যত্নে ধন রত্নে করিলুম সন্তোস ॥ সে যে মোরে হেন করে নিজ কর্ম্ম দোষ ❋ কিবা অতি ধন প্রাপ্তি সন্দেহ জন্মিল ॥ তেকারণে হেন স্থানে বিপাকে মজিল ❋ ক্ষণে ক্ষণে ভাবে মনে নহে খল জন ॥ বারে বারে যত্নে মোরে কৈল্ল নিষেধন ❋ হিত বোল উত্তরোল হই না শুনিলুম ॥ তেকারণে হেন স্থানে বিপাকে ঠেকিলুম ❋ এত ভাবি প্রভূ সেবি হৈয়া ধৈর্য্যমতি ॥ কর যুড়ি ভুমে পড়ি করিলুং মিনতি ❋

❋ ধুয়া ❋ আয় দীনবন্ধু, এ হয় দুঃখ সিন্ধু ॥
অপার নপারোঁ, বিনু স্নেহ বিন্দু ❋

ভৈরব রাগ ॥ ভুজঙ্গয়া ছন্দ ❋ ত্যাজি সর্ব্ব উক্তি, নাহি আন শক্তি, হয় এ কাল মুক্তি ❋ নাহি ওর আছে, ওয়া

এক সাছে, সভয় বঙ্ক ৰাছে ❀ মায়া পাপকারী, পরদুঃখ হারী, দুর্গম নিবারি, বিপন্ত উদ্ধারি ❀ হও মুক্ত দয়া, কর রক্ষ মায়া, তোঞি যাহে ভায়া ❀ ওয়া চিত্ত কালা, হও জগ পালা উদ্ধার দয়ালা ❀ চতুর সুজন, মহম্মদ খান, আরতি মাগন, আলাওলে ভনে ❀

❀ মহা পক্ষির চরণ ধরি উড়ি যাইবার বিবরণ ❀

জমক ছন্দ ॥ রাগ বসন্ত ❀ এই মতে ভক্তি চিত্তে ধ্যাইতে নৈরূপ ॥ কৃপাময় সসদয় হইল স্বরূপ ❀ হেনকালে সেই স্থলে আকাশে উড়িয়া ॥ পক্ষি এক অতিরেক পড়িল আসিয়া ❀ গিরি সম মনোরম অঙ্গ সুগঠন ॥ মহা সানু জিনি জানু যুগল চরণ ❀ দীর্ঘ গল শুণ্ড স্থল দীর্ঘ পাখা ছয় ॥ দীর্ঘ চঞ্চু দীর্ঘ পুচ্ছ দেখি লাগে ভয় ❀ এক দিক যুড়িয়া রহিল সেই পাখি ॥ মহা ত্রাসে মুদিয়া রহিনু দুই আঁখি ❀ মনেত ভাবিনু যদি হইত ভক্ষক ॥ এই স্থানে কেবা আছে আমার রক্ষক ❀ মাংস ভক্ষ হৈলে ধরি গ্রাসিত তুরিত ॥ এই ভাবি মন হন্তে খণ্ডাইনু ভিত ❀ চঞ্চু লক্ষে সেই পক্ষি পাখ কুরালয় ॥ গন্ধধারি সুকস্তুরি মাটিতে ছিটয় ❀ সব পাখা উর্দ্ধ শাখা করি যবে ঝাড়ে ॥ গন্ধযুক্তা দিব্য মুক্তা ঝরি ঝরি পড়ে মনেত ভাবিলুং আমি প্রভু নৈরাকার ॥ এই নৌকা দিল শুন্য সিন্ধু তরিবার ❀ উড়িবার কালে তার চরণ ধরিমু ॥ নহে হেথা মন ব্যথা নিঃস্বার্থে মরিমু ❀ খগপতি সুসন্ততি জটাউ সমান ॥ উপকার করিবারে আইল এই স্থান ❀ তাম্র-চোরে শব্দ করে নিশি শেষ ভেল ॥ উড়িবারে পক্ষিবরে পাখা প্রসারিল ❀ সেইক্ষণ ধরি মন সাহস করিনু ॥ প্রভু

স্মরি দড় করি চরণে ধরিনু ❋ সৌদামিনী গতি জিনী সত্বর গমন ॥ ভুমণ্ডল গিরিকুল হৈল অদর্শন ❋ পক্ষি ছায়া হন্তে কায়া হইল উদ্ধার ॥ নহে সত্যে অর্ক জ্যোতে হৈতুম সংহার মৃত্তিকার গঠনের শুন্য পন্থে চলে ॥ যোগসাধ্য দেবারাধ্য বিনু ভাগ্য বলে ❋ এই ভাতি শীঘ্রগতি উড়িল দিজাম ॥ শ্রান্ত মনে কোন স্থানে না কল্য বিশ্রাম ❋ মহা শ্রান্ত অদ্য সান্ত হৈল শুন্য বাটে ॥ ভুম পাকে অধ মুখে লামিলেক হেটে ❋ গতিমগ্নে ক্ষিতি লগ্নে চলিলেক উড়ি ॥ তুষ্ট ভাবে আমি তবে দিল পদ ছাড়ি ❋ মহি তনু মহি বিনু নাহিক উল্লাস ॥ শ্রান্ত রিতে সুর্য্য জ্যোতে আখি অপ্রকাশ ❋ তিল এক আছিলেক দিবাযুতি মন্দ ॥ ধিরবতে লাগি গতে শীতল প্রবন্ধ ❋ মন স্থিরে বৃক্ষতরে গেলুং ধিরে ধিরে ॥ বহুবিধ আশীর্ব্বাদ কৈলুম পক্ষিবরে ❋ তবে দৃষ্টি করিলুং ঝলকে লহ লহি ॥ কেশবের তৃণ সব কস্তুরির মহি ❋ সৈন্ধা বির ধলি চির কর্পুর মিশ্রিত ॥ সু-সৌরভে চিত্ত তবে হৈল আমোদিত ❋ চারুতর দিব্য ঘর দিব্য উপবন ॥ নানা ছন্দে শিলা বন্দে অতি সুশোভন ❋ বৃক্ষ অগ্রে ফলে নম্র করে ঝলমল ॥ পুর্ণ-রস সুপনস বেল ছিরফল ❋ শ্যামতারা মনুহরা নারাঙ্গি কমলা ॥ চিত্তহরি সুবদরি নানা জাতি কলা ❋ উরি আম মঙ্গজাম গুয়া নারিকল ॥ আলু বালু সর্পতালু ডালিম্ব শ্রীফল ❋ ছেব ও আঙ্গুর আর খোরমা খাজুর ॥ ছেপ যায় মিষ্ট রায় কেরঞ্জা মধুর ❋ ফলযুত সাহাদত বাদাম আঞ্জির ॥ মিষ্ট জাম উরি আম মধুর জামির ❋ তেতইল মত্তাইল জলফাই তাল ॥ সপ্ত তারা মনুহরা শোভে ডালে ডাল ❋

ছাবসি সৌরভ ছিহি সমদান নাম ॥ আদ্য আছু নানা বৃক্ষ অতি অনুপাম ❋ আগর লুবান বৃক্ষ চন্দন খাজুর ॥ কস্তুরি অম্বর খেতি রেনু সে কাফুর ❋ তালফল পুর্ণস্থল খরমুজা দ্রাক্ষা ॥ নানা জাতি ভাতি ভাতি কেবা জানে সংখ্যা ❋ সুসোভন পুষ্পোদ্যান অতি চারুতর ॥ সুমালতি বৈজায়ন্তি আর নাগেস্বর❋সুচম্পক কুরুবক বকুল মল্লিকা ॥ কুঞ্জ জাতি ধলা যুতি জবা সেফালিকা ❋ ফল ফুল বকুল করুন অপ্রা-জিতা ॥ মাধবি গুল্লাল শত বর্ণ কুসুম্বিতা❋এস্ক ছেফা বেহা-রতা কেতকি পরনি ॥ আব্বাছি মকাছি আর কোলাহে ইমনি ক্রোধ কেয়া আসারিয়া ভুপদের দামা ॥ শ্বেতাশ্বেত রক্তপিত দিব কি উপমা ❋ আর যত পুষ্প কত কি কহিতে পারি ॥ শ্বেত শিলে দিব্য শিলে বান্দিছে কেয়ারি ❋ পবিত্র ঝরণা জল পুষ্প রস ছন্দি ॥ দুই ভিতে ফটিক পাষানে তির বন্দি ❋ থরে২ জলান্তরে অঙ্গ পাখালন ॥ হেম রত্নে বহু যত্নে আসন রচন ❋ সেই জলে বৃক্ষতলে পুর্ণিত কেয়ারি ॥ জল স্থল নিয়োজিত পরিমল বারি ❋ জলস্থল বৃক্ষতল সুগন্ধি পুর্ণিত চিত্তভ্রম পরিশ্রম হইল খণ্ডিত ❋ ক্ষুদ্রশিলা হীরা নিলা মাণিক্যের যুতি ॥ দৃষ্টা দৃষ্টি সুখা বৃষ্টি হয় নানা ভাতি ❋ জলান্তরে নিরান্তরে নানা বর্ণ মীন ❋ ক্রমে ক্রমে সদাভ্রমে দেখি সুখি দিন ❋ উপবনে নানা বর্ণে নানা জাতি পাখি ॥ শুনি কর্ণ সুধা পুর্ণ শীঘ্রে ধরে আখি ❋ তবে আমি জলে নামি পাখালিয়া গাও ॥ জল পানে শান্ত মনে ভুমি দিল পাও ❋ যত দৃষ্ট ফল মিষ্ট পড়িল আমার ॥ যথোচিত ভক্ষি নিত্য আনন্দ অপার❋চারুতর মনোহর দিব্য এক পুরি

সুরযুতে চারি ভিতে ভিত উপস্কারি ❋ কাঞ্চন রাতুল সব রতন জড়িত ॥ দিব্য মুকুতার ঝর্ণা চৌদিকে লম্বিত ❋ ডগ মগ করে নখ যেন স্বর্গতারা ॥ নানা ভাতি পাতি পাতি দেখি মনোহরা ❋ দর্পনের যুতি যেন প্রতিবিম্ব দেখি ॥ সৌদামিনী গতি জিনি শীঘ্র ধরে আখি ❋ জিনিয়া অমরাবতি পুরির নির্ম্মাণ ॥ না হয় ইন্দ্রের বন উদ্যান সমান ❋ কোন কালে সেই স্থলে নহে নরগতি ॥ শুন্যাকার চতুর্দ্ধার বিহিন বসতি স্থল লক্ষ ফল ভক্ষ সোকর মানিলুং ॥ শান্ত মনে সেই স্থানে দিন গোঁয়াইলুং ❋

——❋০⊂⊃০❋——

❋ গীত নগনারায়ণি ❋

❋ কাফি রাগ ❋

হের রে বান্ধব রাই পহুর মরম কেবা জানে ॥
দুখে দুঃখ সুখে সুখ, এবে তার কি কৌতুক,
ভাবিয়া না পায় কেহ মনে ❋ ❋ধুয়া❋

——❋০⊂⊃০❋——

সঙ্গে থাকি যথা তথা, কোথা হন্তে আইল কোথা,
দেখাইয়া সঙ্কট বিষম ॥
যেই তারে দড় মানে, রক্ষা করে সর্ব্ব স্থানে,
তিলে করে সঙ্কট সুসম ❋
যার যেই কর্ম্ম লেখা, সেই রূপে পায় দেখা,
শত যত্ন নহে আন রিত ॥
আপে করোঁ। সে সকল, পরিণামে করি ছল,
ফলাফল দেয় সমুচিত ❋

যত লোভ উপচয়, সেই দেয় সেই লয়,
অন্য বলে সহজে কৌতুক ॥
কিবা ছোট কিবা বড়, কার ভাব নিত্য ধর,
অনুরূপ দেয় পরাভব ❈
পরিণামে হৈতে ভাল, কর যত্ন সর্ব্বকাল,
না জানি কি হয় অবশেষ ॥
ছৈয়দ মহাম্মদ খান, অন্তে মুক্তি সদা জান,
আলাওলে কহয় আদেশ ❈

——❈○⊂⊃○❈——

জমক ছন্দ ॥ কহরাগ ❈ সুপবিত্র সুবিচিত্র স্থান পাই চিত ॥ অন্য ভিতে কদাচিতে না হয় দুঃখিত ❈ অল্প অল্প মন কল্প নানা ফল খাইয়া ॥ হৈল দিন আন চিন সুতিয়া বসিয়া ❈ অহমনি যুতিহানি ভ্রষ্ট সৈন্ধারাগে ॥ গন্ধশীল এক নিল বহি গেল আগে ❈ বৃক্ষ পত্র আদি যত, হইল সুগন্ধি ॥ তার পৃষ্টি এক বৃষ্টি পুষ্প রস ছন্দি ❈ সর্ব্ব তৃণ শিরে যেন মুকুতা গুথিত ॥ সর্ব্ব ক্ষিতি বনস্পতি হৈল আমোদিত ❈ মহি পাত্রে তিলে মাত্রে গন্ধ মনোরম ॥ সর্ব্ব কায় যেন গায় দিল চতুশ্রম ❈ প্রমোদিত হৈয়া চিত আনন্দে রহিলুং ॥ প্রভু স্মরি দিলে মুখে শোকর করিলুং ❈ হেনকালে সেই স্থলে পরম সুন্দরি ॥ আইল সহস্র সংখ্যা জিনি বিদ্যাধরি ❈ সমান বয়সী সব নবীন যৌবনী ॥ চন্দ্রমুখি মৃগ আঁখি কটি সিংহ জিনী ❈ কটি হরি গর্ব্ব করি উরু রাম রম্ভা ॥ পুর্ণ অলঙ্কৃত অঙ্গ দেখিতে আচম্ভা ❈ নানা বর্ণ পাট বস্ত্র হেমরত্ন লগ্ন ॥ হেরাইতে আঁখি চিতে ভাবে হয় মগ্ন ❈

আকাশ গমনে আসি পুর্ণ হৈল পুরি ॥ সহস্র সহস্র রত্নদিপ করে ধরি ❀ দশদিক সুপ্রকাশ দেখি মোহা যুতি ॥ অস্ত চলি আড়ে গেল লাজে দিন পতি ❀ রাজনীতি নিয়মেত রহে সর্ব্বজন ॥ মধ্যভাগে স্থাপিল রত্নের সিংহাসন ❀ ত্রৈলক্ষ মোহিনী কন্যা বসিলেক পাটে ॥ নিস্কলঙ্ক চন্দ্র যেন তারকের হাটে ❀ তার মুখ জ্যোতিতে মলিন দিপে দিপ ॥ হাস্যমুখি এক সখি ডাকিয়া সমীপ ❀ কহিল অতিথি এক আছে এই স্থান ॥ মোর স্থানে আনো শীঘ্র বিচারি উদ্যান ❀ সখি বিজ্ঞা পাই আজ্ঞা করে রত্নদিপ ॥ অতি শীঘ্রগতি উগ্রে আইল সমীপ ❀ কর যুড়ি ভক্তি করি দিল পত্নুত্তর ॥ মহাশয় গুণালয় চলহ সত্তর ❀ যদি কোন অতিথি আইসয় এই স্থান সুচরিতা উৎকণ্ঠিতা চাহে দরশন ❀ আমার ঈশ্বরী তারে আনি অলক্ষিত ॥ অতিথি সেবায় থাকে ঈশ্বরীর চিত ❀ শীঘ্রগতি মহামতি চল সেই স্থানে ॥ সুচরিতা উৎকণ্ঠিতা তোমা দরশনে ❀ তাহা শুনি মনে গণি গেলুম তার সাতে ॥ অত্যাদরে নিল মোরে কন্যার সাক্ষাতে ❀

❀ কন্যার রূপের বর্ণনা ❀

দেখিয়া কন্যার রূপ হৈলাম মোহশ্চিত ॥ স্থল হেরি প্রভু স্মরি হৈলুম সচকিত ❀ ত্রৈলোক্ষ মোহিনী কন্যা নাহিক উপমা ॥ বহু যত্নে দিছে প্রভু সে রূপ মহিমা ❀ একহি জবান মোর সবে দুই আঁখি ॥ হেরিতে হেরিতে ওর না পায় বাসুকি ❀ যদি বা কহিতে নারোঁ তথাপিহ সাদ ॥ তার কেশ প্রায় লাগে মস্তক আপাদ ❀ ঘন ছত্র রুচির শ্যামল কেশ ভার ॥ নাহি মতি গতা গতি অতি অন্ধকার ❀ অলি পিক

বনে ক্ষিতি তলে অহিরাজ ॥ চামরি কানন বাসী পাই মনে লাজ ❋ কস্তুরি অম্বর জিনি আমোদ সৌরভ ॥ বনবাসী হৈল দুই পাই পরাভব ❋ ত্রিপেঁচ সঞ্জোগ্ন বিনি ভুবন মোহন ॥ এক পেঁচে দংশিতে পারয় ত্রিভুবন ❋ তার মাঝে শ্রীমন্ত জিনিয়া খর্গ ধার ॥ জিম্বুত সমুহে স্থির ত্বরিত আকর ❋ স্বর্গমতি গতাগতি মকর কেতন ॥ মহারণ্যে দিব্য পন্থ করিছে শৃজন ❋ সেই পন্থে গম্য আসে যায় কোন জন ॥ অলখার ফাঁসে বন্দি হয় ততক্ষণ ❋ সেই পন্থে শত শত বৈসয় বাটয়ার ॥ কুটীল অলখা ফাঁসে ব্যাক্ত রক্ত ধার ❋ যাহার ঘটয় আসি মরণ নিকটে ॥ চলিতে তাহার সাধ হয় সেই বাটে ❋ সকলের ইচ্ছা স্বর্গ পন্থের গমন ॥ যাইতে নারে কুটীল কুন্তলে বান্ধে মন ❋ তথাপি চতুর ইচ্ছা মন সুখ সারে কোটী প্রাণি বধিবারে সেই খর্গ ধারে ❋ কুসুম্ব রচিত কেশ মুকুতা নিছনি ॥ তারক বেষ্টিত ঘন স্থির সৌদামিনী ❋ সুগন্ধি মালতি মালা লম্ভিত বেষ্টিত ॥ রাহুতে গ্রাসিছে চন্দ্র অতি বিপরিত ❋ সিশ্ পলটী কুলবিন্দু বিনি রত্নময় ॥ সুকীর্ত্তিকা সুক্রে গুরু তেমনি উদয় ❋ সু-রঙ্গ সিন্দুর ভালে শুদ্ধ তিলকণা ॥ মুখ চন্দ্র গ্রাসে রাহু মেলিছে রসনা ❋ নতু কুহু লক্ষে রাহু গ্রাসিল মাতণ্ড ॥ হিয়া ফাটি নিস্বরিল কিরণ প্রচণ্ড ❋ কিবা কাম শেল মারি বিরহিনী চিত্তে ॥ বাহির করিছে পুনঃ রুধির সহিতে ❋ কিবা সুরশশি আসি তারক সঙ্গতি ॥ বিধুর্ণদ বৈরী উদ্ধারণে এক মতি ❋ স্বর্গে উঠি রবো ভাল হৈয়া পুজ্যমান ॥ নহে বাল্যচন্দ্র সেই ললাট সমান ❋ হর শিরে অগ্নি দহে আকাশ মলিন ॥ প্রসিদ্ধ

ললাট চন্দ্র কলঙ্ক বিহিন ❋ রাহু গ্রাসে কুহু আলাপয় প্রতি মাসে ॥ নিস্কলঙ্ক চন্দ্র জান সতত প্রকাশে ❋ যাহার ললাটে অতি ভাগ্যের উদয় ॥ এমত ললাট চন্দ্র দরশন হয় ❋ ভাও দণ্ড আঁখি পলোপল শুক্র লক্ষ ॥ ত্রিভুবন ভোলাইতে না হয় অসক্ষ্য ❋ মৈধ্যম পাতাল ভরি ভাল মন্দ যত ॥ তাহার তৌলনে হয় সমস্ত বেকত ❋ ভূরু দেখি ভুজঙ্গনে ভুমে দিল লুক ॥ দেখিয়া ত্যজিল কামে আপনা ধনুক ❋ সেই ভুরু-ধনু লক্ষে ভুবন সাসয় ॥ উগিয়া ইন্দ্রের ধনু তিলেক লুকয় ❋ সুচারু রঙ্গিমা বড় যুগল লোচন ॥ যাহার কটাক্ষ লক্ষে বিজয় মদন ❋ নীলোৎপল সফরী কুরঙ্গ গেল বনে ॥ খঞ্জন গঞ্জন কৈল্য অঞ্জন রঞ্জনে ❋ উপরে সিন্দুর শুর হেটে মুখচন্দ্র ॥ দেহ মধ্যে নয়ন কমল হৈল বন্দ ❋ বিকাশ মুদিত ঘন কটাক্ষ নাশয় ॥ দেহের কিরণ হেরি স্থির নাহি রয় ❋ ভালাভোলা চন্দ্রমুখ পুর্ণ দিজরাজ ॥ নয়ন কমল বন্দি দুই শত্রু মাঝ ❋ মিত্রের সহায় হেতু গ্রহ কুল রায় ॥ ধরিয়া সিন্দুর রূপ আসিছে এথায় ❋ নাসা খর্গপতি দেখি অরুনের ভাই ॥ বিষ্ণুচক্র নত লৈয়া রহে সেই ঠাই ❋ ভুরু ধনু ধরিয়া কাজলে দিয়া গুণ ॥ কোমল কটাক্ষ বান হানে পুনঃ পুন ❋ যেই দুরে থাকে তার লাগে ঘন বান ॥ এড়ায় বিশীক হৈলে গড়ের ঘনান ❋ পলভঙ্গ সুরঙ্গ নির্ম্মল শ্রেতারুম ॥ সুকাজল কর্ণরেখা দৃষ্ট এই গুন ❋ নানা ভঙ্গি সুরঙ্গিম চালনি দোলনি ॥ পুর্ণ দৃষ্টে কে হেরিতে পারে দিনমনি ❋ সম চক্ষু হেরিতে নপারে যার ভিতে ॥ বুধ জনে তাহারে বর্ণিব কোন মতে ❋ বিশেষ লহরি ঘন চালনি দোলনি ॥

দেখিতে মোহিত মন কহিতে নজানি ❋ সমুখেত দর্পন যখন যদি লাড়ে ॥ প্রতিবিম্ব নির্ণয় কহিতে কেবা পারে ❋ নির্ম্মল কপালে তিল বিম্বু দিপ সাজে ॥ পোতলির ছায়া যেন দর্পনের মাঝে ❋ যেই তিল সেই তিল দরশন হয় ॥ তিল তিল করি অঙ্গ সমস্ত দাহয় ❋ কর্ণ হৈতে রেখা শোভে নয়ান অঞ্জন ॥ চুঞ্চু মেলি তিল লোভে রহিল খঞ্জন ❋ কর্ণ দেখি গৃধ পক্ষী উড়িল আকাশে ॥ স্বইচ্ছায় মনুষ্যের নিকটে না আইসে ❋ নতুবা উজ্জল ছিপি মুক্তা তার সাক্ষি ॥ হেরিতে বিভোল অতুলিত চিত্ত আঁখি ❋ কিরুষ্ট নিন্দিত নাসা যিনি তিল ফুল ॥ খগপতি চঞ্চু পুনি নহে সমতুল ❋ কিবা সুধা হরনে রহিছে খগপতি ॥ কিবা বিম্বু ফলে মজ্জি-য়াছে শুকমতি ❋ নাশা অগ্রভাগ তাহে নত বিরাজিত ॥ ক্ষেনে ক্ষেনে বেসর মুকুতা ঝলকিত ❋ প্রাতসুর জিনিয়া অধর বিম্বু ফল ॥ নিন্দিত বান্ধুলি জবা রক্ত উত ফল ❋ শিলার গঠন মনি সহজে কর্কশ ॥ কে দেখিছে মানিক্য কমল মধু রস ❋ অমৃতের কুণ্ড পুর্ণ তথাত বৈসয় ॥ তেঞিঃ সে কটাক্ষ মারি লিলায় জিয়ায় ❋ হেরিয়া সুরঙ্গি মধু সুধারস ময় ॥ যত বনষ্পতি রস ইক্ষু সম নয় ❋ সুরঙ্গ দশন পাতি যেন মুক্তা মালা ॥ জিনিয়া ডালিম্ব বীজ রঙ্গিম রসালা দশন সমান নহে লাজে পাই ভঙ্গ ॥ সেই লাজে ডালিম্ব বিদারে নিজ অঙ্গ ❋ মৃদু মন্দ মৃদু হাসি পিয়ুস মিশ্রিত ॥ মুতিপুর্ণ যুরে কেবা মাজিছে তুরিত ❋ মেঘ বজ্র অগ্নি লৌহ পড়িলে নাশয় ॥ সুধামুখ হাস্যবালা মৃত্যুকে জিয়ায় ❋ কোকিল কাকলি জিত মধুরস বানি ॥ ফুক মন্ত্র আদি তন্ত্র

তাহার নিছনি ❋ সুপাকা রসাল যিনি চিবুক স্বরূপ ॥ চতু-
রের মন ডুবাইতে সেই কুপ ❋ মুখ হেরি কমল জলেত
কৈল্য বাস ॥ সুবর্ণ মুকুর যিনি অধিক প্রকাশ ❋ আকাশে
উগিয়া সরদেত পুর্ণ হৈল ॥ মুখ সম নহে শশি কলঙ্ক ইচ্ছিল
অঙ্গেত শীতল লাগে চন্দ্রের কিরণ ॥ সুধা রসভাসে লভে
মৃত্যুকে জীবন ❋ কাচের ডগ্‌ডগি জিনি গৃবা সুললিত ॥
জল পানে প্রতিবিম্ব দেখয় বিদিত ❋ গিরিবনে নিলকণ্ঠ
বৈসয় হরিয়া ॥ পুছে গিমে আরোপয় কসতি পক্ষিয়া ❋
চারুকণ্ঠ হেরি কুম্ভ জলে দিল লুক ॥ মৃত্যু অঙ্গে ফুক লক্ষে
কান্দে দিয়া কুক ❋ কিবা সেবা ভ্রষ্ট হৈয়া কণ্ঠ সমতুল ॥
দক্ষিণ আবর্ত্ত হৈয়া ধরে ধিক মুল ❋ সমান হইতে নারি
লাজ পাই ভণ্ড ॥ করাতে চিরিয়া অঙ্গ করে খণ্ড খণ্ড ❋
সুচারু নির্ম্মল ভুজ আজানু লম্বিত ॥ অস্থি দরশায় ফটিকের
সুত্রেরিত ❋ পদ্মনাল করকশে সমতুল নয় ॥ তেকারণে
শরীরে হইছে রুদ্রময় ❋ করতল আরক্ত কমল নহে তুল ॥
কনক চম্পক কলি জিনিয়া আঙ্গুল ❋ নিস্কলঙ্ক বাল্য চন্দ্র
নখের সুপাতি ॥ করের দুলনি রম্ভা হস্তকের ভাতি ❋ কশিল
সুবর্ণ থাল বক্ষঃ মনোহর ॥ উলটি রাখিছে দুই কনক কোটর
কবিগণে তুলনা করয় ফল ফুল ॥ বিচারি চাহিনু সেহ নহে
সমতুল ❋ বটগণ্ডা মাত্র বদরিকা মুল্য করে ॥ বদরি সমান
কুচ কোটি মুল ধরে ❋ সুগঠন নিষ্পিণ্ড দেখিয়া অনুপাম ॥
সুরঙ্গিমা হইয়া নারাঙ্গি ধরে নাম ❋ মিছা নাম শ্যাম তারা
নহে সম তার ॥ তেকারণে ডালে ধরে পিঙ্গল আকার ❋
ডালিম্ব আপনে তার সম না দেখিয়া ॥ অন্তকালে মরে তার

হৃদয় কাটিয়া ❋ কুচ কঠিনতা হেরি বিনু বিল্ল কষ্ট ॥ তথাপি তুলনা নহে শ্রীফল শ্রীভ্রষ্ট ❋ তালে গর্ব্ব করিল শুনিয়া কুচ কথা ॥ সম নহে উলটা সংযোগে হয় লতা ❋ হৃদ সরোবরে দোহ কলিকা কমল ॥ কিবা ক্রিড়া করে সুখে চকোর যুগল করি কুম্ভ জিনী কঠিনতা স্থুলাকার ॥ স্থাপিল মঙ্গল ঘট সুবর্ণ আকার ❋ কিবা পুর্ণ রত্ন ভরি মকর কেতন ॥ শ্যাম চাপ শিরে ঘট করিছে স্থাপন ❋ সর্ব্বজনে জানয় পর্ব্বতে বাহে লতা ॥ লতার উপরে গিরি অপরূপ কথা ❋ সুমেরু শিখর জিনী গর্ব্ব ধরে অতি ॥ অপরূপ এক পাটে যুগল নৃপতি ❋ ছত্রধারী গর্ব্বকারী সুরাসুর রাজা ॥ সকলের মন ইচ্ছা দিতে কর পুজা ❋ অর্দ্ধ অঙ্গ হরের হরিয়া নিল হরি ॥ আর অর্দ্ধ অঙ্গ নিল পর্ব্বত কুমারী ❋ সিদ্ধাবরে খণ্ড যোগ হৈয়া সপুরণ বালা বক্ষে বাস লক্ষে জাগয় মদন ❋ মুক্তা হার গঙ্গাধার শিরের উপর ॥ নখ রেখা লগ্নে বাল্য চন্দ্রিমা সুন্দর ❋ গিম পৃষ্ঠ-ভাগে দোলে কাল নাগ বিণী ॥ চন্দন দোসর অঙ্গে ভস্ম অনুমানী ❋ বিচিত্র বসন অঙ্গে শোভে বাঘাম্বরু ॥ ত্রিবেনু ত্রিশুল কটি সহজে ডম্বুরু ❋ এই লাগি কবিকুলে বলে কুচ হর ॥ ভক্তি ভাবে যেই সেবে পায় ইচ্ছা বর ❋ দরশে পরম সুখ আনন্দ পরশে ॥ হৃদ লগ্নে ডুবয় অমিয়া সিন্ধু রসে ❋ সত্যাঞ্চল পট গুপ্ত থাকে অনুক্ষণ ॥ খলের মানস নহে তাহার কারণ ❋ ক্ষিরোদ সমুদ্র হেন বলে সর্ব্বজন ॥ উতঙ্গ ক্ষিরোদ গিরি অপুর্ব্ব কথন ❋ জগত জীবন রক্ষা রসময় গিরি কি আছে তুলনা তার কহিতে বিচারি ❋ সংসারেত না দেখি তাহার সমশ্বর ॥ যথ কহোঁ অধিকেঃ চারুতর ❋ রচিতে

উদর মৃদু দিয়া ক্ষীরসার॥ কহিতে নপারি অন্ত অন্তরে তাহার তার লাগি বেয়াকুল সকল সংসার॥ অমুল্য রত্তন বন্দী পুরণ ভাণ্ডার ❁ পোবন কুণ্ডল জিনী মনোহরা রূপ॥ গুপ্তে রাখি-য়াছে কাবা দেবাশন কুপ ❁ ত্রিবলী উপরে হয় ত্রিভুবন বলী॥ মোহন গম্ভীর নাভি শ্রোতের কুণ্ডলী ❁ লোমাবলী নাগিনী বৈসয় কুণ্ডান্তরে॥ উঠিতে আহার লাগি পর্ব্বত উপরে খগপাতি নাশা উর্দ্ধ ভাগেতে দেখিয়া॥ শৈল যুগ সান্ধিয়ে রহিল লুকাইয়া ❁ কিবা অধরের মধু সুধা লোভে অতি॥ উঠয় বীবর হন্তে পিপীলিকা পতি ❁ মুক্তাহার গঙ্গাধার দেখিয়া সম্মুখে॥ গিরি আড়ে থমকী রহিল মন দুঃখে ❁ পবিত্র বাহিনী গঙ্গা মুকুতার হার॥ লোমাবলী মিশ্রিত আদিত্য সুধা ধার ❁ পুর্ণাসনে বৈসয় মাধব মহেশ্বর॥ প্রেম ভাবে ভাবি পায় বাঞ্ছা সিদ্ধি বর❁ গিরী ভারে ভাঙ্গে পাছে ভাবিয়া বিধাতা॥ বজ্র দিয়া গঠিল বন্ধন কোমলতা ❁ তনুর লবনি হেম মৃণালের কুণ্ড॥ সুত্রে লক্ষে আছে কিবা হই দুই খণ্ড ❁ সু-নীতম্ব করী কুম্ভ ভঙ্গী কুল জিনী॥ তেকারণে বালা নাম ধরে নিতম্বিনী ❁ কোমল জঘন হেটে রসময় স্থলী॥ অদর্শন বস্তুরে বর্ণিব কিবা বলি ❁ রসের ভাণ্ডার প্রতি সবে করে আশ॥ তেঞী বহু মুল্য ধন রাখে অপ্রকাশ ❁ মৃগ পদ চিহ্ন কিবা কমলের দলে॥ এতধিক কি কহিব চতুরের মেলে সুনির্ম্মল জঙ্গ যোগ অতি অনুপাম॥ উলটি রাখিছে বিধি কিবা রম্ভারাম❁করীবর কর্কশ কমল দুই উরু॥ তেকারণে ততোধিক রম্য গম্য চারু ❁ রাতুল কমল দল যুগল চরণ॥ সেই স্থলী প্রাণবলী রসিকের মন ❁ অপরূপ নখ কিবা পদ

অঙ্গুলিকা ॥ কদলী বৃক্ষের অগ্রে চম্পাক কলিকা ❋ মুখ সম্ম
নহে চন্দ্র মনে অতি ভাবি ॥ দশ খণ্ড হইয়া রহিল পদ সেবি
পদ দরশনে রেনু রক্তবর্ণ হয় ॥ সিন্দুর বলিয়া কুল রমণী
পৈরয় ❋ পদাঙ্গুলি অলঙ্কৃত রত্ন আভরণ ॥ আনট বিছুয়া
দিল পাছনী শোভন ❋ গুল্পা আইদ্য খারুয়া তোরল বিরা-
জিত ॥ পাইল পঞ্চম রত্ন বাজে সুললিত ❋ ভুজেতে অঙ্গদ
বাহু জড়িত রতন ॥ কর যুগে বালা ও কঙ্কন সুশোভন ❋
সুপবিত্র জড়িত শ্রবণে কর্ণ ফুল ॥ কানবালা চাকি বালি
সহজে অমুল ❋ কর সাথে হেমাঙ্গুর নবরত্ন লগ্ন ॥ অবিরত
আঁখি চিত্ত তথা রহে মগ্ন ❋ গলে সপ্ত ছড়ি হার নানা বর্ণে
শোভে ॥ নাসিকা বেসর নথ জগমন লোভে ❋ ক্ষেণেক
কচটী পায়ে করে ঝলমল ॥ নবঘন পাশে যেন তাড়িত উজ্জ্বল
ললাটেত সিন্দুর রত্তন শির মাজে ॥ সুর শশি ক্রোড়ে যেন
কির্ত্তিকা বিরাজে ❋ ভালে উর্দ্ধে দুই পাশে মুকুতা গুথিত ॥
তারক জলদ কুলে অপুর্ব্ব শোভিত ❋ থরে থরে লম্বিত
দ্বিরদ মুক্তাহার ॥ নবঘন নিস্পদ বরিক্ষে জলধার ❋ শিরে
শোভে সিতিপাটী ডগ্‌মগ্‌ যুতি ॥ নবঘনে তারা যেন
শুক্র বৃহস্পতি ❋ বিচিত্র পাটের সাড়ি মুক্তার আঞ্চল ॥
হেম রত্নে বহু যত্নে করিছে উজ্জ্বল ❋ ক্ষেণে খসে ক্ষেণে
পটে ক্ষেণে জরতার ॥ নানা বর্ণ বসন ভুষণ বারে বার ❋
ক্ষেণে খাসা অমৃত পৈরয় গঙ্গাজল ॥ চৌতরঙ্গ তরন্দাম্‌
ক্ষণেকে মক্‌মল ❋ কির্ম্মিজি দামাস্ক ক্ষেণে পৈরয় বাদলা ॥
কুণ্ড জিনি কল্‌ক ক্ষণে চটকে আগলা ❋ ক্ষেণেকে ধারাই
পীত কুসুম রঙ্গিমা ॥ নানা বর্ণে বস্ত্র সব ধরে নারঙ্গিমা ❋

অঙ্গ জ্যোতে উজ্জল বসন অলঙ্কার ॥ হেন মতে ত্রিজগতে নাহি দেখি আর ❋ গমন মরাল করী খঞ্জন লজ্জিত ॥ চারু-তর শোভন মদন মুরু চিত ❋ ঠমকে ঠমকে যায় চলে মন্দ মন্দ ॥ নৃত্য ত্যাজি রম্ভা তিলোত্তমা হয় ধন্দ ❋ যত কহি অধিকে অধিক রূপ সাজে ॥ কেবল তুলনা তার দর্পনের মাঝে ❋ একহি বয়ান আমি কতেক কহিব ॥ সেরূপ স্বরূপ ভাবে পরাণি ত্যাজিব ❋ যদি চিত্রকরে লেখে সেরূপ তুলন অঙ্গ ভঙ্গ লিলা ভাঁতি লিখিব কেমন ❋ সেরূপ হেরিয়া বাড়ে নয়নের যুতি ॥ দেখিতে নিছনি যার সচি রম্ভা রতি ❋ রূপের বর্ণনা এই হৈল সমাধান ॥ কেবা কহি ওর পায় ঈশ্বর নির্ম্মাণ ❋ লবণী পুতলি তনু জানিয়া স্বরূপে ॥ তপনের তাপ রক্ষা পাইব কিরূপে ❋ ভাবি চিন্তি প্রজাপতি হইয়া বিকল ॥ উপরে জলদ মালা কুন্তল নির্ম্মল ❋ পরিহার মাগি গুণি গণের চরণে ॥ সগুণে লবন দিও মোর অলবনে ❋ মোর পরিশ্রম সব মনেত ভাবিও ॥ বিনু অবধানে তত্ত মাত্র না ভুশীও ❋ মোহন্তে বুঝায় মাত্র গুরু বাক্য মুল ॥ অল্প জ্ঞানি ভাবি চিন্তি সহজে আকুল ❋ কবি সে ডুবালু কাব্য সিন্ধু শব্দ মুক্তা ॥ বহু যত্ন করি কবি বান্ধি তোলে যুক্তা ❋ যোগ্য কর্ম্ম নিজ বৃত্তি জানে ভালে ভালে ॥ স্বর্ণরত্ন জারন না জানে পাটিয়ালে ❋ গুণবন্ত গুণজ্ঞাতা ছৈয়দ মহাম্মদ ॥ রাজ সৈন্য-মন্ত্রি হয় মহা বিদগদ ❋ হিন আলাওলে কহে তাহান আরতি ॥ রূপের বর্ণনা শুনি হরসিত মতি ❋ তান দানে শ্রোতি জলে তুষ্ট হৈয়া মন ॥ পবিত্র মুকুতা শব্দ

নিস্বরে সখন ❋ অঙ্গিকার ভাগ্য বলে স্বরচনা কবি ॥ ভাগ্য-বশ নিত্য যশ হউক চিরজীবি ❋

———❋০⊂⊃০❋———

❋ কন্যার সঙ্গে কুমারের কথোপ কথন ❋

রাগ দীর্ঘছন্দ ❋ আসি সহচরি সঙ্গে, দাণ্ডাইল মনোরঙ্গে; রাজনীতি করিলুং প্রণাম ॥ চাহিয়া আমার ভিতে, কহিলেক হরষিতে, কেনে কর অনুচিত কাম ❋ দেখিয়া চিনিল আমি, বড়হি মোহন্ত তুমি, বিশেষ অভ্যাগত গুরু-জন ॥ আমার নিকটে আইস, এই সিংহাসনে বৈস, কর যোগ্য সম্ভাসা পুজন ❋ অন্য কুল অভ্যাগত, না আসিছে তোমা মত, ছিরিমন্ত নৃপতি লক্ষণ ॥ পবিত্র ভুষণ বাস, ভালে ভাগ্য সুপ্রকাশ, দেখিয়া মোহিত মোর মন ❋ শুনিয়া কন্যার কথা, লাজে হই হেট মাথা, ভাবি চিন্তি দিনু পদ্রুত্তরেঁ ॥ চক্রাসনে বসিবার, শক্তি নাহি দেবতার, অভ্যা-গত কি সাহস ধরেঁ ❋ এত শুনি মুখচন্দ্র, বলে পাটে নাহি ইন্দ্র, সবে আছি ইন্দ্রি একাস্বরি ॥ ইন্দ্র শচী এক পাটে, বসিলে আনন্দ ঘটে, শীঘ্রে আইস ছল পরিহরি ❋ এত কহি কলাবতী, আদেশিল সখি প্রতি, অতিশয় প্রেম অনুরাগে ॥ শীঘ্র আসি সহচরি, আমার করেতে ধরি, বসাইল অর্দ্ধ পাট ভাগে ❋ অর্দ্ধ ভাগে বালা বসি, কহিল ঈষৎ হাসি, আজি ধন্য আমার জীবন ॥ চিরদিন পতি আশ, বিধি কৈল্ল সুপ্রকাশ ভাগ্যে পাইলুং তুমি হেন জন ❋ আমি আদি এথাবাসী, সকল তোমার দাসী, চিত্তে নভাবিয় অন্য ভাব ॥ মাত্র এক নিবেদন, আছয় আমার পন, রাখিলে অখণ্ড প্রেম লাভ ❋

শুনিয়া কহিল আমি, প্রাণের ঈশ্বরী তুমি, তুমি বিনে কি লক্ষ আমার॥ যেই বল মন্দ ভাল, আমি তোমা আজ্ঞা পাল, বেদ প্রায় মানিমু সুসার ❋ ছৈয়দ মহাম্মদ খান, সৈন্য-মন্ত্রি গুণবান, সত্য বাদী ধির সাধু ব্যক্তি॥ তাহান আরতি মনে, হীন আলাওলে ভনে, ভুবন ব্যাপিত শুভ কীর্ত্তি ❋

দোপদী ছন্দ ❋ পরিহারো কর যুড়ি বলে কন্যাবর দড় মনে নিবেদন করি যোড় কর ❋ তোমা পাই ইন্দ্রের ইন্দ্রানি সম হৈল॥ এত কালে আপনা সম্ভোগ যোগ্য পাইল ❋ তেকারণে মাগি আমি অখণ্ড পিরিত॥ এই বাক্যে তুমি আমি দোহানের হিত ❋ চুম্ব আলিঙ্গন আদি যত ভার্য্যা কেলি॥ দোহ মধ্যে হৈব নানা অবিরত মিলি ❋ রতিরস আমারে ক্ষেমিবা এক মাস॥ ত্রিস রাত্রি বহিলে পুরিব মন আশ ❋ রহিতে না পার যদি বিনে রতিরণ॥ মোর সখিগণ মাঝে যাকে লয় মন ❋ তাকে লৈয়া হরষিতে থাক ইচ্ছা পুরি॥ নবীন যৌবনী সব সুন্দরি চতুরি ❋ একে শান্ত না হইলে পাইবা অন্য জন॥ মোর সখিগণ মাঝে যাকে লাগে মন ❋ শুন কান্ত যেন শান্ত হয় তুয়া মন॥ সুখা শস্য পাইল যেন সুধা বরিষন ❋ কন্যা বাক্য সম্বোধিয়া নাম জিজ্ঞাসিল॥ নাজনী কন্যার নাম হাসিয়া কহিল ❋ রস আলাপনে নিশি রহিতে কিঞ্চিৎ॥ সহচরি প্রতি বালা করিল ইঙ্গিত ❋ নানাবিধ ভক্ষ দ্রব্য নাহি দেখি শুনি॥ রত্ন পাত্রে ভরি ভরি শীঘ্রে দিল আনি ❋ তিক্ত কসা কটু অম্ল লবন মধুর॥ শুরস ভোজন কৈল্ল নিজ প্রিয়াপুর ❋ ভাতি ভাতি খাঞ্চা আনি সুগন্ধি মাধুরি॥ নীলমনি মাণিক্য কোটরা

ভরি ভরি ❋ নানাবিধ সন্দেস নানান পাকওান ॥ কন্যা সঙ্গে একত্রে ভুঞ্জিলুং একস্থান ❋ সুতুল্য কমল স্বাদ বাছি মন সুখে ॥ পুনি২ কন্যা তুলি দিল মোর মুখে ❋ ইঙ্গিতে ভোজন বস্তু যত আইল লৈয়া ॥ আমি নাহি দেখি শুনি নরপতি হৈয়া ❋ ভক্ষ শেষে সুগন্ধি তাম্বুল আদি করি ॥ নিজ হস্তে দিলা মুখে আঞ্চল ভরি ভরি ❋ আমিও কন্যার মুখে দিল তুলি২ ॥ তাম্বুল পর্য্যন্ত দোহে অদলি বদলি ❋ ইঙ্গিতে আনিল তবে সচৌক বারুণি ॥ অতি চারুতর গন্ধ পুষ্প রস জিনি ❋ জার এক বিন্দু হন্তে যুগি হয় ভুগি ॥ মিত্র দরশন লোভে আত্মা ভাব ত্যাগি ❋ সখি কর হস্তে বালা লৈয়া অনুরাগে ॥ ভক্তি করি কলাবতী দিল মোর আগে ❋ অল্পে অল্পে প্রিতে দোহানের বাড়ে রস ॥ লাজ সৈন্য ভঙ্গ করি কামে কল্ল বস ❋ মোর অঙ্গে হেলিয়া পড়য় বারে বারে ॥ নানা ছলে দেয় হস্ত যুগ পয়ধরে ❋ পুরুষ পরশে অঙ্গ কাম বাড়ে অতি ॥ তবে নৃত্যকিরে আজ্ঞা কৈল্ল কলাবতী ❋ সুবেস রচিয়া আইল নৃত্যকারিগণ ॥ নানা যন্ত্রে নানা বাদ্য কৈল্য আলাপন❋তত্ত আর বিতত্ত সুস্বর ঘন নাদ পঞ্চ শব্দে এক মিলি করিল রসাদ ❋ বিজ্ঞে বুঝে অবিজ্ঞে না বুঝে এই ভাস ॥ তেঞিও পঞ্চ শব্দ কহি করিয়া প্রকাশ ❋ করিল নারামা আদ্যে তাশের বাজন ॥ তাহারে বলয় তত্ত জানিও কারণ ❋ মন্দিরা করতাল আদি যথ ধরে তাল ॥ তাহারে বিতত্ত বুলি বুঝ ভালে ভাল❋মুরুচা হুম হুমি আদ্য যত বাদ্যচর্ম্ম ॥ তাহারে বলয় ঘন এই বুঝ মর্ম্ম❋যত বাদ্য ফুকে বাহে বলয় সুসির ॥ মুখ শব্দ আন নবুঝয় সব ধির ❋ এই

মতে কহয় সংক্ষিপ্ত দামুদরে॥ সংক্ষিপ্ত দর্পণ মত কহি শুন তারে ❋ তত্ত আর বিতত্ত সুসির ঘন বুলি॥ এক শব্দ হৈল যদি চারি শব্দ মিলি ❋ তাকে লৈয়া পঞ্চ শব্দ বুলয় দর্পণে॥ দুই মত কহিলুম শুন মহা জনে ❋ প্রথমেত আয়ু যোশি শব্দ নিত্ত চালি॥ বায়ুক উরূপ কোটি রসয় সৰ্ম্মালি ❋ নানান সাধনা সাধি গকুট বিদেশী॥ বৈপতক্কে পরস্পারি আর দরবেশী ❋ বিষ্ণুপদ জয়দেব ধুরুপের ঝঙ্কারি॥ বিদ্যা পরি আদি রাও নানা বর্ণ ধারী ❋ সুর শব্দে বিরচিয়া নাচে সপ্ত তাল॥ হস্তক সৈষ্টব অঙ্গ ভঙ্গিমা রসাল ❋ আদি দ্রোপ তৰ্ত্ত মছ পরিমিষ্ট তালি॥ নিশাকর আর তাল রস করতালি ❋ যথা হস্ত তথা দৃষ্টি দৃষ্টি পাছে মন॥ যথা ভাব তথা লাভ রস আলাপন ❋ ভাল ভিম নরি গজ নিলা তুরঙ্গিনি॥ সিংহ মৃগ খঞ্জনি সপ্তমি গতি জিনি ❋ গীত মধ্যে পলুস্বরু নাচি মহা সুখে॥ যতেক সাধনা নৃত্য শুন একে২ ❋ নারাইঙ্গ লুগান পাক শিস্ফল অতাল॥ হুর মইসুর মুখ বিমুখ নাচে ভাল ❋ হুরউকে ত্রিপ আদি মুরচ জমুরু॥ কুম্ভকার চক্রাকৃতি বিরোগ টৌশরু ❋ দুপে ছিপি মুখ সুন্য কলি ডুবি স্থলে॥ শুসাড়ার দিচ রথে টনর প্রবলে ❋ তিন ভাব স্থাঞী আর সঞ্চারি প্রতিক॥ যেই ভাসে যেই তাল নাচয় খানিক ❋ বিচারিয়া কহোঁ নৃত্য ভাবের লক্ষণ॥ অজ্ঞানি পাইতে পন্থ জ্ঞানি হৃষ্ট মন ❋ প্রথমে আসিয়া যেই অদ্ভুত দর্শায়॥ কিবা নৃত্যে অর্থে সেই মতে নির্ব্বাহায় ❋ তাহারে সার্থিক ভাব বলে শাস্ত্ররিত॥ বিনি ভাব কথা কহোঁ শুন দিয়া চিত ❋ সেই ভাব আসি যার

কয়ে উপকার॥ শোভা দিয়া যত পুনি করিয়া সঞ্চার ❋ তাহারে সঞ্চারি বলে ব্যভিচারি আর॥ সার্থিক ভাবের কথা শুনহ প্রচার ❋ অর্থে নৃত্য ভাব গুণ সার্থ উপর্জ্জয়॥ সেই সার্থ নিবর্ত্তিলে সার্থিক বলয় ❋ এবে শুন যেই ভাবে যেই যেই রস॥ বুঝিলে সুসম হয় না বুঝে কর্কশ ❋ রতি ইচ্ছা ভাবে ক্রোধে উৎকণ্ঠ হৃদয়॥ সুখ শান্তি হাস্য আর উৎপাত করয় ❋ এই নব রস স্থায়ী ভাবের লক্ষণ॥ সার্থিক ভাবের কথা শুন দিয়া মন ❋ স্বঃরঙ্গে রোমঞ্চে বৈবর্ণ কর্ম্ম স্তম্ভ॥ মনের মানস পুরে ধরি কুচকুম্ভ ❋ বিরহিনী ছন্দে দর্শাইল দশদশা॥বাখানিয়া কহেঁা যেন পুরে মন আশা❋আদ্য অভি-লাষ দুই চিন্তা ত্রিয় শ্রুতি॥ চতুর্থে কহয় নিজ মিত্র গুণ-কৃতি ❋ পঞ্চমে উৎগার হয় ষষ্ঠমে বিলাপ॥ সপ্তমে উন্মাদ অষ্টে ব্যাধির সন্তাপ ❋ নবমে জ্বরতা মৃত্যু জানিও দশমে॥ বিরহের দশাবস্থা বুঝহ সুসমে❋সৈষ্টব হস্তক কার সঞ্চোতা সঞ্চোত॥ বিজুলী ছটক প্রায় গতি অদ্ভুত❋ভুমি না পরশে মনে হেন অনুমানি॥ সুন্য পরে ফিরে যেন কৈতর গৃধিনী ❋ গীত নৃত্যে মজিল শ্রবণ আঁখি মন॥ পাসরিল সুধা-সিন্ধু ডুবিল আপন ❋ নৃত্য ভাব রসে ভুলি ধরি মোর ভুজে॥ প্রবেশ করিল বালা নৃত্যকি সমাজে ❋ রস-সিন্ধু গীতে তালে যন্ত্রে লহরিত॥ দোহ মিলি ভাবে ভুলি তালে বিল-লিত ❋ উপর্জ্জি সার্থিক ভাব ঘন অশ্রুপাত॥ নৃত্য গীতে ভোর চিত্ত পুলকিত গাত ❋ সম্বরিতে না পারি যুড়িল রতিকলা॥ তারক সমাজে যেন চমকে চপলা ❋ সেই রস সিন্ধুয়ে ডুবিতে নাই সৈক্ষ॥ যদি না হইত বহু কুচ কুম্ভ

লৈক্ষ ❋ বেষ্টিত রুহিনী কুল নক্ষত্র সংহতি॥ তুরগণ মধ্যে আসি হৈল নিশাপতি ❋ সচি সঙ্গে ইন্দ্র যেন বিদ্যাধরি মেলে॥ শ্রমযুক্ত হইলে বিশ্রাম মোর কোলে ❋ মদে মত্ত শ্রমযুক্ত আবেসিত হৈয়া॥ বৈক্ষেং আরোপয় লজ্জা বিসর্জ্জিয়া ❋ ভুজে ভিড়ি করে কুচে গাঢ় আলিঙ্গন॥ নয়ান বয়ানে করে সঘন চুম্বন ❋ করে কর ধরি আনে আপনা সম্পাস॥ কাহার ভূজেত গ্রহি হাস পরিহাস ❋ কাহারে তাম্বুল দান করেঁ। মুখে মুখে॥ চতুশ্রম করে লই দেয় কার বুকে ❋ এই মতে রস সিন্ধু পুর্ণ লহরিত॥ ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে ক্ষণেক ঘুর্ণিত ❋ প্রতি অঙ্গ তালের উপরে আছে ভার॥ ভ্রমেতে না হয় ভ্রম কি বলিব আর ❋ সুসৈষ্টব কর পদ অঙ্গের দোলনী॥ মুনিকুল মনাকুল সুশ্বর বোলনী ❋ রস ক্রিয়া মধ্যে ভঙ্গ নহে গীত তাল॥ ধন্য রসবতী ধন্য রসময় লাল ❋ ধন্য সৈন্য মন্ত্রি সৈদ মহাম্মদ খান॥ যার আজ্ঞা হেতু হেন কবিত্ব নির্ম্মাণ ❋ গুণের আশ্রিত জয় সংসার পুর্নিত॥ শক্র চিত হিতাহিত আনন্দিত মিত ❋ তাহান আরতি হীন আলাওলে ভনে॥ সর্ব্বত্রে বিজয় বিধি করোক কল্যাণে ❋

❋ প্রথম রাত্রে নাজনী কন্যার সঙ্গে মিলন ❋

গীত দক্ষিণ শ্রীরাগ ❋ নাচেত নায়রী কুল সুনায়রী মাঝে॥ দ্রিতি নাতি মিতা, তা তা দ্রিমি কিনাতা, ঝন্ কন্ কন্ ঝিট, বিটবিট ঝিটকিট, বাজে পাকোয়াজে ❋ ঠনঠন রসাল মন্দিরা ডুম্বুরু কলিকা, তিগুদিগতে থৈউপাঙ্গ,কর্ত্তাল ঝক ঝাজে॥ ঝর ঝর ঘাগর নপুর, অপস্ত্র পদতালি ঝাগর,

ঋাগর, লাগর রোয়াজে ❋ করে কর কর ভুজে ধরিয়া নাগর রাজে, তোষয় অঙ্গনা কুল হাস্য রস দানে ॥ ডুবি নয়ান বয়ান করে, চুম্বয় রসিক বরে, করে কুচ চিবুক গ্রহি অধর পানে ❋ অধিক আবেশ ভোরে, বিরাম রমণী ক্রোড়ে মিশ্রিত জরজ ওরে, প্রেম বিভুলিত ॥ ডুবিত রস সাগরে, কুচকুম্ভ গ্রহি করে, মজিত গীত ভাব কুণ্ডলি ঘুর্ণিত ❋ নাহি আপ্ত পর জ্ঞান, এক কায়া এক প্রাণ, এক ভাব দড় হৈলে মনোরথ সিদ্ধ ॥ সৈদ মহম্মদ খান, সঙ্গীত সুরস জান, আলা-ওল আশিসে প্রসন্ন হউক বিধি ❋

দোপাদী ছন্দ ॥ রাগ ধানসী ❋ নৃত্য গীতে রজনী হইল দুই জাম ॥ নানা ভোগ ভুঞ্জিতে প্রবল হৈল কাম ❋ নৃত্য সাঙ্গ করি বালা ধরি মোর করে ॥ প্রবেশ করিল রত্ন গৃহের অন্তরে ❋ রত্নময় খাটেত কোমল শয্যা তুলি ॥ শয়ন করিল দোহ বক্ষে বক্ষ মিলি ❋ রত্ন জ্যোতে কুটীর উজ্জ্বল দপদপ ॥ বিচিত্র উহার উর্দ্ধে দিব্য চন্দ্রাতপ ❋ নিয়মিত সেবাতে রহিল সখিগণ ॥ হস্ত পদ চিপে কেহ চামর ব্যাজন কর্পুর তাম্বুল কেহ তুলি দেয় মুখে ॥ ডুবিল দম্পতি রসময় সিন্ধু সুখে ❋ দুহ মধ্যে কেলি কলা দেখি সুরচির ॥ সময় বুঝিয়া সখি হইল বাহির ❋ উরু রাজে চতুর্ভুজে ভিড়ি আলিঙ্গন ॥ আঁখি মুখে অতি সুখে সঘন চুম্বন ❋ ক্ষেণে ক্ষেণে অধরে অমিয়া রস পান ॥ অদলি বদলি পদ্ম মুখ চুম্ব দান ❋ পালটে শয়ন ইচ্ছা হয় যেই ক্ষণে ॥ মোরে বামে রাখি বালা শুতয় দক্ষিণে ❋ বৈক্ষের উপর দিয়া অন্য ভিতে যায় ক্ষণে উরে তুলি মোরে ধরিয়া ফিরায় ❋ হত লজ্জা সুখ

শয্যা হৈল দরমরি॥ মুখে মুখে বুকে বুকে দোহে গড়াগড়ি ❀ ক্ষণেং বৈভব বিশ্রাম ক্ষণেং॥ দুই মল্ল উলটে পলটে কাম রণে ❀ রসেত বিভোর হৈয়া রচিতে শৃঙ্গার॥ বচন পুরাই বালা করয় নিবার ❀ অতিশয় মত্ত ভাব দেখিয়া আমারে॥ মনোহরি সহচরি ডাকিয়া গোচরে ❀ বলিল যাহারে ইচ্ছা তার পাসে যাও॥ কামকলা মনোরথ সত্বরে পুরাও ❀ একে শান্ত নহ যদি অন্য পাসে যাইও॥ সকল তোমার দাসী ভিন্ন না ভাবিও ❀ স্থানে স্থানে তপ্ত জল সিন্ধু জল কুণ্ড॥ রতি শেষে তাতে পাখালিও অঙ্গমুণ্ড ❀ স্থানেং দিব্যং ঘাট সুকোমল॥ যথা ইচ্ছা তথা যাইও পবন শীতল ❀ নানা ভাতি পরিপুর্ণ পরিমল পুর্ণ॥ মনোরথ পুরিও তরল মন সুন্য ❀ বহুতর মিষ্ট দ্রব্য আছে পাকোয়ান॥ ইচ্ছা হৈলে ভুঞ্জিও হইয়া সাবধান ❀ যদি চাহ গৃহে রহ নতুবা উদ্যানে মিষ্ট ফল সিন্ধু জল আছে স্থানেং ❀ আমি সবে দিবসে রহিতে নারি এথা॥ একাশ্বর বলি মনে না ভাবিও বেথা ❀ নানা পক্ষী সুরব সৌরভ রঙ্গ ফল॥ দেখি শুনি রহ এথা না হৈও বিকল ❀ সন্ধ্যাকালে আসি পুনি দরশন দিব॥ ত্রিশ রাত্রি রহি সুখে রজনী বঞ্চিব ❀ কন্যার বচনে মন হরষিত হৈয়া॥ বিরলে প্রবেশ কৈলুং এক সখি লৈয়া❀বিচিত্র কুসুম্ব শয্যা অতি সুকোমল॥ সুগন্ধি পুরিত রত্ন জড়িত উজ্জ্বল ❀ তার মাঝে সমাধিয়া কেলি রতি রঙ্গ॥ তপ্ত জলে লামি দোহে পাখালিয়া অঙ্গ ❀ দিব্য সুরা ভুঞ্জাইল নানা উপহার কাম যুদ্ধ আরতি দেখিয়া পুনর্ব্বার ❀ বলিল আমারে ক্ষমা কর বিদগদ॥ অন্য কুসুমেতে গিয়া হও ষট পদ ❀ তবে

আমি শীঘ্রগামি গেল অন্য পাস॥ নানা ভাতি সুখ পাত্তি করিলুং বিলাস ❋ এই মতে তিন সখি সঙ্গে কলাবতি॥ বিপ-রীত উচিত ভুঞ্জিল নানা ভাতি ❋ ক্ষণে জলে ক্ষণে স্থলে পুরাইলুং কাম॥ এই মতে রজনী বঞ্চিলুং অবিশ্রাম ❋ নিশি শেষ কালে পুনি আইনু কন্যা পাসে॥ গলে ধরি বহু সম্ভা-সিল মিষ্ট ভাষে ❋ প্রকাশ না হৈতে রবি কিরণের ছটা॥ মন্দ জ্যোতে শ্বেত সব কিন্তু আছে গোটা ❋ দিব্য আভরণ বস্ত্র সুগন্ধি সহিত॥ ইঙ্গিতে আনিয়া দিলা আমার বিদিত ❋ নানা বস্ত্র সুগন্ধি পরিতে সুবসন॥ ফিরি চাহি গৃহ মাঝে নাহি একজন ❋ প্রাতঃকালে দেখিয়া অরুণ আদি রূপ॥ তারক সহিতে চন্দ্র হইল আলুপ ❋ কন্যার বিচ্ছেদে মন হইল উদাস॥ চিত্ত স্থির কৈলুং স্মরি নিশির আশ্বাস ❋ সেই ঘরে একাস্বরি সুতিয়া রহিনু॥ দুই জাম বেলা সম তন্দ্রাতে আছিনু ❋ নিদ্রা ভঙ্গে মুখ পাখালিয়া শুদ্ধ জলে॥ উদ্যানে বসিলুং গিয়া বৃক্ষ ছায়া তলে ❋ নানাবিধ সুফল ভুঞ্জিয়া মন ইচ্ছায়॥ নানা পুষ্প সুগন্ধি মধুর পক্ষী রায় ❋ পবিত্র ঝরনা জলে নানা ভাতি মীন॥ দেখি শুনি দুঃখ সুখে গোঁয়াইনু দিন ❋ পক্ষীর সুরবে আর পুষ্পের সৌরভে॥ অবিরত অন্ত-র্গত জাগে মনুভবে ❋ কেলি সুখে তিল এক বঞ্চিনু রজনী॥ চারি জাম দিবস চতুর যুগ পানী ❋ প্রিতি সুখে অতি দুঃখ অধিক অন্তরে॥ অনুক্ষণ রূপ ধ্যান চিত্তের মুকুরে ❋ অতি কষ্টে হৈল যদি আলুপ তপন॥ পুনি বহি গেল সেই সুগন্ধি পবন ❋ তার পৃষ্ঠে এক বৃষ্টি যেন পুষ্প রস॥ হৈল ক্ষিতি বনষ্পতি শুগন্ধির বস ❋ পুনি রত্ন দিপ করে আইল সখিগণ

সেই মতে স্থাপিল রত্নের সিংহাসন ❋ ত্রৈলোক্য মোহিনী কন্যা বসিলেক পাটে॥ সম্ভাসিতে আইল সখি আমার নিকটে ❋ অত্যাদরে নিল মোরে কন্যার সম্মুখে॥ পাট হন্তে নামি লাগাইল বক্ষে২ ❋ গাঢ় আলিঙ্গন দিয়া প্রেম অনুরাগে বসাইল করে ধরি পাট অর্দ্ধ ভাগে ❋ পুর্ব্ব মত ভক্ষণ সম্ভাসা সেই রীত॥ সেই মত সুরাপান কেলি নৃত্য গীত ❋ সেই মত শয্যা শুখ ভার্য্যা কেলি রস॥ সখি সঙ্গে কেলি কলা মদনের বস ❋ সেই মত ভক্ষ জল দ্রব্য শুখ স্নান॥ সেই মত শুগন্ধি বসন পরিধান ❋ তিন দিন সখি যদি হাঙ্কারি আনিল॥ পীরিতি গঞ্জনে কন্যা হাসিয়া কহিল ❋ অদ্যাপিহ ভিন্ন ভাব আছে তোমা মনে॥ কি লাগিয়া শীঘ্র আসি না বৈস আসনে যাবতে তোমারে সখি ডাকি আনে এথা॥ একাশ্বরী পাটে বসি মনে পাই বেথা ❋ কন্যার বচন শুনি হৈলে সন্ধ্যাকাল উদ্যান তেজিয়া আসি পুরিতে তৎকাল ❋ এক রাত্রি পুছিনু কন্যাতে সত্য ভাও॥ প্রাতঃকালে তুমি সদা কোথা চলি যাও ❋ কহিলেক ত্রিশ রাত্রি গেলে সত্য ভাবে॥ রতি শুখ আদি সব মর্ম্ম পাইবা তবে ❋ নানা সখি সঙ্গে বাঞ্ছা পুরি চতুর জাম॥ নিত্য২ মোর চিত্ত ব্যাপে ধিক কাম ❋ এই মতে উনত্রিস নিশি হৈল শেষ॥ ত্রিস নিশি যদি আসি করিল প্রবেশ ❋ সেই দিন হৈল মন বহুল উদাস॥ আঁখি মুদি চাহি যদি দেখি নিজ পাস ❋ কন্যা ভাবে অধিক হৃদয় উচাটন সখির সঙ্গম শুখে সান্ত নহে মন ❋ মনে ভাবি প্রতিনিতি বচনে ভাণ্ডায়॥ অমৃতেত ঘ্রাণ দিয়া মধু সে পিয়ায় ❋ আজি চন্দ্র নিশি ত্রিস দিন বহি গেল॥ বাহির না হৈল মোর

অন্তরের শেল ❋ মুকুতা তেজিয়া কাচ পৈরয় অধির ॥ গঙ্গা জলে লামিয়া ভক্ষএ কুপ নীর❋ ত্রিস রাত্রি প্রলাপে ভাণ্ডায় অনুদিন ॥ কিছু নাহি বুঝি তার শুভাশুভ চিন ❋ মনের মরম কিছু ভাঙ্গিয়া না কয় ॥ এক মাস বহি গেল না জানি কি হয় এতেক পিরীতি ভাবে না পুরে আরতি ॥ পর চিত্ত অন্ধকার নাহি বুঝি মতি ❋ ছলে বলে রতি রসে কৈল্লে নিজ বস ॥ তবে সে পশ্চাতে কিছু না হৈব কর্কশ ❋ যেন তেন মতে আজি নিজ বাঞ্ছা পুরোঁ ॥ তদান্তরে ভাগ্য বসে কিবা জিওঁ মরোঁ ❋ এই মত ভাবিয়া দিবস গোয়াইলুম ॥ সন্ধ্যাকালে আসিয়া পুরিতে প্রবেশিলুম ❋ পুরি মধ্যে নৃত্য গীত শুখ ভোগ রস ॥ ধিক রঙ্গে চিত্তানন্দে ধিক কৈল্ল বশ ❋ অঙ্গে অঙ্গ লাগি ভঙ্গ হয় ধর্ম্ম লজ্জা ॥ মত্ত হৈয়া কন্যা লৈয়া গেলুং শুখ শয্যা ❋ কন্যাকে কহিলুম পরার্থিয়া বারে বারে ॥ আজি চন্দ্রোদয় বাঞ্ছা পুরাও আমারে ❋ অতি মত্ত ভাব মোর দেখি কলাবতি ॥ আলিঙ্গিয়া কহিল শুনহ প্রাণ-পতি ❋

——❋০⊂⊃০❋——

❋ কন্যা কুমারকে ঠেলিয়া ফেলিয়া ❋

❋ দিবার বিবরণ ❋

❋ ত্রিপদী ছন্দ—রাগ ভাটিয়াল ❋

কন্যাবাচ ❋ শুন শুন প্রান নাথ, যোড় করি যুগ হাত, চিত্তে রাখ মোর নিবেদন ॥ পুর্ব্ব সত্য বচাদান, না করিয়া অবধান, কি লাগি অসান্ত কর মন ❋ ত্রিশ রাত্রি নিয়মিত, এক রাত্রি বিবর্জ্জিত, হৈব নানা কেলি কুতুহল ❋

প্রতি নিশি হৈতে ভোর, রাখহ বচন মোর, আজি কেন অধিক চঞ্চল ❋

নৃপবাচ ❋ শুন শুন প্রাণপ্রিয়া, বিনা এক রতি ক্রিয়া, অন্য সুখে না পুরে আরতি ॥ লইলে পদার্থ ঘ্রাণ নহে তৃপ্তি সান্ত মান, বিনি ভৈক্ষে নাহিক পিরিতি ❋ তুমি রস কলাবতি, রশিক নাগর মতি, ভাবি দেখ কেমন যুয়ায় ॥ অগ্র রস মিষ্ট লগ্ন, অন্তরে না হৈল মগ্ন, কল্যানে অধিক স্বাদ পায় ❋

কন্যাবাচ ❋ সত্য বিদগদ তুমি, রশিক নাগর স্বামি, কিন্তু সত্য সভার পুরিত ॥ অল্প কল্যান ঘ্রাণ, পাছে আছে ধিক পান, আজি ক্ষেমা কর সুচরিত ❋ সুপুরুষ সাধু-সদ, সর্ব্ব কলা বিদগদ, সত্য ছল জ্ঞাতা সুদ্ধ পটু ॥ এক মিল যোগ তন্ত্র, হৈলে বাজে সুদ্ধ যন্ত্র, নহেত শ্রবণে লাগে কটু ❋

নৃপবাচ ❋ তেঞি অমিলতা হেরি, মিল হেতু যত্ন করি, মিল মাত্র সর্ব্ব রস গোড়া ॥ যন্ত্রি হৈলে সুশিক্ষিত, নবাজিলে শুললিত, মিল করে দিয়া কর্ণ মোড়া ❋ দারুন মদন স্বর, ব্রহ্ম হর পুরন্দর, তিলেকে মোহিল ধর্ম্ম নাশি ॥ মনুষ্য কোমল তনু, প্রচণ্ড কুশুম্ব ধনু, গল শব্দ যোগ ধিক নিশি ❋

কন্যাবাচ ❋ আজি যদি কর ক্ষমা, অখণ্ড পাইবা আমা, এক নিশি বিরষ না হও ॥ কাম নিবারণ করি, সখি-কুল শুলধরি, কি করিব মদন দুর্জ্জয় ❋ দুঃখ সহি পাইলে রত্ন, বহুল গৌরব যত্ন, শীঘ্রগতি নাহি ধিক ফল ॥ শুখের অবধি কাছে, চিরগত অল্প আছে, কালি রতিকলা শুমঙ্গল

নৃপবাচ ❋ অতি তৃষ্ণাকুলি হৈয়া, গঙ্গাজলে ডুব দিয়া, পামর সে পিয়ে কুপ নীর ॥ আজি হৈলে প্রাণ বলি, কে ভুঞ্জিব কালি কেলি, অতি দুঃখে হয় ধিরাধির ❋

কন্যাবাচ ❋ আমার যতেক সখি, মৃগ আঁখি চন্দ্রমুখি, দেবারাধি কেবা পায় দেখা ॥ বিনা যত্নে রত্ন পাইয়া, না হয় সন্তোষ হিয়া, নবুঝি কি আছে কর্ম্ম লেখা ❋

নৃপবাচ ❋ দিয়া যে অমৃত ঘ্রাণ, নিত্য কর মধু পান, অনুচিত চাহ মনে ভাবি ॥ আপে করি কৃপিনতা, মনে দেও ধিক বেথা, মধু পানে নহে চিরজীবি ❋ এমত বচন জালে, অর্দ্ধ নিশি গেল ভালে, অশ্রুমুখি বলিল বচন ॥ তুমি হেন গুণনিধি, পাই বিড়ম্বিল বিধি, ঈশ্বরের কর্ম্ম নিয়োজন ❋ তথাপি মগদ চিত, নবুঝিয়া কার্য্য রিত, অতি মত্তে বিভোর হৈলুম ॥ পাইয়া অমুল্য রত্ন, তিল না করিলুং যত্ন, প্রভুর অস্তুত না করিলুম ❋ অধিক চপল দেখি, বলে তিল মুদ আঁখি, খসাই বসন অভরন ॥ নয়ন মদিলুং জবে, ঠেলিয়া ফেলিল তবে, বলিলেক প্রকাশো লোচন ❋ আঁখি প্রকাশিলুং জবে, আপনাকে দেখি তবে, বৃক্ষতলে আগলা উপর ॥ কোথা গেল চন্দ্র তারা, রত্ন পুরি মনোহরা, অন্ধকার ঘোর একাস্বর ❋ কপালে হানিয়া কর, কান্দি রবে উচ্চস্বর, হৈতে আমি জীবন নৈরাশ ॥ হেনকালে সেই ইষ্ট, যে পন্থ দর্শাইল নিষ্ঠ, শীঘ্রে আইল আমার সম্পাস ❋ বলে কেনে কান্দ স্বামী, বহু বাধা কৈলাম আমি, নমানিয়া গেলা মহাশয় দেখিলা আপনা আঁখি, পাইলা কর্ম্মের সাক্ষী, কহিলে কি হইব প্রত্যয় ❋ কহিলে সহস্র বার, প্রত্যয় না হৈব তার,

যে কিছু দেখিলা নিজ আঁখি ॥ অনুশোচে নাহি কাজ, স্থানে চল মহারাজ, স্যাম ভুষনের এই সাক্ষী ❋ তবে তার করে ধরি, কহিলুং মিনতি করি, মোর বুদ্ধি বল হৈল নাশ ॥ মনে কৃপা থাকে যদি, না হৈও আমার বদি, শীঘ্রে আনি দেও স্যাম বাস ❋ তবে আনি স্যাম বাস, দিয়া পুরাইল আশ, রাজান্তরে হইল শ্যামল ॥ চলি আইলুং নিজ দেশে, কহিলুং তোমার পাসে, মোর কর্ম্ম নিয়োজিত ফল ❋ কৃপাময় হৈয়া কষ্ট, হেন শুখ হৈল ভ্রষ্ট, এ ছার জীবনে কোন সুখ ॥ মৃত্যু ধিক এই তাপ, আত্মহত্যা মহা পাপ, তেকারণে হয় এত দুখ ❋ অতি মন্দ চপলতা, কার্য্য নাশে যথা তথা, ক্ষমা ধৈর্য্য সম নহে নিধী ॥ সত্য ধর্ম্ম ক্ষেমা রত্ন, রাখিও করিয়া যত্ন, যুগে যুগে সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি ❋ আমি নৃপ শ্যামবাসী, নব-জল-ধর রাশি, শান্ত নহে চিত্তের হুতাস ॥ আহা শব্দ বজ্রাঘাত, ঘন বৃষ্টি অশ্রুপাত, সবে মাত্র জীবন প্রকাশ ❋ এই বাক্য প্রকাশিয়া, মনে গুপ্ত না রাখিয়া, যদি মোরে কহিল ঈশ্বর ॥ তান অনুমানী আমি, হইল বসন স্বামী, কান্দিয়া গোঁয়াই নিরান্তর ❋ সাহা সেকান্দর সনে, আমি অন্ধকার বনে, প্রবেশিল জীব জীব আশে ॥ তারে বলি সুদ্ধ ভাব, কিবা অপচয় লাভ, ঈশ্বরের অনুরূপ দাশে ❋ সর্ব্ব বর্ণে জিনি কালা তার সম নাহি ভালা, স্যাম কেশ যৌবন সুন্দর ॥ আঁখির পোতলি স্যাম, স্যামল ভ্রমরা নাম, সৈল মুল্য পুষ্প মধুকর স্যাম পয়ধর মুখ, জগত জীবন সুখ, চন্দ্র মাঝে সোভিছে স্যামল ॥ মজিতে মজিতে শশি, হয় যেন দিব্য রাশি, সর্ব্বসুখ করয় উজ্জল ❋ যত বস্তু দেখে ভালা, অবশেষে হৈব কালা

তেকারণে কালা অনুপাম ॥ যদি হিন্দুস্থান রাণী, কহিলেক এ কাহিনী, অত্যন্ত হরিস বাহরাম ❋ বহুবিধ প্রসংসিয়া, বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া, ভুজে ভিণ্ডী করিলা শয়ন ॥ কহিলুং অকথ্য কথা, যেন মতে গ্রন্থ গাঁথা, ক্ষেমিও পণ্ডিত গুণীগণ ❋ ছৈয়দ মহাম্মদ খান, সৈন্য মন্ত্রি গুণবান, মহিপুর সুকীর্ত্তি প্রকাশ ॥ দানি মানি গুণ জ্ঞানি, নানা শাস্ত্র অনুমানি, পুর্ণ কর্ত্তা গুণবন্ত আশ ❋ তস্যারতি পুজ্যমান, হীন আলাওলে ভান, আয়ু যশ ভাগ্য হৌক বৃদ্ধি ॥ পাত্র মিত্র গৃহ বাস, মিত্র বৃদ্ধি শত্রু নাশ, মনের মানস হৌক সিদ্ধি ❋ এই পরস্তাব শুনি, আজ্ঞা কল্ল গুণমনি, আদি অন্তে পুস্তক রচনে ॥ আলাওল আজ্ঞা পাল, রচি বাক্য সু-রসাল, বিজয় আদর কৃপা দানে ❋

———❋০—০❋———

## ❋ রবিবারের প্রসঙ্গ ❋

### ❋ এরাকি নৃপের বিবরণ আদি ❋

দোপদী ছন্দ রাগ ❋ নিজ বারে প্রভাতে প্রচণ্ড দিবাকর ॥ উরি ভঙ্গ করিলা সসৈন্য সহোদর ❋ রবি অধিষ্ঠান টঙ্গি পিত বর্ণ ধরে ॥ পীত বাস পরিয়া চলিলা সেই ঘরে ❋ জর্কসি বাদলা আর দামাস্কে খোতনি ॥ পরিয়া চলিল বাহরাম গুণমনি ❋ শিরেতে সুবর্ণ তাজ উজ্জ্বল কিরণ ॥ বিধর্ম্ম গ্রাসিল সুরে অপুর্ব্ব কথন ❋ সেই গৃহবাসী রুমি নৃপতি নন্দিনী ॥ রূপে গুণে অলঙ্কৃত নামে হুমায়ুনি ❋ শত সংখ্যা সখি সঙ্গে পরি পীত বাশ ॥ তারক মণ্ডলে যেন রুহিণী প্রকাশ ❋ পুর্ণ রত্ন মাঝে অলঙ্কত কুটা মণি ॥

ঝলকে অরুণ কিবা প্রভা সৌদামিনী ❋ সুললিত নৃত্য গীত কিবা শব্দ চালি ॥ নানা রঙ্গে অঙ্গে ভঙ্গে নাচে নৃত্যকালি ❋ নৃপতি আসিব ভাবে হৈয়া হৃষ্টমান॥গৃহের সীমায় আসি হৈল আগুয়ান ❋ হেনকালে বাহরাম তথা উপস্থিত ॥ হেরি পতি সতী মতি উল্লাসিত চিত ❋ আড় আঁখি বঙ্ক দৃষ্টি ভুরু মোড়াইয়া ॥ দাণ্ডাইল বাম পার্শ্বে ভুমে চুম্ব দিয়া ❋ সেই লক্ষে ছিদ্র পাই বিজয় অতনু ॥ যুড়িল কটাক্ষ বাণ ধরি ভাণ্ড ধনু ❋ অনেক অব্যর্থ বাণে ভেদিল মরম ॥ রতি ভাবে হৈল নৃপ আপনা ভরম ❋ আত্মা নাশ মিত্র সার দাড়াইল মুক্তি ॥ যোগী ভোগী এই ভাবে তরনের উক্তি ❋ মোহিত হইতে নৃপ কলা বিজ্ঞ বালা ॥ নৃপ পাশে আইল যেন চমকে চপলা দরিদ্রের হস্তে যেন বহু মুল্য নিধি॥প্রসন্ন হইয়া শীঘ্রে মিলা-ইল বিধি ❋ গলে ধরি গাঢ় আলিঙ্গিয়া নরনাথে ॥ আঁখি মুখে চুম্বিয়া ধরিল শীঘ্র হাতে ❋ উৎসব আনন্দে রাজা গৃহে প্রবেশিল ॥ কন্যা সঙ্গে কেলি রঙ্গে পাটেত বসিল ❋ সুখে ভোগে কেলি রসে দিন অবশেষ॥ প্রকাশিল তারাগণ আলুপ দীনেশ ❋ সম্পুর্ণ ভোজন রতি শেষে নরপতি ॥ শয়ন সময় আদেশিলা কন্যা প্রতি ❋ কহ গুণবতি এক দিব্য উপকথা ॥ উপর্জ্জাও আনন্দ খণ্ডাও মন বেথা ❋ রাজার আরতি শুনি রুম রাজবালা ॥ প্রকাশিল বচন রসদ চারুকলা ❋ চিরজীবি হও রাজা শত্রু হোক নাশ ॥ রহোক অখণ্ড যশ জগতে প্রকাশ ❋ যেই শিরে না করে তোমারে দণ্ডবৎ ॥ সগর্ব্ভে তাহার হোক শীঘ্র মুণ্ড পাত ❋ মোহন্ত শ্রবণ যোগ্য না জানি কথন ॥ ঈশ্বর বচন নারি করিতে লংঘন ❋

তেকারণে নিবেদিমু কথা অনুমত ॥ ঈশ্বর আজ্ঞায় যুক্ত হয়ে অনুগত ❋

রাগ দোপদী ছন্দ ❋ এরাক দেশেতে ছিল এক মহীপাল ॥ তার আজ্ঞাপাল ছিল সব পুর্ব্বকাল ❋ অতুল সম্পদ সৈন্য ছিল নৃপবর ॥ রাজাগণে আসিয়া দ্বারেত দিত কর ❋ নানা বিদ্যা পারগ বহুল সুখ ভোগ ॥ পাটে মাত্র মহা দেবী না ছিল সংযোগ ❋ কহিল জ্যোতিষে গনি রাসি গ্রহ ভাবি ॥ পাটেশ্বরী বিহুনে রহিব চিরজীবি ❋ মুখ্য মহাদেবী যদি থাকে রাজপাটে ॥ ছত্র ভঙ্গ অপ্পায়ু তুরিত আসি ঘটে আপনি হইয়া বিজ্ঞ চাহিল গণিয়া ॥ বিনি দেবী রাজ্য পালে এ মর্ম্ম জানিয়া ❋ কতকাল এমতে বঞ্চিল একাশ্বর ॥ সধর্ম্ম যৌবন হৈল মদন প্রখর ❋ অতি তীক্ষ্ণ কাম শর সহিতে না পারি ॥ কিনয় সহস্র সংখ্যা পরম সুন্দরী ❋ নিশি দিশি রাজ সেবা করয় কর্কশ ॥ দাসীবৎ থাকিয়া ভুঞ্জয় সুখ রস ❋ রূপ রস সেবা বশ হইল নৃপতি ॥ দৈবগতি আপনারে হইয়া বিস্মৃতি ❋ পাটেশ্বরী ভাব ধরি মনে করি গর্ব্ব ॥ দিনে দিনে সেবা হীনে নাশে দর্প সর্ব্ব ❋ ক্রোধে অতি নরপতি অগ্নিসম হয় ॥ অতি দুঃখে প্রাণী রাখে নারী বধ ভয় ❋ তবে তারে আপনার গৃহে না রাখিয়া ॥ যথা তথা বেচএ উচিত মুল্য লৈয়া ❋ এই মতে বহু দাসী বেচিল নৃপতি ॥ কিঙ্কর বিক্রিত হৈল রাজার অখ্যাতি ❋ যারে কৃপা করে সেই হয় গর্ভধারী পুনি বেচে মন দুঃখ সহিতে না পারি ❋ বারে বারে একাশ্বর পাটেত গোঁয়ায় ॥ মনের মানস যোগ্য রমণী না পায় ❋ সেবা হেতু আছয় যতেক নারীগণ ॥ চলাচল হয় বিনু মুখ্য

একজন ❋ চিত্তারতি অনুরূপ না পাইয়া ভাল॥ একাশ্বর পাটেত বঞ্চয় কত কাল ❋ একদিন মনুষ্য বিক্রেতা বণিজ্যার চীন দেশ হন্তে আইল এরাক মাঝার ❋ শত সংখ্যা সুন্দরী আনিল মনোরমা॥ তাহে এক কন্যা যেন তারক চন্দ্রিমা ❋ মৃগমদ সৌরভ সঘন কেশ-ভার॥ নয়ান পুষ্টিকা নব ময়ঙ্ক আকার ❋ কন্দর্প কুণ্ডল ভুরু নীলোৎপল আঁখি॥ কটাক্ষে ভুবন মোহে কর্ণ গৃধ পাখি ❋ খগ চঞ্চু জিত নাসা বান্দুলি অধর॥ সুপাকা দাড়িম্ব বীজ দর্শন সুন্দর ❋ কনক মুকুর মুখ কমল নিন্দিত॥ গিম নীলকণ্ঠ কুম্ভ দেখি বিরাজিত ❋ ফম্ব বিল্যাস্তুল কটি জিনিয়া ডুম্বুরু॥ নিকর্কশ কমল মৃণাল ভুরু চারু❋ রক্তপদ্ম কর হেম চম্পক অঙ্গুলি॥ পলটি কদলি রামা উরুযুগ বলি❋চরণ কমল পদ্ম জগমন লোভা॥ কুণ্ডল দ্বাদশ বাণ জিনি অঙ্গ প্রভা ❋ ব্রহ্মা ইন্দ্র বাহন জিনিয়া গতি লীলা সুবাসিত ইসিত ভাসিত সুধা নিলা ❋ নব রঙ্গে চারু ভঙ্গে হেরি মন মোহে॥ রম্ভা রুচি রতি সুস্থি জিনি রূপ চোহে ❋ নৃপতির স্থানে আসি কহিলেক চরে॥ আনিতে আদেশ কৈল্ল আনন্দ বিভোরে ❋ শত সংখ্যা দোলাচুলি সঙ্গে সদাগর॥ আনিল নৃপতি স্থানে আনন্দে বিস্তর ❋ একে একে নৃপতি দেখিল সর্ব্ব জনা॥ নবীন বয়সী সব রূপে সুলক্ষনা ❋ একত্র করিয়া পুনি দেখিল স্বরূপ॥ সুচারু সুঠাম সব আপনার রূপ রূপবতী সমান না হয় এক বালা॥ সুর্য্য দৃষ্টে না শোভে শতেক চন্দ্রকলা ❋ মধ্যে দাণ্ডাইল নৃপ রূপবতী সঙ্গে॥ বেষ্টিত যুবতী কুল যুড়ি অঙ্গে২ ❋ যদ্যপি সকল কন্যা রূপেত আগলি॥ নিশাকর মধ্যে যেন নক্ষত্র মণ্ডলি ❋ সুরূপ

মগুলি প্রতিষ্ঠীত মনুহরা ॥ স্নুবর্ণের ঘরে যেন চন্দ্রের কাঙ্গুরা দেখি দেখি বিভোর হইয়া নরপতি ॥ ইচ্ছিল বহুল ধনে লৈতে রূপবতী ❋ নৃপতি কহিল যত চাহ দিব ধন ॥ কহ শুনি এ রমণী চরিত্র কেমন ❋ ভুমি চুম্পি বনিজ্যায় কহিল তখন ॥ আসিয়া ভক্ষিলুং এথা নৃপতি লবন ❋ যদি ধন লই মুঞি করিয়া প্রলাপ ॥ দুই মত দোশ মানহানি আর পাপ ❋ সত্য ছাড়ি অন্য না কহিব নৃপ আগে ॥ অসত্য বাদীর অঙ্গ বটেক না লাগে ❋ যেন মত রূপবালা সেবায় তৎপর ॥ এক দোষ মাত্র তার আছে গুরুতর ❋ রতি ক্রিয়া সম্মত না হয় কদাচন ॥ অতি গ্রহ কল্লে চাহে তেজিতে জীবন❋ যেই জনে বহু ধনে লয় গুণবতী ॥ ক্রোধ করি দেয় ফিরি রাখি এক রাতি ❋ তাহারে কিনিলে নৃপ দুঃখ পাইবা মনে ॥ অন্য জনে লও কিনি দিমু বিনা ধনে ❋ শুনি উপজিল দুঃখ নৃপতির চিত্তে ॥ অতি রূপ দেখি চিত্ত নারে ধরাইতে ❋ মনে ভাবে নবিন বয়সি হিন রস ॥ এক রাত্রে কেমতে হইব মন বস ❋ অল্পে অল্পে প্রেম ফান্দে বাজাইলে মন ॥ রতি শ্রদ্ধা জন্মাইব প্রবল মদন ❋ এই মতে নরপতি মনেত ভাবিয়া ॥ সেই রূপবতী লৈল বহু রত্ন দিয়া ❋ আর বহু প্রসাদে তুষিলা সদাগর ॥ কন্যা লৈয়া গৃহে প্রবেশিল নৃপবর দিব্য অলঙ্কার বস্ত্র দিয়া নরনাথ ॥ ধনের কুলুপ কুঞ্জি সুপি-লেক হাত ❋ প্রেমবাক্যে আশ্বাস করিয়া বারে বার ॥ মোর রাজ্যধন প্রাণ সকল তোমার ❋ সবে মাত্র সেবা মোরে করিবা যতনে ॥ পাটেশ্বরি ভাব মাত্র নরাখিবা মনে ❋ কন্যা বলে দাসী আমি সেবার আরতি ॥ সবে মাত্র আমারে খেমিবা

এক রতি ❋ নৃপ বলে তোমারে দেখিয়া হৈল বশ॥ অসম্মতে কি সুখ করিলে রতি রস ❋ কন্যা সঙ্গে নৃপতি বঞ্চয় কত দিন॥ সেবায় কুশল মাত্র রতি রস হিন ❋ গৃহকর্ম্ম ধর্ম্ম আদি যত পরিশয্যা॥ সর্ব্ব কার্য্যে বিশারদ গুণবতী ভার্য্যা ❋ যতেক নৃপতি তারে আদর করয়॥ ভক্তি ধিকে সেবায় অধিক নম্র হয় ❋ সেবা ভক্তি প্রেম ভাব বস নৃপ মন॥ মাগিলে সুরতি রস ইচ্ছয় মরন ❋ সতত অসান্ত চিত্ত থাকে নরপতি॥ অতি যত্নে নানা প্রেমে না পুরে আরতি ❋ নৃপতি গৃহেত ছিল এক বৃদ্ধতমা॥ নানা কলা ভাতি জানে অতি নিরুপমা ❋ যতেক নৃপতি আইসে নৃপতির ঘরে॥ আগে পাছে কর্ম্ম দরশায় সভানেরে ❋ রাজার মরম বুঝি সেই বৃদ্ধ ধাই॥ পুনি পুনি কহে গিয়া কন্যাকে বুঝাই ❋ আরদিন রুষিয়া কহিল কন্যাবর॥ বারে বারে কেনে কহ কঠিন উত্তর আমি কি না বুঝি কিবা না বুঝে নৃপতি॥ ঈশ্বর দাসীর মধ্যে কোন কার্য্য দুতি ❋ ভিন্ন জনে ভুলাইলে বলয় কুটনি নৃপতির দাসী আমি কি কর্ম্ম নজানি ❋ এই মতে কন্দল বাজিল দুই জনে॥ কান্দিয়া রহিল কন্যা বিষাদিত মনে ❋ কার্য্যের রহস্য বুঝি নৃপতি চতুর॥ রাজগৃহ হন্তে বৃদ্ধতমা কৈল দুর ❋ নিজ গৃহে থাকি বৃদ্ধ ভাবে মনে মন॥ অবশ্য দিনেকে আমা করিব স্মরণ ❋ সহিতে নপারি অতি মদন হুতাস॥ প্রেমভাবে নৃপতি দাসীর হৈল দাস ❋ কিবা বসে মান্য রসে সেবা নছাড়য়॥ সেবাবশে নৃপ ধিক কষ্ট না বলয় একদিন নরপতি সুতিল বাসরে॥ যুগল চরণ বালা তুলি লৈল কোলে ❋ করে ধরি নরপতি বক্ষে লাগাইয়া॥ চক্ষে

মুখে চুম্বি প্রেম ভাবে আশ্বাসিয়া ❋ বুলিলেক বাক্য এক জিজ্ঞাসিতে চাই ॥ প্রলাপ তেজিয়া যদি কহ সত্য রাই ❋ সমুদ্র বহিদ্র মধ্যে সত্যের কাণ্ডার ॥ সত্য জন লক্ষ্য দেবি সত্যের প্রচার ❋ অবিরত সত্যবাক্য কহে যেই নরে ॥ অসত্য ভাসিলে নরে বিধি সত্য করে ❋ সত্যের উপমা এক আগে কর মন ॥ মনোরথ পশ্চাতে করিব নিবেদন ❋

———❋০⊂⊃০❋———

❋ ছোলেমান নবি আপন বিবির সঙ্গে কথোপকথন ❋
❋ করে এবং সত্য প্রকাশ হয় ❋

জমক ছন্দ ওরী রাগ ❋ একদিন ছোলেমান নবি মহাশয় ॥ মনসুখে বসিয়াছে আপনা আলয় ❋ মহাদেবী বলিলা থাকিয়া বাম ভিতে ॥ পরিহার মাগিলেন্ত পুত্রের নিমিত্তে ❋ মোহন্ত পুরুষ তুমি আল্লার রছুল ॥ তোমা আশীর্ব্বাদ দোওা সতত কবুল ❋ তোমাতে না কহি আমি মনে করি শঙ্কা ॥ এক পুত্র দিল প্রভু কর পদ বেঙ্কা ❋ উঠিয়া বসিতে নারে তোমার তনয় ॥ প্রভু স্থানে কি লাগি না মাগো মহাশয় ❋ শুনি পয়গম্বরে কথা মনেত রাখিলা ॥ একদিন জিবরাইল স্থানে জিজ্ঞাসিলা ❋ জিবরিলে প্রভুর পাসে কৈল্ল নিবেদন ॥ শীঘ্রে আসি নবি স্থানে কহিল কথন ❋ মহাদেবী দুই মধ্যে মনের বাঞ্ছিত ॥ নিষ্কপটে কহ দুহ দোহান বিদিত ❋ প্রকাশ করিলে দুহে চিত্ত চর্ম্ম কথা ॥ খণ্ডিব শিশুর কর পদের বক্রতা ❋ শুনি পয়গম্বর হৈয়া হরসিত মন ॥ দেবী স্থানে এই কথা কহিল তখন ❋ এক পাটে পয়গম্বর সঙ্গে দেবী সতী ॥ কহিতে লাগিলা দোহ মন মর্ম্মারতি ❋

কহিলেন্ত পয়গম্বরে নিজ মনে ভাবি ॥ আপনি মনের মর্ম্ম আগে কহ দেবি ❋ দেবি বলে সত্য কহি তোমার বিদিত ॥ ঈশ্বরের সখা তুমি জগত পুজিত ❋ দেও পরি পশু পক্ষী মেঘ বায়ু জল ॥ তোমা আজ্ঞাপাল বিধি করিছে সকল ❋ সর্ব্বগুণে অলংকৃত রূপে জিনি কাম ॥ রস কেলী প্রেম মেলি অতি অনুপাম ❋ রতিশক্তি বলবন্ত কামিনী মোহন ॥ সংসারে তোমার সম আছে কোন জন ❋ কুলবধু দেবারাধী না পায় তোমারে ॥ হেন নিধি পুণ্য বিধি মিলাইছে মোরে তথাপিহ যুবক পুরুষ নিরক্ষিয়া ॥ তার ভাবে কম্পিত হয় মোর হিয়া ❋ বুদ্ধিমান লাজ সত্য রাখেঁ। হেঁ। আপনা ॥ নিস্কপটে প্রকাশিলুং মনের বাসনা ❋ নবি স্থানে যবে বলিলেন এই কথা ॥ হস্ত যুগ বালকের খণ্ডিল বক্রতা ❋ তবে দেবী পুত্র দেখি হৈল হরসিত ॥ নবিরে কহিল কহ আপনা বাঞ্ছিত ❋ তবে নবি কহিলেন্ত শুন গুণবতি ॥ সংসারে কে আছে মোর সম নরপতি ❋ দেখ কোন্ বস্তু নাই আমার ভাণ্ডারে ॥ যে দ্রব্য অন্যত্রে নাই বিধি দিছে মোরে ❋ প্রাপ্তে বায়ু সীমা নাহি নিত্যাসুর্য্য বিধি ॥ বিনু কম্পে ধিক অম্পে এই বাঞ্ছা সিদ্ধি ❋ এতেক বৈভবে মোর শান্ত নাহি মন ॥ যে আসে প্রণাম হেতু চাহে জনেজন কোন জনে কোন বস্তু লৈয়া আইসে ভেট॥ আনিলে সন্তোষ ন আনিলে শির হেট ❋ এই কথা ছোলেমানে যদি প্রকা-শিল ॥ সেই ক্ষণে শিশু পদ বক্রতা খণ্ডিল ❋ সত্বরে আসিয়া শিশু বসিলেক কোলে ॥ দেখ কন্যা হেন ব্যাধি খণ্ডে সত্য বলে ❋ তুমি মোরে সত্য কহ প্রিয়া রসবতি ॥ কোন্ হেতু

রসে তোমা নাহিক আরতি❋ সংসারে কি আছে সম রতিরস ক্রিয়া ॥ পুরুষের অধিক আরতি ধরে স্ত্রীয়া ❋ মোর বন্দে হেনানন্দে কেনে অসন্মত ॥ মোর মনে দুঃখ কেনে দেও অযুগত ❋ এতেক শুনিয়া কন্যা ভাবে মনে মন ॥ এড়াইতে নপারিব কপট বচন ❋ সত্য বিনা কন্যা অন্য পন্থ না দেখিয়া কহিতে লাগিলা নৃপ পদ চুম্ব দিয়া ❋

রাগ চন্দ্রাবলী ছন্দ ❋ শুন মহারাজ, সিদ্ধি সব কাজ, তোমা শত্রু হৌক নাশ ॥ মুই হতভাগি, রতি রস লাগি, যে হেতু মনে তরাস ❋ মোর কুলাক্রম, চরিত্র অধম, যদি একপত্য হয় ॥ শিশু প্রসবিলে, মরে সেই তিলে, ক্ষণ-মাত্র নজিয়য় ❋ প্রাণের অধিক, নাহিক মাণিক, সর্ব্ব হন্তে প্রাণ মিষ্ট ॥ জাতে প্রাণ নাশ, সেই সুখ আশ, কেবল মুর্খতা নিষ্ট ❋ লাজ অপমান, তেজিয়া কুজন, ধায় শৃঙ্গারের আশে লাগি রতি রস, নভাবে কর্কশ, যে হৌক সে হৌক শেষে ❋ এই লাগি আমি, তুমি হেন স্বামী, পাই সুখ প্রবঞ্চিত ॥ তেজিয়া গোপত, কহিনু বেকত, দাসিরে ক্ষমা উচিত ❋ দৈবে নৃপবর, প্রাণের ঈশ্বর, জীব মৃত্যু তোমা হাতে ॥ জানি শুনি যদি, হও নারী বধি, মস্তক আছে সাক্ষাতে ❋ জীবন অসার, দৈবে একবার, মরণ আছয় পিছে ॥ কুকুর জীবনে, জীয়ে দুঃখি জনে, তথাপি মৃত্যু না ইচ্ছে ❋ বিনোদ নাগর রসের সাগর, ছৈদ মহাম্মদ খান ॥ মালিনীর মনে, ভঙ্গে পঞ্চ বানে, প্রেম সুধা মধু দান ❋ দানে বড় রুচি, ধর্ম্ম কর্ম্মে সুচি, বিজ্ঞ বিদগদ রায় ॥ বৃদ্ধি আয়ু যশ, গুণে শত্রু বশ, হীন আলাওলে গায় ❋

দোপদী ছন্দ ❋ নৃপে বলে গুণবতা কহিলা উত্তম ॥ রতি সুখ জীবন সকল জগ সম ❋ এই সুখে সংসারে না মজে যার চিত ॥ অসার্থ জীবন তার বিধাতা বর্জ্জিত ❋ যখনে ধরিব কালে হইবে পতন ॥ দেবারাধি অপত্য নপায় ধনি জন ❋ তথাপিহ যদি মনে কর সেই ভিত ॥ দিন ক্ষেণ গণিয়া পুরিব সমাহিত ❋ সংসারে ব্যাপিত আছে শক্তি আর শিব ॥ রশিকে পিরীতি ভাবে সঙ্কল্পায় জীব ❋ শিব শক্তি একাঙ্গ হইয়া ভুঞ্জে কাম ॥ শক্তি কার বিনা শিব সব ধরে নাম ❋ কন্যা বলে জগতের জন্ম এই পন্থে ॥ বিধি নিয়োজন কর্ম্ম কে পারে খণ্ডিতে ❋ নৃপে বলে জীব মৃত্যু দৈব নিয়োজিত ॥ তার হেতু যুক্ত নহে এ সুখ বর্জ্জিত ❋ না হইবা অমর তিলেক রতি রস ॥ কেনে কর কলাবতী মিলিতে কর্কশ ❋ আর বহু প্রকারে কহিল নরপতি ॥ তথাপি না হৈল কন্যা রতি রসে মতি ❋ অতিশয় ভক্তি ভাবে সেবে নিশি দিন ॥ সেবা রসে নরপতি না বলে কঠিন তবে কন্যা জিজ্ঞাসিল শুন মহাশয় ॥ এক নিবেদন আমি করি রাঙ্গা পায় ❋ উত্তম রমণী কুল কেলী রত্ন ধনে ॥ প্রেম-ভাবে গৌরব বাড়াও দিনে দিনে ❋ শেষে কেনে সে সবেরে করিয়া লাঘব ॥ স্বর্গ হন্তে নর্কে ফেল দিয়া পরাভব ❋ নৃপে বলে পিরীতি বাড়াই যেই জনা ॥ গর্ব্ব করে সেবা হরে পাশরি আপনা ❋ পাটেশ্বরী ভাব ধরি সেবা পরিহরি ॥ প্রাণে না মারিয়া বেচি নারী বধ ডরি ❋ সম্ভাষিতে ক্রোধ চিত্তে অযুক্ত বলয় ॥ নিজ দোষে অবশেষে পুর্ব্ব মত হয় ❋ তুমি মাত্র সেবাতে আছহ গর্ব্ব হীন ॥ তেকারণে দুঃখ সহি আছি

 ❋ পয়কর ❋

এত দিন ❋ কোন মতে কন্যা যদি সম্মত না হৈল॥ মন দুঃখে নৃপ বৃদ্ধত্তমা হাঙ্কারিল ❋ নিজ মন দুঃখ আর কন্যার চরিত॥ প্রকাশি কহিল বৃদ্ধত্তমার বিদিত ❋ বৃদ্ধে বলে কহি শুন এক উপদেশ॥ কন্যার সম্মত মাত্র এই অবশেষ ❋ বক্রগামী অশ্ব বস না হৈলে তাড়ণে॥ চালাইতে নারে যদি ইচ্ছা সুখ মনে ❋ বস অশ্ব আনি তারে চালায় সংহতি॥ দেখা দেখি সুদ্ধ হয় ছাড়ি বক্রগতি ❋ নানাবিধ প্রকারে শিখাইল এই কথা॥ পশ্চাতে কহিব ভাবি নকহিল এথা ❋ এই উপদেশ রাজা ভাবিয়া অন্তরে॥ হইল কপট ক্রোধ কন্যার উপরে ❋ নখার তাহার হস্তে তাম্বুল সলিল॥ না লয় তাহার হস্তে বেঞ্জন অনিল ❋ নিকটে না ডাকে প্রেম ভাবে না বলয়॥ সম দৃষ্টে না হেরিয়া বক্র আঁখি চায় ❋ তার মুখ না দেখিলে বিকল রাজন॥ পুর্ণ দৃষ্টে হেরে কন্যা হৈলে অন্য মন ❋ আর দিন এক দাসী ডাকিয়া নিকট॥ মধ্যভাগে আরোপি পাতন অন্তস্পট ❋ সামর্থ দিপক কুল জ্বালিয়া অন্তরে॥ প্রশুদ্ধ দেখয় যেন থাকিয়া বাহিরে ❋ দাসী সঙ্গে নৃপতি যুড়িল রতিকলা॥ বিবিধ বিধানে আরম্ভিলা কাম খেলা ❋ হাস্যোল্লাস আলিঙ্গন চুম্বাধর পানে॥ নয়ানে নয়ানে মিলি বয়ানে বয়ানে ❋ বক্ষে২ লাগাইয়া দোহ গড়াগড়ি॥ বিপরীত পিরীত শয্যাতে ধড়মড়ি ❋ ডুবিয়া রসের সিন্ধু দম্পতি বিভোর॥ শব্দ বহু আহা উহু আনন্দ নিওর ❋ যেই ক্ষণে বিপরীত ভুঞ্জয় সু-রতি॥ বালা প্রায় নরপতি করয় কাকুতি ❋ পটের বাহিরে কন্যা পটের পুত্তলি হেরইতে বিষ চিত্তে মরে জলি জলি ❋ ভাবে মনে সঞ্জীবনে

মোর কোন্ কাজ ॥ দাসী সঙ্গে হেন রঙ্গে আছে মহারাজ ❋ ছার প্রাণ লাগি আমি এ সুখ বর্জ্জিত ॥ টুটিল আদর মান্য সোহাগ খণ্ডিত❋কায়া প্রাণ উল্লাসয় যেই সুখ লাগি ॥ পাইয়া নৈরাশ হৈনু আমি হতভাগী ❋ নৃপ যুক্তি নহে এই বৃদ্ধ উপ-দেশ ॥ জিজ্ঞাসিয়া রাজায় সম্মত হৈমু শেষ ❋ এই ভাবি চিত্ত দ্রবি বহে আঁখি নীর ॥ কন্যা মতি নরপতি বুঝিল সুধীর ❋ কপটে করয় কেলি মন কন্যা-পাসে ॥ রতি সঙ্কল্পিয়া নৃপ স্নান অবশেষে ❋ বিদগদ নৃপতি বুঝিয়া ইতিহাস ॥ কার্য্য ছলে নৃপতি ডাকিয়া নিজ পাস ❋ বিষাদিত বদন দেখিয়া অশ্রুমুখী ॥ জিজ্ঞাসিল রহস্য অত্যন্ত হৈয়া সুখী ❋ কন্যা বলে মহারাজ শুন নিবেদন ॥ এই বাক্য মোরে যদি না কর গোপন ❋ যেই প্রভু শৃজিয়াছে তাঁহার শপথ ॥ তোমার দোহাই যদি না হও সম্মত ❋ কহ এই উপদেশ কোনে দিল তোমা ॥ নিজ বুদ্ধি হন্তে কিবা নতু বৃদ্ধত্তমা ❋ শুদ্ধ ভাবে শপথ বুঝিয়া নরপতি ॥ ভাঙ্গিয়া কহিল সব কার্য্যের উকতি বলিলেক অত্যাকুল হৈল মোর প্রাণ ॥ কোন মতে নপাই তোমার রতি দান ❋ অতি দুঃখে আনিয়া বৃদ্ধেরে জিজ্ঞা-সিলুম ॥ সত্য বৃদ্ধত্তমা হন্তে উপদেশ পাইলুম ❋ বিনা জল দানে অগ্নি সান্ত নাহি পায় ॥ কোমল না হয় লৌহ বিনে লৌহ ঘায় ❋ খণ্ডয় বিষম ব্যাধি বিষম প্রয়োগে ॥ ফুটিলে কণ্টক খসে কণ্টক সংযোগে❋ তাহা শুনি ধন্য২ বলে কন্যা-বরে ॥ রাখিল মস্তক নিয়া চরণ উপরে ❋ কন্যা সঙ্গে রতি রঙ্গে ভুঞ্জি নরপতি ॥ চির দিনে পুরিলেক চিত্তের আরতি ❋ মনোরথ সিদ্ধি হৈল পুর্ণ হৈল কাজ ॥ বহুকাল কন্যা লৈয়া

ভুঞ্জিলেক রাজ ❋ যদি ক্রম কন্যা এই প্রসঙ্গ কহিল ॥ উক্ত ভিডি বাহরাম শয়নে সুতিল ❋ পীত বর্ণ কুটমনি কাঞ্চন কেশর ॥ বালক যুবক বৃদ্ধে পড়িতে সুন্দর❋ পীত বর্ণ বিদ্যুত খণ্ডায় তমরাশি ॥ হিন্দুর দেবতা শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ পীতবাসী ❋ শ্রীযুত সৈন্য মন্ত্রি মহাম্মদ খান ॥ এমত পুরাউক বিধি মানস তাহান ❋ হীন আলাওলে কহে তান আজ্ঞাপাল ॥ শক্র বশ সিদ্ধি যশ আয়ু চিরকাল ❋

——❋০⊂⊃০❋——

❋ সোমবারের প্রসঙ্গ ❋

❋ চীন কন্যার বিবরণ ❋

রাগ মলোয়ার ॥ দোপদী ছন্দ ❋ সোমবার প্রাতে বাহরাম গুণবান ॥ নীলমনি টঙ্গি যথা চন্দ্র অধিষ্ঠান ❋ জয়-কসি নীল বস্ত্র শিরে ছত্র নীল ॥ অত্যন্ত হরিষে নৃপ তথাতে চলিল ❋ সেই গৃহে চীন নৃপ কন্যা এথলাজ ॥ নিলক দামাক্ষ বস্ত্র করিয়া সুসাজ❋নীলমনি অলঙ্কার পরি সর্ব্ব গায় ॥ ঝলকে নয়ান মাঝে যুতির প্রভায় ❋ ভিন্ন২ বর্ণ সখি এক বর্ণ বাস ॥ নক্ষত্র মণ্ডলে যেন চন্দ্রিমা প্রকাশ ❋ নৃত্য গীত বাদ্য যন্ত্র সুসৌরভ অঙ্গে ॥ গৃহের সীমায় আসি দাণ্ডাইল রঙ্গে ❋ নৃপতি সহিতে যদি হৈল সম দৃষ্টি ॥ সবে মিলি করিল সুগন্ধি পুষ্প বৃষ্টি ❋ ভুরু ভঙ্গে দিব্য রঙ্গে নয়ান নয়ানে ॥ ভেদিল নৃপতি মর্ম্ম কটাক্ষ সন্ধানে ❋ প্রবল মদন শর হৃদে প্রবেশিল ॥ অতি ভাবে নৃপতি আপনা পাসরিল ❋ দিব্য ভাব মুক্তিলাভ আপ্ত বিস্মরণ ॥ অপ্রত্যয় সত্য তত্ত্ব ভাবের স্বপন ❋ বিজ্ঞাবালা বিভোর দেখিয়া নরপতি ॥ প্রণামিয়া

করেতে ধরিল শীঘ্রগতি ✽ বেক্ত দেখ তত্তাতত্ত ভাবের প্রমাণ ॥ শীঘ্রারতি পাত্র নাসি মানিনীর মান ✽ দিব্য ভাব সত্বরে মানস হয় সিদ্ধি ॥ দরিদ্রের হস্তে বিধি মিলাইল নিধি হাস্যোল্লাসে নৃত্য গীতে গৃহে প্রবেশিল ॥ সমস্ত দিবস সুখ রঙ্গে নির্বাহিল ✽ স্বর্ণ হংস ডুব যদি দিল সিন্ধু নীলে ॥ উপ-র্জ্জিল বিন্দুকুল তাহার হিল্লোলে✽ রসভোগে রজনী অর্দ্ধেক নির্বাহিল ॥ শয়ন সময় রাজা কন্যাকে কহিল ✽ কহ গুনবতি এক দিব্য সুপ্রসঙ্গ ॥ শুনিতে হৃদয় হৌক আনন্দ তরঙ্গ ✽ কহিলা মোহিনী বালা ভুমি চুম্ব দিয়া ॥ আয়ু যশ বৃদ্ধি হৌক শত্রু বিনাশিয়া ✽ নৃপ মন বশ হেন নজানি কথন ॥ নপারি ঈশ্বর আজ্ঞা করিতে লংঘন ✽ তেকারণে প্রকাশিমু কথা মনোগত ॥ জ্ঞানবন্ত লোক মুখে শুনেছি যেমত ✽ উত্তম পুরুষ এক ছিল রুম দেশে ॥ বসর তাহার নাম সর্ব্ব লোকে ঘোষে ✽ বহুবিধ গুণ ধরে মোহন পণ্ডিত ॥ পুণ্য কর্ম্মে নীতি ধর্ম্মে দেশ প্রতিষ্ঠীত✽ কদাচিত কুকর্ম্মে না ছিল তার মতি ॥ ক্ষেমাশীল বসর হইল তার কৃতি✽ একসন্ধ্যা ভক্ষ যদি থাকে তার ঘরে ॥ আপনে নখাই তাহা দেয় ভিক্ষুকেরে ✽ অতি জ্ঞানবন্ত প্রভু সেবায় তৎপর ॥ মহাজন সবে করে বহুল আদর ✽ একদিন ক্ষেমাশীল বসর সুমতি ॥ কার্য্য হেতু গৃহ হন্তে করি ছিল গতি ✽ ঈশ্বরের ভাব যেই ঈশ্বর ভাবে লীন কিবা গম্য বিশ্রামে ভাবয় নিশি দিন ✽ পন্থ অনুসারে এক পরম সুন্দরী ॥ বাসে অঙ্গ ঢাকি আইসে সখি সঙ্গে করি ✽ মুখ পরে বোরকা পাদুকা দুই পায় ॥ আপাদ মস্তক আদি দেখন নজায়✽সেই ক্ষণে আচম্বিতে দৈব নিয়োজন ॥ পবনে

উড়াইল তার মুখের বসন ❋ যেন অভ্র হন্তে নিস্বরিল পুর্ণ চন্দ্র ॥ দেখিয়া বসর মুখ আঁখি হৈল ধন্দ❋বিধির নির্ব্বন্ধ দোহ হৈল সম দৃষ্টি ॥ মোহিনীর অভ্যাস সতত শর বৃষ্টি ❋ ভুরুর ভঙ্গিমা আঁখি বঙ্কিম চালনী ॥ মৃদু হাসি সুধারাসি ধরে সুলক্ষনী ❋ একেত লাবণ্য সুর মুনি মন হরে ॥ সেই ভঙ্গি সঙ্গি লংঘে সহয় সত্বরে ❋ বসরের হৃদয়ে লাগিল পঞ্চ বাণ ॥ হারাইল ক্ষেমাশীল ধৈর্য্য বুদ্ধিমান ❋ হৈয়া স্তব্ধ আহা শব্দ নিধন নির্ব্বাস ॥ ভুমে পড়ি দড়মরি আছে মাত্র শ্বাস ❋ তাহা দেখি চন্দ্রমুখি হৈয়া সলজ্জিত ॥ বস্ত্রে মুখ ঢাকি বালা চলিল তুরিত ❋ কুল লাজ স্মরি বালা হইয়া মগধ ॥ তুরিত গমনে গেলা নচিন্তিয়া বধ ❋ কতক্ষণে বসরে চেতন প্রসারিয়া ॥ সত্য স্বপ্ন দেখিয়া রহিল ধন্দ হৈয়া ❋ মনে ভাবে যদি তার পাছে পাছে জাম ॥ ক্ষেমাশীল বলে লোকে লাজেরে ডরাম ধৈর্য্য ধরিবারে নারি হৈলুম হীন শক্তি ॥ চঞ্চল হইলে কভু নপাইমু মুক্তি ❋ গুপ্ত চেষ্টা কুকর্ম্ম সহজে ধন হীন ॥ অন্যে খণ্ডাইতে নারে আমার কুদিন ❋ যে মোরে করাইল এই রূপ দরশন ॥ তাহাতে মাগিতে যুক্ত হয় ধীর মন ❋ দড় ভাবে ঈশ্বরেত মাগিতে বাঞ্ছিত ॥ বয়তুল মোকর্দ্দছে চলিল তুরিত ❋ ভক্ষ জল পন্থের লইল চেষ্টা করি ॥ নিস্ব-রিল চিত্তে এক ভাব দড় করি❋ বিশ্রাম করিতে নারে মনেত হুতাশ ॥ নিশি দিশি চলি গেল প্রভু গৃহ পাস ❋ সপ্তবার প্রদক্ষিণ করি সেই ঘর ॥ দড় চিত্তে দড় ভাবে মাগিলেক বর দীনবন্ধু দয়া৽ সিন্ধু মাত্র তুমি সার ॥ মন ইচ্ছা সব মিছা গোচরে তোমার ❋ তোমার শৃজন আদি ত্রিভুবন যত্র ॥

বিনা তোমা আজ্ঞায় না লড়ে এক পত্র ❋ যদি তোমা মতি নহে সুন্দর শরীরে ॥ ভাবকের চিত্ত আর কে হরিতে পারে ভাবকের চিত্তে প্রেমানল জ্বালাইয়া ॥ আপনে হরহ দিব্য মুরতি ধরিয়া ❋ যেই রূপ দর্শাইলা মোহর নয়ানে ॥ তুমি মাত্র সান্তদাতা সেই রূপ দানে❋ মনবাঞ্ছা প্রাপ্তি হেতু লক্ষ্য নাহি আর ॥ ভক্তি ভাবে লৈলুম নাম স্মরণ তোমার❋ বাঞ্ছা দান দিতে পার তুমি সব কর্ত্তা ॥ নহে ক্ষেমা ধৈর্য্য দেও এই দুঃখ হর্ত্তা ❋ বহুবিধ প্রণামী প্রভুতে মাগি বর ॥ তথা হন্তে উদ্দেসি চলিল নিজ ঘর❋পন্থক্রমে একজন সংহতি মিলিল ॥ দেখিতে সভ্যতাশীল প্রকৃতি কুটিল❋ প্রতি শব্দে ছল গ্রাহি বাক্য যুদ্ধ করে ॥ অন্য কি সে পরম ঈশ্বর ছিদ্র ধরে❋ যখনে বসরে যুক্তি বাক্য প্রকাশয় ॥ অনুচিত কহি তারে বিরূপ বোলয় ❋ এক বাক্যে দেয় তারে সত পদুত্তর ॥ মন্দ ভালা আলা ঝালা বোলয়ে বিস্তর ❋ বসরে দেখিয়া তার চরিত্র কুচ্ছিত ॥ কর্ণ ব্যাজা কৈল বাক্য তেজি মৌন রিত ❋ সতেক বচনে এক নদে পদুত্তর ॥ ফিরে ফিরে কহে তবে বসর গোচর ❋ তবে বসরেত জিজ্ঞাসিল পুনর্ব্বার ॥ কহ শুনি গুণ-মনি কি নাম তোমার ❋ আপনার নাম যদি বসরে কহিল ॥ সেই ক্ষণে পুনরপি কহিতে লাগিল ❋ বলিল উত্তম নাম লক্ষণ সুচারু ॥ মল্লিকা আমার নাম জগতের গুরু ❋ নানা শাস্ত্র পড়িয়া প্রবল হৈল বুদ্ধি ॥ স্বর্গ মর্ত্ত পাতালের সব জানি শুদ্ধি ❋ যত বস্তু আছে সিন্ধু পর্ব্বত কাননে ॥ সকলের মন মর্ম্ম আছে মোর মনে ❋ যার যেই উৎপত্তি প্রলয় যেই মত ॥ চিত্তের মুকুরে মোর সকল ব্যাকত ❋ স্বর্গ তারা বৃষ্টি

ধারা পারেঁা গনিবার ॥ ভাল মন্দ নানা ছন্দ আগে জানেঁা তার ❋ নৃপতির রাজ্য ভঙ্গ হৈব যেই মতে ॥ পঞ্চাশ বৎসর আদ্য❋আমার বিদিতে❋শস্য দ্রব্য সঙ্গে মার্গা হইব যেন বৃদ্ধি বৎসরেক আগে জানি তাহার যে শুদ্ধি ❋ কষ্ট আদি ব্যাধি যত কার্য্যের অনর্থ ॥ তিলে পল টাইতে পারি৷অধিক সমর্থ❋ নর আদি যতেক জন্তুর নানা ব্যাধি ॥ ফুকেত আরোগ্য করি কি কাম ঔষধি ❋ এক ফুক দেওঁ যদি জ্বালিয়া আগুনি ॥ প্রতি ধাওেঁ হেম রত্ন হয় কুটামনি ❋ ভূমি শিলে রত্ন যত ব্যাধির নির্ম্মাণ ॥ আমাতে ব্যাক্ত সব যে আছে যেই স্থান ❋ স্বর্গ মর্ত্ত পাতালের যত গুপ্ত কথা ॥ জিজ্ঞাসিলে পারি মাত্র দিতে তার বার্ত্তা ❋ নানা স্থানে যতেক দেখিছি গুণবন্ত ॥ মোর ধিক উপাসক নাহিক মোহন্ত ❋ কেহ দুই কেহ চারি বিদ্যা মাত্র জানে ॥ গুরু শ্রেষ্ঠ গুরু আমি দেখ সর্ব্ব স্থানে ❋ এই মতে পুনঃপুনঃ আপ্ত বাখানিল ॥ শুনিতে বসর মন বিরক্ত হইল ❋ প্রতি বাক্য বসরের কর্ণে ফোটে শাল ॥ মনে মনে বলে বিধি মৃত্যু মোর ভাল ❋ এহার বচন মুই কি লাগিয়া শুনি ॥ কর্ণ ভার ভাবি মোর নাহি সহে প্রাণী ❋ কালা বোবা হইয়া রহিতে নাহি পারি ॥ নাম ধরি ডাকি দুষ্টে❋কহে বারে বারি ❋ অন্তরে অন্তরে যদি হাটি- বারে চায় ॥ কোন ছলে বিশ্রামিতে এড়াই না যায় ❋ ছন্ন- মতি হৈয়া যদি চলে খরতর ॥ সেই গম্যে পাছে২ ধাওএ সত্বর ❋ কোনমতে এড়াইতে নপারি বসর ॥ দুঃখ সহি রহে ভাবি পন্থের দোসর ❋ হেনকালে মেঘ ছত্র পর্ব্বত উপরে ॥ কত শ্যাম বর্ণ কত শ্বেত বর্ণ ধরে ❋ তা দেখিয়া বসরেত

পুনি জিজ্ঞাসয়॥ কহ শ্বেত শ্যাম মেঘ কোন্ মতে হয়॥বসরে বলিল ঈশ্বরের নিয়োজন॥ ভাবি কেহ কহিতে নপারে কদাচন ❋ মল্লিকা বোলএ এই মত সবে জানে॥ ভেদ ভাঙ্গি কহে মাত্র জ্ঞানবন্ত জনে ❋ পুর্ণ জল যেই মেঘ তার বর্ণ কালা॥ অল্প জলে শ্বেতবর্ণ বুঝি চাহ ভালা ❋ বসরে উত্তর না দি পিছে পিছে যায়॥ হেনকালে উগ্র বায়ু বহিল তথায় মল্লিকায় বসরেত পুছিল তখন॥ কহ বায়ু উগ্র ধিক কিসের কারণ ❋ জ্ঞানবন্তে কহে শুন বুঝি গতি সব॥ বুদ্ধি হীন জন যেন বিরিষ গর্দ্দভ ❋ বসরে বলিল প্রভু আজ্ঞা অনুরূপ॥ যেখানে যেমত ইচ্ছা চালায় স্বরূপ ❋ মলিকা বোলএ তুমি সহজে বর্ব্বর॥ বিধবা নারীর মত দেও পদুত্তর ❋ পবনের মুল জান স্যুন্যের উপরে॥ মৃত্তিকার ধুর্ম্ম উঠি লাড়য় তাহারে ❋ উগ্র হৈয়া বহে ধুর্ম্ম হইলে প্রবল॥ অল্প ধুর্ম্মে মন্দগতি বহএ শীতল ❋ শুদ্ধ বর্জ্জিতের বাক্য না দিয়া উত্তর॥ মৌন ধরি পাছে পাছে চলিল বসর ❋ পন্থেত দেখিলা বহু পর্ব্বতের পাতি॥ কার উচ্চ শিখর কাহার নীচ ভাতি ❋ সম্বোধিয়া বসরেত পুছিল তখন॥ কহ গিরি উচ্চ নীচ কিসের কারণ ❋ বসরে কহিল ঈশ্বরের নিয়োজন॥ সর্ব্বভুতে ছোট বড় করিছে গঠন ❋ সংসারের নীতি চালাইতে নানা মতে॥ ঈশ্বরের সুক্ষ্ম মর্ম্ম কে পারে কহিতে ❋ শুনি মল্লিকায় আছাড়িয়া হস্ত পদ॥ বলে নিবুদ্ধিয়া তুই অজ্ঞান মগদ ❋ প্রতি বাক্যে দেও মোরে এই পদুত্তর॥ মুর্খ সনে আলাপনে পণ্ডিত বর্ব্বর ❋ দেখ যেই পর্ব্বতেত বহু হিম বৈসে॥ উচ্চ হৈয়া রহিছে তপন তাপ আশে❋ যেই পর্ব্বতেত বহু উষ্ণতা বৈসয়॥ জল আশে

রৌদ্র ত্রাসে নীচ হৈয়া রয় ❋ এত দিন আছ তুমি আমার সংহতি ॥ কোন গুণ শিখিতে না হৈল তোর মতি ❋ জাচিয়া দিবারে নারে বিদ্যা মহা রত্ন ॥ আর সেই পায় যেই করে ভক্তি যত্ন ❋ মহা বিদ্যা গুণ জান উতঙ্গ শিখর ॥ পরশিতে নপারয় সকলের কর ❋ অল্প বুদ্ধি জনেরে না কহি বাক্য সার ॥ চিল ভক্ষ পক্ষীরে কি কার্য্য মুক্তাহার ❋ বসরে বলিল ক্রোধে হইয়া ব্যাকুল ॥ উন্মত্তের মত কেন বকিছ বহুল ❋ যতেক বচন কহ এক সত্য নহে ॥ পাগল সে অনুচিত ফিরে ফিরে কহে ❋ একে অতি অসম্ভব আর বাক্য জাল ॥ বুদ্ধি জনে তাহারে বোলয় মাতওাল ❋ মোকে নিন্দা করিছ বাখানি নিজ গুণ ॥ কোন্ শাস্ত্রে তোমা হন্তে দেখ মোরে উন ❋ শিখাইতে পারি তোরে দ্বাদশ বৎসর ॥ বুদ্ধি দেও লাভরতা ত্যাজি মৌন ধর ❋ ক্ষেমা স্বত্তে মৌন অলঙ্কৃত গুণীজন ॥ পণ্ডিতেরে ধীর বলে এই সে কারণ ❋ বিষক্ষর সম মোরে পুনঃপুনঃ কহ ॥ তার স্থানে গিয়া কেনে মৌন না শিখহ ❋ এই মতে বসরে কহিল বহু ভাতি ॥ নখণ্ডয় বিধি যারে দিছে যেই মতি ❋ এই মতে কত দিন চলিতে চলিতে উত্তম প্রান্তর এক দেখিল বিদিতে ❋ চারুতর তৃণদল নানা তরু সব ॥ ফলে ফুলে নম্র শাখা নানা পক্ষী রব ❋ এক বৃক্ষ আছে ছায়া মহা সুগম্ভীর ॥ তার তলে কুণ্ড এক পরিপুর্ণ নীর❋কুপ সগম্ভীর সেই মৃত্তি পাত্র কাটা ॥ শীতল নির্ম্মল জল ফটিকের ছটা ❋ বৃক্ষতলে দুইজনে দাণ্ডাই সচ্ছন্দে ॥ সেই জল পান কৈল পরম আনন্দে ❋ বসরেত মল্লিকায় পুছে পুনর্ব্বার ॥ কহ শুনি আএ গুণী মরম এহার ❋ পুর্ণ জল কুণ্ড

কেনে আছে এই স্থান ॥ গ্রীবা সম মহীতলে কিসের কারণ
বসরে বলিল এই জল হীন ঠাম ॥ পন্থ শ্রমে তরুতলে
লোকের বিশ্রাম ❋ জল দানে পাপ নাশে ভাবি নিজ মনে ॥
জল কুণ্ড এ লাগি স্থাপিল মহাজনে ❋ হস্ত না পরশে যেন
দণ্ড খাএ ফুটে ॥ তেকারণে খুদিয়া রাখিছে মহী হেটে ❋
মল্লিকা বোলয় বৃথা তোমার ভাবন ॥ এক সত্য নহে সব
কর্ত্তব্য বচন ❋ বুদ্ধিমন্ত জনে মাত্র বুঝে তার মর্ম্ম ॥ মতি
হীন অধমেরা বলে ধর্ম্মাধর্ম্ম ❋ এ বৃত্তান্ত আদি অন্ত
কহি শুন আমি ॥ এই স্থান জল হীন উষ্ণকর ভুমি ❋
পশু বধ লাগি ব্যাধ সবে করি ছল ॥ স্থাপিয়াছে পুর্ণ
কুণ্ড সলিল নির্ম্মল ❋ পশুদল তৃণ ভক্ষি তৃষ্ণাকুল হৈয়া ॥
এই স্থানে আইসে পশু জল উদ্দেশিয়া ❋ বৃক্ষতলে পত্র
আড়ে থাকি ব্যাধগণ ॥ শর হানি পশুকুল করয় নিধন ❋
বারে বারে কহি তোরে না বুঝিস কথা ॥ হীন মতি সঙ্গে
অতিশয় মন বেথা ❋ বসরে বুলিল জার মনে যেই ভাব ॥
অবশেষে তাহার তেমত হয় লাভ ❋ বারে বারে কহোঁ
তোরে কুবুদ্ধি তেজিতে ॥ মন্দ ভাবে মন্দ ফল পায় হাতে
হাতে ❋ এত কহি সঙ্গের সন্দেশ নিকালিয়া ॥ শান্ত হৈল
ভক্ষিয়া শীতল জল পিয়া ❋ তবে মল্লিকায় বলে শুনহ বসর
এই স্থান হন্তে গিয়া রহ কত দুর ❋ বস্ত্র খসাইয়া অঙ্গ পাখা-
লিব আমি ॥ করিব কদর্য্য দুর এই জলে লামি ❋ বসরে
বলিল এই সুপবিত্র জল ॥ পন্থশ্রমে পিয়ে আসি মোহন্ত
সকল ❋ কি লাগি কদর্য্য লগ্ন করিবা এহারে ॥ পাপ চিত্ত
তোমার খণ্ডাইতে কেহ নারে ❋ মল্লিকা বোলয় তুমি না

বুঝিলা সার ॥ এই জলে বহু প্রাণী হানে অনিবার ❋ অসুচি করিমু জল ভাবি এই কক্ষা॥ এই কুণ্ড ভাঙ্গিলে বহুল প্রাণী রক্ষা ❋ বসরে ভাবিয়া নিষেধিল বহুতর ॥ তার সনে বিসম্বাদ করিল বিস্তর ❋ এই ভাবি তথা হন্তে অন্তর হইয়া ॥ এক তরু ছায়া তলে বসিলেক গিয়া ॥ মল্লিকা বসন ত্যাজি হইয়া লেঙ্গট ॥ প্রবেশিল কুণ্ড জলে না ভাবি সঙ্কট ❋ বহুল গম্ভীর কুপ না ভাবিয়া চিত্তে ॥ কতদুর হেঁটে পায় লাগিল নামিতে ❋ অন্ত না পাইয়া তার শ্বাস বন্ধ হৈল ॥ বহু জল পিয়া পাপি ততক্ষণে মৈল ॥ ভাসিয়া উঠিল অঙ্গ কুণ্ডের দুয়ারে ॥ অধিক বিলম্ব দেখি ডাকয়ে বসরে ❋ বলে শীঘ্রে আইস কেনে বিলম্বহ জলে ॥ দিন অবশেষ হয় চলহ সকালে পুনঃপুনঃ ডাকি তারে না পায় উত্তর ॥ সন্দেহ মনেত তথা চলিল বসর ❋ মৃত্যুর শরীর ভাসি রহিছে দুয়ারে ॥ বিস্তর কান্দিল তারে দেখিয়া বসরে ❋ সঙ্গী হীন হৈল এবে গম্য একাম্বর ॥ না ধরিল বাক্য মোর পাপিষ্ঠ বর্ব্বর ❋ কোথা গেল জগজিত চতুরতা গর্ব্ব ॥ মন্দ ভাবে মন্দ কর্ম্ম বিনাশিল সর্ব্ব ❋ অক্ষেমিয়া বহুল কান্দিলা মহাজন ॥ জল নষ্ট হৈব হেন ভাবি নিজ মন ❋ সত্বরে মৃত্যুকে তুলি ভুমিতে পাড়িল ॥ সকল বসন তার বিচারি চাহিল ॥ বহুল সুবর্ণ তঙ্কা রত্ন বহু মুল ॥ দেখিয়া বসর তবে হইল ব্যাকুল ❋ এত ধন সঙ্গে রাখি রুক্ষ ভক্ষ খায় ॥ সহজে কুমতি শীঘ্রে মরিতে যুয়ায় ❋ ভিন্ন করি বস্তু জাত লইল তাহার ॥ একাম্বর চলিল ভাবিয়া করতার ❋ চিত্তে ভাবে আগে মল্লিকার ঘরে গিয়া ॥ তার পরিবার স্থানে বস্তু সমর্পিয়া ❋ কহিয়া পন্থের যত ইতি

বিবরণ ॥ তবে সে আপনা স্থানে করিমু গমন ❋ নহে যদি ধন লোভে করি মন্দ ভাব ॥ পাছে হয় মল্লিকার গতি ধিক লাভ ❋ কত দিন পন্থ শ্রমে পাই কত ক্লেশ ॥ জিজ্ঞাসিতে পাইল গিয়া মল্লিকার দেশ ❋ দিন দুই তিন তথা বিশ্রাম করিল ॥ পন্থশ্রান্ত দুঃখ খণ্ডি তনু শান্ত হৈল ❋ মল্লিকার শির পাগ দিব্য জরকশী ॥ দর্শাইয়া প্রতি স্থানে ফিরয় জিজ্ঞাসি এই পাগ শিরের মল্লিকা ধরে নাম ॥ আমাতে কহিছে তার গৃহ এই ঠাম ❋ উগ্রবার্ত্তা সদা কহে আপনা বাখান ॥ কার্য্য আছে যদি জান কহ তার স্থান ❋ এই মতে জিজ্ঞাসিয়া ভ্রমিতে লাগিল ॥ এক সুপুরুষে পাগ দেখিয়া চিনিল ❋ বলিলেক সত্য এই মল্লিকার পাগ ॥ এই পন্থে কতদুর গেলে পাইবা লাগ ❋ এই বাটে সুদ্ধ দুই দণ্ড চলি যাইবা ॥ পন্থের দক্ষিণ দিকে নিরক্ষিলে পাইবা ❋ কত খান আছে মধ্যে ভিক্ষুকের ঘর ॥ দেখিবা তাহার পুরি অতি উচ্চতর ❋ পবিত্র পাষাণ পুরি আছে চারি ভিত ॥ চৌপাট কপাট দ্বার অতি সুললিত ❋ সেই দ্বার মল্লিকার জানিও সর্ব্বথা ॥ সেই দ্বারে প্রবেশিও না যাইও কোথা ❋ সেই পথ উদ্দেশিয়া বসর চলিল ॥ যেন মত কহিল তেমন সাক্ষি পাইল ❋ দ্বার পন্থে অভ্যন্তরে করিল প্রবেশ ॥ জিজ্ঞাসিল মনিষ্য বচন সবিশেষ কোথা হতে কি কার্য্যে আসিছ মহাশয় ॥ কার্য্য বিবরণ কহ দিয়া পরিচয় ❋ বসরে বলিল মোর সঙ্গে দ্রব্য আছে ॥ সমর্পি কহিমু কথা গৃহশ্বরী কাছে ❋ শুনি গৃহশ্বরী বার্ত্তা শীঘ্র নিস্বরিল ॥ যোগ্যাদরে গৃহে তুলি দিব্যাসন দিল ❋ পাটে মুখ ঢাকি বালা বসি নিস্বরিয়া ॥ জিজ্ঞাসিল বাক্য বহু মিনতি

করিয়া॥শ্রীমন্ত মোহন্ত ছৈয়দ মহাম্মদ খান॥ হীন আলাওলে কহে আদেশে তাহান ॥

ত্রিপদী দক্ষিণ ভাটিয়াল ॥ বসরে বলিল রাই, কহিয়ে তোমার ঠাঁই, রহস্য বচন সমুচিতে॥ কহিতে সে সব কথা, মনে উপর্জ্জয় ব্যথা, না কহিলে না পারি রহিতে ॥ ঈশ্বরের গৃহ হন্তে, ফিরিয়া আসিতে পন্থে, সংহতি মিলিল একজন॥ সুন্দর শরীর ভাতি, উত্তম মনিষ্যাকৃতি, দেখি হরষিত হৈল মন॥ পন্থ ভ্রমি দুই জন, হৈয়া হরষিত মন, নাম গ্রাম হৈল পরিচয়॥ প্রকাশিয়া নিজ গুণ, আপনাকে পুনঃ পুন, বুদ্ধি বহির্ভুত বাখানয়॥ শুনি বাক্য আলাঝাল, কর্ণে যেন ফুটে সাল, মৌনেতে বন্দিলুং নিজ মুখ॥ মন্দগতি ঘোটকেরে, যেন উগ্র অশ্ববরে, পুনঃ পুনঃ হানয় চাবুক ॥ যত কথা জিজ্ঞাসিল, যেন পদুত্তর দিল, যেন মতে কুণ্ড পাশে আইল॥ যেন মতে নিষেধিল, যেন মতে ডুবি মৈল, আদি অন্ত সমস্ত কহিল ॥ দেখি অতি শোক ভাবে, বিস্তর কান্দিয়া তবে, শীঘ্র মহীতলে সমর্পিনু॥ বিচারিয়া বস্ত্ত বস্ত্র, সঙ্গে তার ছিল যত্র, একাশ্বর লইয়া চলিনু ॥ তবে বহু দুঃখ ক্লেশে, প্রবেশিনু এই দেশে, জিজ্ঞাসিনু বসতী তোমার এই দিলুম তোমা আগে, চিনি লও ভাগে ভাগে, সম্বরহ বস্তু আপনার ॥ রাজ সৈন্য মন্ত্রি মুখ, গুনি পাল জ্ঞাতা সুখ, শ্রীযুত ছৈয়দ মহাম্মদ॥ দানে ধর্ম্মে বিভুষিত, বৃত্তি ধিক গুণ চিত, রসিক নাগর বিদগদ ॥ তাহান আরতি শুনে, হিন আলাওলে ভনে, আয়ু বৃদ্ধি হউক বাঞ্ছা সিদ্ধি॥ জগ প্রতিষ্ঠীত নাম, জশ রাশি অনুপাম, সর্ব্বত্রে কল্যাণ করুক বিধি ॥

## ❋ বসরের ও কন্যার পরিচয় এবং কন্যার সহিত ❋ ❋ বিবাহের বিবরণ ❋

দোপদী ছন্দ ॥ রাগ আছায়ারী ❋ বসরে কহিল পুনি শুন বরবালা ॥ যে গেল সে না আসিব তোমা হউক ভালা❋এবেহ মেলানি দেও যাই নিজ স্থান ॥ বিধাতা করুক তোমা সর্ব্বত্রে কল্যাণ ❋ শুনি কন্যা স্বামী স্মরি কান্দি যথোচিত ॥ গদগদ ভাবে কহে বসর বিদিত ❋ মোহন্ত পুরুষ তুমি নরকুল শ্রেষ্ঠ ॥ নাহি দেখি শুনি হেন চরিত্র উৎকৃষ্ট❋ তোমা সম সুপুরুষ জ্ঞানবন্ত দাতা ॥ আমি কি কহিব আর কে দেখেছে কোথা ❋ যেমত কহিলা তুমি আমি নিলক্ষেরে ॥ ভুবন ভিতরে হেন কে কহিব কারে ❋ দেবমণি উদাসিনী মন আছে লোভে ॥ সব জিনি তোমার প্রকৃতি চারু শোভে লোভ বৃক্ষে জন্মে কাম ক্রোধে ধরে ফল ॥ এই লোভ হৈতে হয় যত অমঙ্গল ❋ লোভে পাপ পাপে মৃত্যু হানি লাজ মান সংসারে কি আছে লোভ ক্রোধের সমান ❋ ধন্য তুমি ধন্য ধন্য তোমা মাও বাপ ॥ সুচরিতে তোমার নিছনি করি আপ ❋ আমি ক্ষুদ্র তোমার মহিমা কি কহিব ॥ অতুল মহিমা সব জগতে ঘুসিব ❋ মল্লিকার চরিত্র কহিলা মোকে যত ॥ উদর পুর্ণিত মোর তার গুণ শত ❋ মুঞি হেন নারী সেবা ভক্তিএ প্রবীন ॥ প্রেম ভাব বাক্য না শুনিল একদিন ❋ দুর্ব্বাক্য গঞ্জনা বিনু কার্য্য না করিল ॥ ভ্রমেহ আমার দিকে হাসি না চাহিল ❋ কার সঙ্গে ইষ্ট ভাব না ছিল সংসারে ॥ মত্ত গর্ব্ব অধিক ভাবিত আপনারে❋ পড়শির সহিতে কলহ প্রতি নিত ॥ সতত বিরক্ত ছিল পরিজন চিত

অবিরত আনলে দহিছে মোর মন ॥ নয়ানের নীর মাত্র ছিল নিবারণ ❋ দৈবের নির্ব্বন্ধ তার হস্তে বন্দি হৈলুং ॥ কুকর্ম্ম নজানি দুঃখ সহিয়া আছিলুং ❋ জন্মাবধি স্বামী নারী ভাব না আছিল ॥ তোমার বচনে নব জনম হইল ❋ কোন্ দিন আইসে বলি মনে ছিল ত্রাস॥ আজি পরিবার সঙ্গে হৈল দুঃখ নাশ ❋ স্বামী ভক্তি সর্ব্ব মুক্তি ভাবি নিজ মনে॥ দাসীর অধিক সেবা কৈলুং রাত্র দিনে❋সতত কলহ বিনা না জানিল মুল ॥ যেন বৃক্ষ রোপিল পাইল তেন ফল ❋ কিবা ভাল মন্দ সেই গেল যম দেশ ॥ মন্দ বাক্য অনুচিত মৃত্যু অবশেষ ❋ দুর্জ্জন সেবিয়া কিছু না পাইলুং ফল ॥ স্বামী সেবা ভিন্ন নাহি নারীর কুশল ❋ সেবিলে সুজন স্বামী পাইমু মুকতি ॥ তেকা-রণে তোমারে সেবিতে ইচ্ছামতি ❋ গৃহবাসী ভিন্ন একান্তর না থাকিবা ॥ আমি হেন সুসংযোগ কোথায় পাইবা ❋ দাসী-বৎ তোমারে সেবিমু সর্ব্বথায় ॥ বিধি মজাইল চিত্ত না ঠেলিও পায় ❋ বিধির দাতব্য আছে ব্যয় ধিক চিত ॥ রূপ দরশাও গৃহে যদি লয় চিত❋ এ বলিয়া মুখ পাট করিল অন্তর ॥ অভ্র হস্তে নিস্বরিল পুর্ণ শশধর❋ বসরে চিনিল সেই বদন দেখিয়া শয্যাতে পড়িল শীঘ্র মুর্চ্ছিত হইয়া ❋ অপরূপ দেখি কন্যা জল পাত্র আনি ॥ নিজ হস্তে চক্ষুতে দিল শীতল পানী ❋ ক্ষণেকে চেতন লভি উঠিল বসর ॥ নেত্রাঞ্চল মুখে কন্যা বসিল অন্তর ❋ বসরেত জিজ্ঞাসিল ঈষৎ হাসিয়া ॥ অচেতন হৈলা তুমি কিসের লাগিয়া ❋ বসরে কহিল বালা শুন কহি সার ॥ আজিকার প্রেম নহে তোমার আমার❋ একদিন পন্থ-ক্রমে হইতে প্রকট ॥ উড়াইল পবনে তোমার মুখ পট ❋

তোমারে দেখিয়া চিত্ত নারী ধরাইতে ॥ মুচ্ছিত হইল আমি পাড়িল ভুমিতে ❋ অজানিত বধ করি তুমি গেলা কোথা ॥ মোর মনে জন্মিল ঔষধ হেন ব্যথা ❋ ক্ষমাশীল বসর ঘোষর মোর নাম ॥ অধির বলিব লোকে পাছে যদি জাম❋তোমারে পাইতে না দেখিয়া নিজ শক্তি ॥ প্রভুতে মাগিতে মনে ধরাইলুম ভক্তি ❋ বহু দুঃখে বয়তুল-মোকদ্দেশে গিয়া ॥ মাগিলুং ঈশ্বর স্থানে দণ্ডবত হৈয়া ❋ পন্থের রহস্য যত ঈশ্বর কারণে ॥ সেই বিধি আমারে আনিল এই স্থানে ❋ সেই কর্ত্তা তোমা চিত্তে মায়া জন্মাইল ॥ দুহ চিত্তে বান্ধিয়া সংযোগে মিলাইল ❋ বিধাতা করিল মোর মনোরথ সিদ্ধি ॥ পবিত্র রমণী ধন দিয়া গুণনিধি ❋ এতেক শুনিয়া কন্যা হরষিত মনে ॥ পানিগ্রহ কৈল দুহ শাস্ত্রের বিধানে ❋ চির-কাল আনন্দে গোঁয়াইল দুই জন ॥ যথা ধ্যান তথা লাভ বিধি নিয়োজন ❋ যদি চিন নৃপ কন্যা এখেলাজ নাম ॥ এই কথা কহিল শুনিল বাহরাম ❋ নানাবিধ রত্ন অলঙ্কার বস্ত্র দিয়া ॥ শয়ন করিল কন্যা বক্ষে লাগাইয়া ❋ বৃক্ষ আদি বনস্পতি নীলবর্ণ ধরে ॥ নীলবর্ণ নয়ানের যুতি ধিক করে ❋ ফিরিস্তা সবুজ বর্ণ জাহিদ ফকির ॥ পক্ষী মধ্যে সুপণ্ডিত নীল বর্ণ কীর ❋ ধান্য আদি শস্য যত জীব রক্ষাকারী ॥ অঙ্কুর হইতে সব নীল বর্ণধারী ❋ বহু মুল্য ধরে যুতিমন্ত নীলমণি ॥ নীলবর্ণ দেব হিন্দু দেব শ্রেষ্ঠ মানি ❋ শ্রীযুত ছৈয়দ মহাম্মদ গুণবান ॥ ভুবন ভরিয়া যার কীর্ত্তির বাখান ❋ এই পরস্তাব শুনি অন্তর হরিষে ॥ হীন আলাওল বাক্য অমিয়া বরিষে ❋

——ঃ০❋০ঃ——

 ❋ পয়কর ❋

❋ মঙ্গলবারের প্রসঙ্গ ❋

❋ শীরিনোস কন্যার বিবরণ ❋

ত্রিপদী ছন্দ ❋ প্রভাতে মঙ্গলবারে, বাহরাম আসিবারে, যে গৃহে মঙ্গল অধিষ্ঠান ॥ পরিয়া রাতুল বাস, পুরাইতে মন আশ, চলিল যেহেন প্রাতঃভান ❋ ছকল্লাব রাজকন্যা, সর্ব্ব গুণে রূপে ধন্যা, সেই গৃহে শীরিনোস নাম ॥ রক্ত বাস জড়তার, মণি মুক্তা অলঙ্কার, সঙ্গে সখিগণ অনু-পাম ❋ নানান সৌরভ অঙ্গে, নৃত্য গীত রঙ্গে ভঙ্গে, গৃহের সীমায় দাণ্ডাইল ॥ দেখি বাহরাম রায়, মোহিত কটাক্ষ ঘায়, প্রণামিয়া করেতে ধরিল ❋ হেরিয়া ভঙ্গিমা দৃষ্টি, করিয়া সুগন্ধি বৃষ্টি, গৃহ মাঝে করিল প্রবেশ ॥ নানা রসে নানা ভোগে, কেলিকলা সুসংযোগে, হাস্যোল্লাসে দিন অবশেষ❋ নির্ব্বাহিয়া সুখ রতি, যবে গেল অর্দ্ধ রাতি, কন্যাকে কহিল বাহরাম ॥ শুন শুন প্রাণসমা, কলাবতি অনুপমা, কহ এক প্রসঙ্গ উপাম ❋ করিয়া ভকতি অতি, প্রণামিয়া প্রাণ-পতি, বলে নৃপ শত্রু হৌক নাশ ॥ আয়ু ধন যশ বৃদ্ধি, সর্ব্ব রক্ষা করৌক বিধি, পুরাউক মনের যে আশ❋নৃপ কর্ণ যোগ্য বাণী, আমি কি কহিতে জানি, অলংঘিত ঈশ্বর আদেশ ॥ তেকারণে মনোগত, শুনিয়াছি যেই মত, মোহন্ত জনের উপদেশ ❋ ছৈয়দ মহাম্মদ খান, গুণিগণ মর্ম্ম জান, পাইয়া তাহান মহারতি ॥ হীন আলাওল বাণী, সরস পয়ার খানি, সুকোমল মধুর ভারতি ❋

পয়ার ॥ রাগ খর্ব্ব ছন্দ ❋ ছকল্লব দেশে ছিল এক মহীপাল ॥ বহুল ঐশ্বর্য্য ধন ছিল চিরকাল ❋ সুচারু নির্ম্মল

ভুমি অতি মনোরম ॥ কদর্য্য বর্জ্জিত মহী দেখিতে উত্তম ❋
তার ঘরে এক কন্যা অতি মনোরম ॥ সে কালে না ছিল
কেহ তার রূপ সম ❋ ঘন ছত্র জিনিয়া সুগন্ধি কেশভার ॥
ললাট পাটিকা বাল্য চন্দ্রিমা আকার❋ গৃধিনী নিন্দিত দিব্য
শ্রবণ যুগল ॥ কামের কোদণ্ড ভুরু আঁখি নীলোৎপল ❋
মোহয় কটাক্ষ বাণে যার দিকে হেরে ॥ সম দৃষ্টে অরুণ
চাহিতে কোনে পারে❋ শুক চঞ্চু নাসিকা অধর বিম্বু ফল ॥
জিনিয়া মুকুতা পাতি দশন উজ্জ্বল❋পুর্ণচন্দ্র মুখগিম নীলকণ্ঠ
জিত ॥ কণ্ঠ হেরি কুম্ভবর সমুদ্রে লুকিত ❋ হেম বিম্বু জিনি
কুচ হেন মনোহর ॥ কনক মৃণাল জিনি ভুজ যুগবর❋করতল
হেরি রক্ত উৎফল যে বুলি ॥ কনক চম্পক কলি জিনিয়া
অঙ্গুলি ❋ কটিহরি কুম্ভকরি জিনিয়া নিতম্ব ॥ শ্রীরাম কদলি
জিনি উরুযুগ রম্ভ ❋ রাতুল কোমল পদ গজরাজ গামা ॥ মৃদু
হাসি কটাক্ষে ভুবন মোহে রামা❋ সেই নৃপ দেশে ছিল এক
মহা গুণি॥বুদ্ধিবলে পরাজয় কিবা সুরমনি❋স্থানে বসি দেখে
স্বর্গ নক্ষত্রের গতি ॥ তিলিস্মাত বিদ্যা গুণে সুপারগ অতি❋
ছটক কুহক বিদ্যা জানে হেন মত ॥ অসত্য ধান্দারী কর্ম্ম হয়
সত্য মত❋চিত্র কর্ম্মে কার্য্যেত পারগ অতি হয় ॥ যার যেই বর্ণ
মুর্ত্তি অভেদে লেখয় ❋ আর বহু বিদ্যাগুণ জানে বহুকলা ॥
তার স্থানে সমস্ত শিখিল রাজবালা ❋ রূপে গুণে অধিক
জগতে বলে ধন্যা ॥ কোন নৃপ গৃহেত না ছিল হেন কন্যা ❋
কন্যার বাখান প্রসারিল পৃথিবীত ॥ রূপে গুণে সুচরিতা
দ্বিতীয় বর্জ্জিত ❋ তাহা শুনি প্রতি দেশ হন্তে রাজগণ ॥
কন্যার বিবাহ হেতু আইসে প্রাণ পন ॥ কেহ২ ধন দর্শাইল

কেহ বল ॥ সম্মত না পাই ফিরি গেলেক সকল ❋ মনবাঞ্ছা কহি কন্যা পিতার গোচরে ॥ এক গড় আরোপিল পর্ব্বত উপরে ❋ উদশীলা বন্ধ কৈলা অতি উচ্চতর ॥ শিখর উপরে যেন জর্ম্মিল শিখর ❋ তাহার অন্তরে দিব্য গৃহ যে নির্ম্মিল ॥ নৃপ আজ্ঞা লই কন্যা তথাতে রহিল ❋ চতুর্দ্দিকে পন্থ সব বুদ্ধির প্রকারে ॥ শতেক যতনে কেহ উঠিতে না পারে ❋ পুরিতে উঠিতে মাত্র রাখি এক পথ ॥ তিলিছমাতে বন্দি কৈলা দুয়ার বেকত ❋ দুয়ার অবধি পদ আরোপিল লক্ষ ॥ দেখিতে সুসম অতি উঠিতে অশক্ষ ❋ হেটের প্রথম লক্ষ পর্ব্বতে উঠিতে ॥ এক খর্গ টাঙ্গি তথা রাখিল যে গুপ্তে❋যেই জন আসি হেথা পর্ব্বতেতে উঠে ॥ সেই খর্গ আসি শীঘ্রে তার মুণ্ড কাটে ❋ বিদ্যা গুণে অদেখা করিল গড় দ্বার ॥ এক ঢোল টাঙ্গি থুইল পাশেত তাহার ❋ জ্ঞানেতে অশক্ষ কর্ম্ম হইল কুশল ॥ শীতেরে উষ্ণতা করে উষ্ণেরে শীতল ❋ বিদ্যায় চালায় কার্য্য গড়েত বিশ্রাম ॥ গড়েশ্বরি কন্যা বলি হৈল তার নাম ❋ আপনা মুরতি লিখি দিব্য এক পটে ॥ সমাচার যতেক লিখিয়া তার হেটে ❋ যাহার অবধি থাকে পিরিতি আমার ॥ গিরি পথে উঠিয়া ভেটহ গড় দ্বার ❋ দ্বার মেলি যদি পুরি মধ্যে প্রবেশিব ॥ আমার বচন তার শ্রবণে শুনিব ❋ তবে মোর পিতা নৃপতির গৃহে গিয়া ॥ হরিষে রহিব তথা অতিথি হইয়া ❋ আমি আসি পঞ্চ কথা ইঙ্গিতে পুছিব ॥ যোগ্য পদুত্তর দিলে আমারে পাইব ❋ যদি দিতে নারে বচনের পদুত্তর ॥ পরিশ্রম বৃথা হৈব ফিরি যাইব ঘর ❋ এই মতে লিখি সেই পটের অন্তরে ॥ টাঙ্গিয়া রাখিল নৃপতির

গড় দ্বারে ❋ এই শব্দ প্রসারিল দিগ দিগান্তর ॥ শুনি সাজি আইল বহু রাজার কুমার ❋ উঠিতে পর্বত পন্থ শিরচ্ছেদ হয় চিত্রপট পাসে আনি মস্তক টাঙ্গয় ❋ তথাপিহ চিত্রপট হেরে যেই জন ॥ প্রেমভাবে ভুলি সেই ইচ্ছয় মরণ ❋ মনে ভাবে অবশ্য মরণ একদিন ॥ সদা জিয়ে মৈলে প্রেম ভাবে হৈয়া লীন ❋ এই মতে বহুল নৃপতি আসি মৈল ॥ ত্রাশ পাই পুনি আর কেহ না আইল ❋ ছকল্লাব দেশে এক নৃপতি কুমার ॥ রূপে গুণে পারগ জরিপ নাম তার ❋ সে যদি শুনিল সেই কন্যার বাখান ॥ বনিজার রূপ ধরি গেল সেই স্থান ❋ রাজদ্বারে দেখে সেই পটের পুতলি ॥ আখি প্রাণ পুতলি করিতে চাহে বলি ❋ যেই যেই অঙ্গে দৃষ্টি করে যুবরাজে ॥ অন্যত্রে না চলে মন তথা আসি বাজে ❋ অত্যা-ধীর চক্ষু নীর চিত্ত নহে স্থির ॥ কাচা কাষ্ঠে অগ্নি লাগে যেন শ্রবে নীর ❋ অন্তর্গতে ভাবানলে প্রবল জলিল ॥ সেই মুর্ত্তি দেখি মাত্র সমস্ত দহিল ❋ হেরিতে হেরিতে যদি মুর্চ্ছিত হইল ॥ চিত্তের মুকুরে রূপ প্রকাশিত হৈল ❋ প্রকাশিলে নয়ানে সাক্ষাৎ সে মুরতি ॥ মুদিলে অন্তরে প্রকা-শয় সেই যুতি ❋ যেই দিকে হেরে ব্যক্ত হয় সেই রূপ ॥ এক মাত্র করে দিব্য ভাবেত স্বরূপ ❋ এইরূপে মন রাজ হৈল হৃত মতি ॥ বুদ্ধি পাত্রে যদি দিল চিত্তের যুকতি ❋ এই কামে যেই গামে পরাণ হারায় ॥ পুরুষতা বলি প্রাণ রাখি বাঞ্ছা পায় ❋ এই ভাবি কিঞ্চিৎ করিয়া স্থির মন ॥ আগে চেষ্টা দৈবে পাছে যত্ন প্রাণপণ ❋ অন্যত্রে যাইতে নারে মুরতি এড়িয়া ॥ তেকারণে দিব্য পট লইল লিখিয়া ❋ তথা হস্তে

কুমার আসিয়া নিজ দেশ॥ অবিরত করে মহা গুণের উদ্দেশ
নানা স্থানে বিচারি চাহিল পুনি পুনি॥ ইউনান দেশেতে
পাইল এক-মহা গুণী ❋ সর্ব্ব বিদ্যা গুরু সেই বাক্য সিদ্ধি
কায়॥ মন্ত্রেতে দেবতা তিলে ভুমিতে নামায় ❋ ভুবন
মোহন আকর্ষণ উচাটন॥ উলট উড়ন জালে সারন মারন ❋
প্রকারে মারন জানে আপ্ত দ্বারকারি॥ আর যত গুণ ধরে
কি লিখিতে পারি ❋ কুমারে জানিল সেই প্রত্যক্ষের দেবা
অতি ভক্তিভাবে গিয়া ইচ্ছিলেক সেবা ❋ কায় বাক্যে
ধনে প্রাণে সেবে অতিশয়॥ ভক্ষ নিদ্রা ত্যাজি নিশি দিবস
সেবয় ❋ ক্ষণে ক্ষণে হস্ত পা ও চিপে ক্ষণে গাও॥ যোগায়
আরতি দিব্য বুঝি মন ভাও ❋ নিজ স্কন্ধে মোসক ভরিয়া
আনে জল॥ যোগায় আপনা হস্তে তাতল শীতল ❋ মনের
আরতি বুঝি শীঘ্রে করে কর্ম্ম॥ অন্য শিষ্যে সেবকে না বুঝে
তার মর্ম্ম ❋ সেবক আর শিষ্যে কিবা মাগে যেই জন॥ শীঘ্রে
গিয়া তুষ্ট করে সে সবের মন ❋ কত দিন এই মতে যদি
সেবা কল্লা॥ মহাজন চিত্তে বহু মায়া উপর্জ্জিলা ❋ জিজ্ঞা-
সিলা কি মানস আছে তোমা মনে॥ নিস্কপট হৈয়া কহ
মোর বিদ্যমানে ❋ তোমার সেবায় হৈনু অতি তুষ্ট মন॥
যেই বাঞ্ছা মনে আছে পুরিমু এখন ❋ সেবা ভক্তি বশ দেখি
পুরুষ মোহন্ত॥ দর্শাইয়া পট কহিলেক আদি অন্ত ❋ পট
হেরি ঈষৎ হাসিয়া মহাজন॥ কহিল কিঞ্চিৎ হাসি মধুর বচন
আমিও শুনেছি সে কন্যার বিবরণ॥ অল্প কার্য্য লাগি
কেনে চিন্তা কর মন ❋ মোর আজ্ঞা মাত্র হয় সিদ্ধি এই কাজ
তথাপিয় আগে জ্ঞান শিখ যুবরাজ ❋ তবে বিদ্যা অভ্যাস

কুমার আসিয়া নিজ দেশ॥ অবিরত করে মহা গুণের উদ্দেশ
নানা স্থানে বিচারি চাহিল পুনি পুনি॥ ইউনান দেশেতে
পাইল এক মহা গুণী ❋ সর্ব্ব বিদ্যা গুরু সেই বাক্য সিদ্ধি
কায়॥ মন্ত্রেতে দেবতা তিলে ভুমিতে নামায় ❋ ভুবন
মোহন আকর্ষণ উচাটন॥ উলট উড়ন জালে সারন মারন ❋
প্রকারে মারন জানে আপ্ত দ্বারকারি॥ আর যত গুণ ধরে
কি লিখিতে পারি ❋ কুমারে জানিল সেই প্রত্যক্ষের দেবা
অতি ভক্তিভাবে গিয়া ইচ্ছিলেক সেবা ❋ কায় বাক্যে
ধনে প্রাণে সেবে অতিশয়॥ ভক্ষ নিদ্রা ত্যাজি নিশি দিবস
সেবয় ❋ ক্ষণে ক্ষণে হস্ত পা ও চিপে ক্ষণে গাও॥ যোগায়
আরতি দিব্য বুঝি মন ভাও ❋ নিজ স্কন্ধে মোসক ভরিয়া
আনে জল॥ যোগায় আপনা হস্তে তাতল শীতল ❋ মনের
আরতি বুঝি শীঘ্রে করে কর্ম্ম॥ অন্য শিষ্যে সেবকে না বুঝে
তার মর্ম্ম ❋ সেবক আর শিষ্যে কিবা মাগে যেই জন॥ শীঘ্রে
গিয়া তুষ্ট করে সে সবের মন ❋ কত দিন এই মতে যদি
সেবা কল্লা॥ মহাজন চিত্তে বহু মায়া উপর্জ্জিলা ❋ জিজ্ঞা-
সিলা কি মানস আছে তোমা মনে॥ নিষ্কপট হৈয়া কহ
মোর বিদ্যমানে ❋ তোমার সেবায় হৈনু অতি তুষ্ট মন॥
যেই বাঞ্ছা মনে আছে পুরিমু এখন ❋ সেবা ভক্তি বশ দেখি
পুরুষ মোহন্ত॥ দর্শাইয়া পট কহিলেক আদি অন্ত ❋ পট
হেরি ঈষৎ হাসিয়া মহাজন॥ কহিল কিঞ্চিৎ হাসি মধুর বচন
আমিও শুনেছি সে কন্যার বিবরণ॥ অল্প কার্য্য লাগি
কেনে চিন্তা কর মন ❋ মোর আজ্ঞা মাত্র হয় সিদ্ধি এই কাজ
তথাপিয় আগে জ্ঞান শিখ যুবরাজ ❋ তবে বিদ্যা অভ্যাস

করিল কত দিন ॥ সর্ব্ব কার্য্য ত্যাগে এক ভাবে হৈয়া লীন ❋ বুদ্ধিমন্ত কুমার আগেহ ছিল গুণী ॥ অল্প কালে শিখিল গুরুর মুখে শুনি ❋ গুরুর কৃপায় হয় দুর্গম সুগম ॥ গুরু সেবা করে যেই সে নর উত্তম❋মেলানি মাগিতে যদি পড়িল চরণে ॥ সিদ্ধি বর দিল গুরু হরষিত মনে ❋ খর্গ নিবারণ আর দুয়ার মোচন ॥ কহিছোঁ উপায় তার রাখিও স্মরণ ❋ যেই বাক্য তোমারে জিজ্ঞাসে কন্যাবর ॥ সমর্থ হইয়া দিও তার পদুত্তর ❋ বিদ্যা শিখি বর পাই হই আনন্দিত ॥ নিজ দেশে আইল শীঘ্র গমন তুরিত ❋ হয় হস্তি পয়দল রাজ সাজ সঙ্গে ॥ গড় পন্থ উদ্দেশিয়া চলে মন রঙ্গে ❋ পর্ব্বত উপরে গিয়া মারিল হুঙ্কার ॥ গোপতে আছিল খর্গ হইল প্রচার ❋ গুরু বাক্যে বর্ম্ম চর্ম্ম কৃপাণ নিবারি ॥ উপরে উঠিল সেই খর্গ হস্তে ধরি ❋ দণ্ড হস্তে লই সেই ঢোলের নিকট ॥ দশ বাড়ি ঘায়ে হৈল দুয়ার প্রকট ❋ ব্যাক্ত হইল দ্বার না হয় মুকত ॥ পুনি ঢোলে দণ্ড প্রহারয় সেই মত ❋ যত বাড়ি দুয়ারে মারয় মন কল্পে ॥ প্রতি ঘায়ে দুয়ার প্রকাশে অল্পে অল্পে ❋ এক শত বাড়ি গণি মারিল নির্জ্জাস ॥ সমস্ত দুয়ার তবে হইল প্রকাশ ❋ কন্যা মনে ভাবে এই আইসে লৈয়া ভেদ ॥ প্রথম পৈটাতে তার হৈত শিরচ্ছেদ ❋ সে সঙ্কট তরি আসি দুয়ার মেলিল ॥ আমার সংযোগ যোগ্য এই সে আইল আমার অধিক এ কুমার গুণবন্ত ॥ পারিব উত্তর দিতে পুরুষ মোহন্ত ❋ এই ভাবি উত্তম মনুষ্য পাঠাইয়া ॥ নিজ গৃহে নিল বহু আদর করিয়া ❋ রাজ যোগ্য আসনে বসিতে দিল স্থান ॥ কর্পুর সংযোগে দিব্য দিল গুয়া পান ❋ বিবিধ

সৌরভ বাছি বাছিয়া উত্তম ॥ অঙ্গেত লাগাইল আগে যেন চতুর্গম ❋ অন্তস্পট আড়ে কন্যা বসিয়া আপনে ॥ কহিতে লাগিল বহু গৌরভ বচনে❋মোহন্ত পুরুষ তুমি গুণ-বন্ত ধীর ॥ বিদ্যা গুণে রক্ষা কৈলা আপনা শরীর❋বিদ্যাবন্ত লাগিয়া দুস্কর কৈনু কর্ম্ম ॥ বহু প্রাণী বধ কৈনু না ভাবিয়া ধর্ম্ম গুরু সেবি হৈলুং অল্প বিদ্যায় কৌশল ॥ বিদ্যা হীন সেবার না দেখি কিছু ফল ❋ এ লাগি দুস্কর কর্ম্ম করিয়া আছিলুং ॥ বহুদিনে বিদ্যাবন্ত পুরুষ পাইলুং ❋ এবে চলি যাও তুমি পিতার সম্পাসে ॥ অতিথের রূপে গিয়া যঞ্চহ হরিষে ❋ আমিহ যাইব কালি পিতার ভবনে ॥ পুছিব ইঙ্গিতে যেই কথা আছে মনে ❋ যদি দিতে পার তার যোগ্য পদুত্তর ॥ সেবিমু তোমার পদ পাই যোগ্য বর ❋ দিতে না পারিলে বচনের পদুত্তর ॥ যেন মতে আসিয়াছ যাবে গৃহান্তর ❋ তাহা শুনি কুমার হইয়া হরষিত ॥ অতিথের রূপে গেল নৃপতি বিদিত ❋ পট পাশে টাঙ্গিত আছিল যত শির ॥ মৃত্তিকাতে সমর্পিল কুমার সুধির ❋ আদর করিয়া নৃপে দিল দিব্য স্থল ॥ নিয়মিত যোগ্য ভক্ষ দিলেক সকল ❋ আর দিন রাজকন্যা পিতৃগৃহে আসি ॥ যতেক রহস্য কথা কহিল প্রকাশি ❋ প্রাতঃকালে নিমন্ত্রিয়া আনিল কুমার ॥ ভুঞ্জাইল সুভোজন বিবিধ প্রকার❋নানাবিধ সু-সৌরভ পরিয়া আনন্দে বুদ্ধিবন্ত সভাসদ বসাই সুছন্দে ❋ আপনার স্থানেতে কুমারে বসাইয়া ॥ গৃহান্তরে নরপতি বসিলেক গিয়া ❋ কন্যা পার্শ্বে বসি নৃপ হরষিত মনে ॥ নিরক্ষয় কি কর্ত্তক করে দুই জনে ❋ ক্ষুদ্র মুক্তা যুগল সখির হস্তে দিয়া ॥ কুমার সাক্ষাতে কন্যা

দিল পাঠাইয়া ❋ কুমার দেখিয়া মনে কল্পিয়া উত্তর ॥ আর তিন মুক্তা দিয়া তাহার উপর ❋ বলিলেক লৈয়া যাও কন্যার সাক্ষাতে ॥ আর কি পাঠায় তাহা আন সহসাতে ❋ পঞ্চ মুক্তা দেখি কন্যা ঈষৎ হাসিয়া ॥ সেই মুক্তা সক্করেতে মিশ্রিত করিয়া ❋ কুমার সাক্ষাতে পুনি দিল পাঠাইয়া ॥ পত্যুত্তর দেখে কল্পি মনেত ভাবিয়া ❋ গোপী স্থানে মাগি লৈল দুগ্ধ এক বাটি ॥ সর্করা ঢালিয়া বলে চলহ পলটি ❋ তা দেখিয়া চন্দ্রমুখি হৈয়া তুষ্টমান ॥ আদর স্বরূপে সেই দুগ্ধ কৈল্য পান ❋ তবে কন্যা অঙ্গুরি খসাই হস্ত হস্তে ॥ সখি স্থানে দিল নিতে কুমার সাক্ষাতে ❋ বলিলেক তিল এক বিলম্বিয়া যাও ॥ কিঞ্চিৎ লুকাই কুমারের হস্তে দাও ❋ আজ্ঞা অনুরূপ সুচরিতা সহচরী ॥ কুমার সাক্ষাতে আনি দিল সে অঙ্গুরি ❋ কুমারে রহস্য বুঝি ঈষৎ হাসিয়া ॥ অঙ্গুরি লইয়া নিজ আঙ্গুলে পরিয়া ❋ তবে সখি স্থানে পুনি কহিল কুমার ॥ শীঘ্র আসি দরশাও কিবা আছে আর❋কন্যা পাসে আসি সখি কহে বার্ত্তা সার॥কুমারে অঙ্গুরি লই পৈরে নিজ কর আদেশিল আর কিবা আছে আন দেখি ॥ বার্ত্তা শুনি সুবদনী হইলেক সুখি ❋ বলিলেক মোর বাক্য হৈল অবসান ॥ কুমা-রের এক বাক্য মোর পাশে আন ❋ বিজ্ঞ সখি সুধামুখি কুমারের স্থানে ॥ কহিলেক এক কথা জিজ্ঞাস আপনে ❋ তাহা শুনি মনে গুণি হরষিত হৈয়া ॥ তম নাশে এক রত্ন দিল পাঠাইয়া ❋ দিব্য রত্ন পাই শিরে লৈল কলাবতী ॥ নৃপতিত কহিল পাইনু যোগ্য পতি ❋ আমা হেন সর্ব্ব গুণে কুমার পুজিত ॥ বিবাহের কার্য্য এবে করহ তুরিত ❋ রাজা বলে

বিলম্ব না হৈব সুভকার্য্য ॥ মনবাঞ্ছা বিধি আনি দিছে নিজ রাজ্য ❋ কি বচন ইঙ্গিতে কহিলা দুই জনে ॥ না বুঝিল বিচারিয়া কহ মোর স্থানে ❋ কন্যা বলে আগে যুগ মুক্তা পাঠাইলুম ॥ দুই দিন জীবন যে ইঙ্গিতে করিলুম ❋ একদিন আসিছি যাইমু আর দিন ॥ প্রভু ভাব ত্যজি কেনে অন্য ভাবে লীন ❋ কুমারে তাহাতে দিয়া আর মুক্তা তিন ॥ জানাইল ইঙ্গিতে জীবন পঞ্চ দিন ❋ সপ্ত দিন মধ্যে দুই উৎপত্তি মরণ ॥ মধ্যে পঞ্চ দুঃখ সুখ ভুঞ্জিতে কারণ ❋ কর্ম্ম অনুরূপে জগ ভুঞ্জে পঞ্চ দিন ॥ যদি নহে সুখে ভোগ প্রেম ভাবে লীন ❋ যেই জন শুন্য গৃহে অথিতের প্রায় ॥ যেন মতে আইল তেন মতে ফিরি যায় ❋ পুনি পাঠাইলুম মুক্তা সক্করা মিশাই ॥ কামভাবে ধন প্রাণ ইঙ্গিতে জানাই ❋ এই পঞ্চ দিন ধন লোভে কামভাবে ॥ পাপে নির্ব্বাহিলে প্রভু সেবা আর কবে ❋ পুনি দুগ্ধে মিশাইয়া পাঠাইল সত্তর ॥ পৃথকে পৃথকে দিল তিন পত্রুত্তর ❋ শ্বেতবর্ণ দুগ্ধ হয় সর্ব্ব ভক্ষ শ্রেষ্ঠ ॥ জানাইল ধর্ম্মকর্ম্ম সভার উৎকৃষ্ট ❋ ক্ষীরের সংযোগে যেন সক্করা মিলায় ॥ ধর্ম্মে কর্ম্মে অধিক পাতক নাশ পায় ❋ কামভাব জগ উৎপত্তির মুল পন্থ ॥ কামভাবে জ্ঞান মুক্তি কেবা জানে অন্ত ❋ আপনে ভাবিনী সেই আপনে ভাবক ॥ তার রূপ ভিন্য নহে পুরুষ সুচক ❋ কামভাব লক্ষে আত্মা গর্ব্ভে জন্মে গিয়া ॥ কামভাবে দুগ্ধ হয় সবে জিয়ে প্রিয়া ❋ সক্করা মিশাইল সেই মুকুতা রহিল ॥ ধন হস্তে সুখ ধর্ম্ম ইঙ্গিতে কহিল ❋ কৃপণতা ত্যজি ধর্ম্ম কর্ম্ম যদি করে ॥ এই স্থানে থাকি স্বর্গ কিনিবারে পারে ❋ ইঙ্গিতে প্রথমে করি

মহা বস্তু দান ॥ তেকারণে ভক্তি করি ক্ষীর কৈলুম পান ❀ তবে পুনি করের অঙ্গুরি পাঠাইলুম ॥ প্রিতিভাব করি তারে ইচ্ছায় বরিলুম ❀ কুমারে ইঙ্গিতে বুঝি করেত পরিল ॥ নিজ প্রিতিভাব করি মনে দড়াইল ❀ তবে আমি কহি পাঠাইলুম তার স্থানে ॥ ইঙ্গিতে বচন এক জিজ্ঞাস আপনে পাঠাইয়া দিল এই রতন অমুল ॥ তিমির উজ্জ্বল করে দিতে নাহি তুল ❀ বলিলেক যদি কর জগতে বিচার ॥ আমি হেন পতি কভু না পাইবা আর ❀ শুনিয়া আনন্দে নৃপ বাহির হইল ॥ কুমারকে মান্য করি বহু প্রশংসিল ❀ কল্যাণ উৎসবে বিভা দিল রাজনীতি ॥ কন্যা কুমারের হৈল অখণ্ড পিরীতি ❀ কন্যা যোগ্য বর বিধি মিলাইল আপনে ॥ না হয় অসাধ্য সিদ্ধি প্রভু কৃপা বিনে ❀ বিধি পুরাইল জান দোহান বাঞ্ছিত ॥ হিন আলাওল বাক্য সুধা লহরিত ❀ সর্ব্ব জগ উজ্জ্বল রাতুল প্রাতসুর ॥ সধবা নারীর চিহ্ন রাতুল সিন্দুর ❀ বসন্তে উজ্জ্বল মহী রাতুল পল্লবে ॥ যত পুষ্প সুভিত যতেক বৃক্ষ সবে ❀ নানা বর্ণ আনি দিলে শিশুর সাক্ষাত ॥ সব এড়ি রক্ত বর্ণে আগে দেয় হাত ❀ যুতি মধ্যে রক্তবর্ণ বস্ত্র বহু মুল ॥ কোন রত্ন না হয় মাণিক্য সমতুল ❀ যদি শীরিনোস ছকল্লাব নৃপ সুতা ॥ কহিলেক এ প্রসঙ্গ রসময় যুতা ❀ বাহরামে সুনি আনন্দিত অতি হৈয়া ॥ শয়ন করিল কন্যা বক্ষে লাগাইয়া ❀

❀ বুধবারের প্রসঙ্গ ❀

❀ লাজ পরী কন্যার বিবরণ ❀

রাগ আশাবরী জমক ছন্দ ❀ বুধবারে বাহরাম নৃপ

মহামতি ॥ কবোদ ফিরোজ বর্ণ গৃহে কৈল্লা গতি ❋ নানান সুগন্ধি পরী মন হরষিতে ॥ মত্ত কর্ম্মে চলিলেক ফিরোজার ভিতে ❋ বরবস্ত্র হরছত্র ভুষিয়া সুছন্দে ॥ স্বর্গবন্ত টঙ্গি মাঝে চলিল আনন্দে ❋ খোয়ারাজি রাজ কন্যা লাজ পরী নাম ॥ পরিয়া কবোদ বর্ণ বস্ত্র অনুপাম ❋ ফিরোজার রত্ন অলঙ্কার সর্ব্ব অঙ্গে ॥ গৃহের সীমায় আসি দাণ্ডাইল রঙ্গে ❋ গোমেদ্দ ভুষিত অঙ্গে শত সংখ্যা সখি ॥ ক্ষেমা নাশি মৃদু হাঁসি সুধা চারুমুখি ❋ সৌরভ পুর্ণিত অঙ্গ গন্ধ পায়ে হাতে ॥ নক্ষত্র মণ্ডলে যেন শশধর সাতে ❋ হেনকালে বাহরাম তথা উপ-স্থিত ॥ রঙ্গিম কটাক্ষ শরে হইল মোহিত ❋ মৃদু হাসি সুধা বৃষ্টি করি কলাবতি ॥ করেতে ধরিয়া সান্তাইল নিজ পতি ❋ গৃহের মাঝারে নিয়া করিল প্রবেশ ॥ নানা সুখরসে হৈল দিন অবশেষ ❋ রজনীতে নির্ব্বাহিল কেলি-কলা রতি ॥ নৃপ বলে এক কথা কহ কলাবতি ❋ ভুমে শির দিয়া কন্যা করি আশী-র্ব্বাদ ॥ আয়ু বৃদ্ধি বাঞ্ছা সিদ্ধি পুরোক মনসাধ ❋ নৃপ মন-বশ প্রায় নাহি জানি কথা ॥ না শোভে অম্বল জল সুধা ভক্ষ যথা ❋ তবে কি ঈশ্বর আজ্ঞা না যায় লংঘন ॥ প্রকাশিমু যেন মত আছয়ে স্মরণ ❋ সাম দেশে পুরুষ মোহন নামে এক ॥ ধনবন্ত বিদ্যাবন্ত রূপে অতিরেক❋ সর্ব্ব দেশে প্রচার আছিল তার গুণ ॥ অতিথ ভক্তিয়ে ধর্ম্মে কর্ম্মেতে নিপুণ ❋ দিব্য এক উদ্যান পুর্ণিত ফুল ফল ॥ মাঝে মাঝে টঙ্গি সব অধিক উজ্জ্বল❋উজ্জ্বল যামিনী এক দিবস সমান ॥ মন সুখে গৃহেতে করিল সুরাপান ❋ প্রবিন জ্বালায় অঙ্গ ছটফট করে ॥ নিস্মরি বসিল গিয়া টঙ্গির উপরে ❋ মধু জিনি টঙ্গিতে বহয় শুদ্ধ

বাও ॥ শীতল সৌরভে শীঘ্র যুড়াইল গাও ❋ অন্দর বাহিরে বসি আছে একাশ্বর ॥ আসিয়া পুরুষ এক মিলিল সত্বর ❋ নিকটে আইল যদি দেখিয়া চিনিল ॥ ভাগি করি তাহারে বাণিজ্যে পাঠাই ছিল❋ বলিলেক নিশি বহি গেলেক প্রহর ॥ হেনকালে কি লাগি আইলা একাশ্বর ❋ প্রণামিয়া কহিল বচন সবিশেষ ॥ দুরের গমনে হৈল দিন অবশেষ❋ তৃণ বিনে দুঃখ পায় শ্রান্ত বৃষখর ॥ দেশে প্রবেশিতে নারি রহিল বাহির তোমারে দেখিতে অতি মন উত্তরোল ॥ তেকারণে আসিনু না শুনি কার বোল ❋ তোমার দর্শনে মোর সান্ত হৈল প্রাণ রহিতে না পারি পুনি যাইমু সেই স্থান ❋ বহু মুল্য দ্রব্য আনিয়াছি বহুতর ॥ হেম রত্ন আদি বস্ত্র কস্তুরি অম্বর ❋ সঙ্কট ত্বরিয়া আসি লংঘিলুম এথায় ॥ লভ্যাধিক একে দশ হইবে তথায় ❋ শুভ বার্ত্তা কহিতে আইলুম এই স্থানে ॥ দেখিনু তোমারে এবে যাই তুষ্ট মনে❋ এতেক কহিয়া ফিরি চলিল তুরিত ॥ মোহনের মনে হৈল অতি হরষিত ❋ বহু ধন শুনি শ্রদ্ধা হৈল দেখিবার ॥ টঙ্গি হৈতে নামি শীঘ্রে মেলিল দুয়ার ❋ একাশ্বর চলিল তাহার পাছে পাছে ॥ পরিজন জানে সেই উদ্যানেতে আছে ❋ অগ্রগামী নিঃশব্দে চলিয়া যায় বেগে ॥ সেই গতি মোহনে ধাইল লগে লগে ❋ দুই জাম অবধি ধাইল পাছে পাছে ॥ মোহনে ভাবিল নিশি অল্প মাত্র আছে ❋ দুই দণ্ড বাট নহে ধাই দুই জাম ॥ মদমত্ত ভরমে করিনু নষ্ট কাম ❋ তুরিতে চলিল বেগে মনে করি কোপ ॥ দেখিতে দেখিতে সঙ্গি হইল আলোপ ❋ চৌদিক পর্ব্বত মাঝে ডাঙ্গর প্রান্তর ॥ যাইতে পর্ব্বত কাছে উদিল

ভাস্কর ❋ প্রাতঃকালে চারিদিকে নিরক্ষিয়া চায় ॥ কোথা হন্তে কোথা আইল ভাবিয়া না পায় ❋ মত্ত ভোর শেষে জাগরণ চতুর জাম ॥ দুর স্থান ধাই আসি না কৈল্ল বিশ্রাম ❋ অলক্ষিতে শরীর লাড়িতে নারে মেলি ॥ আঁখি প্রকাশিতে নারে পড়ে ঢলি ঢলি ❋ বহুল যতনে গিরি নিকটে আসিয়া ॥ মন দুঃখে বৃক্ষতলে রহিল শুইয়া❋ দুই জাম বহি যদি অরুণ হানিল ॥ রৌদ্র জালে ছন্ন হৈয়া জাগিয়া উঠিল ❋ বন বৃক্ষ প্রান্তর সঙ্গেত কেহ নাই ॥ আক্ষেপ করিয়া কান্দে কি হৈল গোঁসাই ❋

রাগ ত্রিপদী ছন্দ ❋ মদে মত্ত হৈয়া ভোর, না বুঝিনু কার্য্য তোর, ধন লোভে ছন্ন হৈল মতি ॥ কিবা হৈল দৃষ্টি বন্ধ, না চিনিনু হই অন্ধ, কর্ম্ম দোষে এমন দুর্গতি ❋ কোথা হন্তে আইনু কোথা, পুনরপি যাইমু কোথা, না পাইনু পন্থের উদ্দেশ ॥ কি মোর অশুভ দশা, না পুরিল মন আশা, দুঃখ বশ হৈলুম অবশেষ ❋ নিশাকালে গতি বেগে, চরণ না চলে আগে, ক্ষুধা তৃষ্ণা মরি রৌদ্র জ্বালে ॥ হারাইনু নিজ বুদ্ধি, কেহ দিতে নাহি শুদ্ধি, কোন হেতু তরিমু জঞ্জালে ❋ নয়নে বহয় নীর, এক বুদ্ধি নহে স্থির, ভাবি চিন্তি মনে কৈলুম সার কি ফল রহন এথা, চলি যাও যথা তথা, দুঃখ সহি অঙ্গে আপনার ❋ ধীরে২ তথা হন্তে, চলিল বিকট পন্থে, বিশ্রাম করিয়া স্থানে স্থান ॥ না পারে চলিতে ধাপে, ক্ষুধায় শরীর কাঁপে, তাতে হৈল দিন অবসান ❋ রজনী প্রবেশ কালে, বসিলেক তরুতলে, চলিতে না পারে পদ গতি ॥ ছৈয়দ মহাম্মদ খাঁন, রস ধীর পুণ্যবান, আলাওল মধুর ভারতি ❋

❈ মোহনের দানব সঙ্গে কথোপকথন ❈

জমক ছন্দ ❈ হেনকালে রমণী পুরুষ দুইজন ॥
আচম্বিতে আসি তথা দিল দরশন ❈ দোহানের কান্ধে ভর
গমন তুরিত ॥ মোহনেরে দেখিয়া হইল সচকিত ❈ রমণী
অন্তরে রাখি নিকটে আসিয়া ॥ কহিল পিরীতি ভাবে বচন
গঞ্জিয়া❈বুলিল মনুষ্য তুমি ভব্য সুচরিত ॥ কি লাগি আসিছ
হেথা ভীতান্ত ভুমিত ❈ এই স্থানে ভুত প্রেত যক্ষ্য বহুতর
না আইসে কুঞ্জর ব্যাঘ্র মনে ভাবি ডর❈বুদ্ধিমন্ত হৈয়া কেনে
আইলা এই ঠামে ॥ না আইসে নির্ব্বোধ পশু প্রেতের
আশ্রমে ❈ শুনিয়া মোহনে তারে কহিল তখন ॥ নিজ ইচ্ছা
না আসিছি শুন মহাজন ❈ যেমতে আইল তথা জানাইল
আগে ॥ কহিল তোমার দেখা পাই মহা ভাগে ❈ রহিছি
দুর্গম ভুমে পন্থ হারাইয়া ॥ বহু পুণ্য পাইবা যদি দেও উদ্দে-
শিয়া ❈ মোহন্ত পুরুষ তুমি বুঝ ধর্ম্মাধর্ম্ম ॥ জীব রক্ষা আর
ধিক কি আছে সুকর্ম্ম ❈ সে পুরুষে বলিলেক শুনহ উত্তর ॥
ভ্রমাই দানবে আনে শত শত নর ❈ ভাগ্যের প্রভাবে তোর
রহিছে জীবন ॥ আজি নিশি রক্ষাকারী আমি দুইজন❈ আমি
দোহানের পাছে পাছে আইস চলি ॥ একাশ্বর কদাপি না
রহ এই স্থলি ❈ এত শুনি মোহনে চলিল পাছে পাছে ॥
ধীরগামী না লংঘয় শীঘ্রগামী কাছে ❈ শক্তি করি কতক্ষণ
করিল গমন ॥ অবশেষে দুইজন হৈল অদর্শন ❈ চলিতে না
পারে ধুপে ক্লান্ত শ্রান্ত মনে ॥ একাশ্বর পড়িয়া রহিলা সেই
স্থানে❈বৃক্ষ ডাল পত্র যত সুকোমল পায় ॥ না পারি রহিতে
ক্ষুধা ছিড়ি ছিড়ি খায় ❈ সেই রাত্রি প্রভাতেত তৃতীয় প্রহর

পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমিলেক একাশ্বর ❋ শ্রান্ত হৈয়া এক স্থানে পড়িয়া রহিল ॥ কতক্ষণে অশ্ব পদ শব্দ জে সুনিল ❋ চক্ষু মেলি দেখে এক দিব্য অশ্ববার ॥ তাহা দেখি লুকাইল শিলার মাঝার ❋ অর্দ্ধ অঙ্গ গুপ্ত অর্দ্ধ রহিল বাহিরে ॥ অপ্রবেশে সর্ব্ব অঙ্গ সেই গর্ত্তান্তরে❋ শব্দ পাই অশ্ববারে চাহিল ফিরিয়া তর্জ্জিয়া পুছিল তারে নিকটে আসিয়া ❋ কোন্ হেতু এথা আইলে কহ বার্ত্তা সার ॥ এই স্থল যোগ্য নহে আসিতে তোমার ❋ যদি সত্য না কহ করিমু দুই খান ॥ সুনিয়া মোহন ত্রাসে হৈল কম্পবান ❋ আপনা রহস্য কথা সমস্ত কহিয়া ॥ বলিল নিলক্ষ দুঃখী মুই অভাগীয়া ❋ ঈশ্বর পিরীতে মোরে কর পরিত্রাণ ॥ পাইবা বহুল পুণ্য রক্ষা কৈল্লে প্রাণ ❋ অশ্ব-বারে সুনিয়া বহুল উত্তমিল ॥ আয়ু বলে হেন স্থলে বিধি রক্ষা কৈল ❋ এই স্থানে আছে যত অলেখা দানব ॥ ভ্রমা-ইয়া আনে নিত্য বহুল মানব ❋ গর্ত্ত মধ্যে ফেলি নিশি বধয়ে পরাণ ॥ প্রভাতে ধাইয়া পুনি যায় নানা স্থান ❋ আয়ুধিক আছে তোমা কে মারিতে পারে ॥ বহু ত্রাস পাইবা যদি প্রাণে নাহি মারে ❋ এই পথ দর্শাইলুম শীঘ্র চলি যাও ॥ মোহনে বলিল মোর না চলয়ে পাও ❋ সুনিয়া দ্বিতীয় অশ্ব মোহনেরে দিয়া ॥ অশ্ববার চলিলেক অশ্ব ধাবাইয়া ❋ মোহনে ঘোটক পাই হরষিত মন ॥ শীঘ্রগতি চলিল হইয়া আরোহণ ❋ অতি দীর্ঘ প্রান্তর লংঘিতে না পারিল ॥ অর্দ্ধেক প্রান্তরে যাইতে অরুণ ডুবিল ❋ সন্ধ্যা ভ্রষ্ট কাল হৈল নিশি উপস্থিত ॥ হাহা হুহু মহা শব্দ হৈল আচম্বিত ❋ ডানে বামে পৃষ্ঠভাগে আইসয়ে চাপিয়া ॥ সহস্র সহস্র অগ্নি দিয়টী

জ্বালিয়া ❋ ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি সব শুণ্ড শৃঙ্গধারী ॥ কিবা হস্তি কিবা বৃষ লক্ষিতে না পারি❋কারো হস্তে অগ্নি ছিল প্রচণ্ড উজ্জ্বল কারো২ মুখ হস্তে নিস্বরে অনল ❋ প্রগাঢ় শরীর সব বৃক্ষের সমান ॥ বিকৃত দশন মুখ কঠোর নয়ান ❋ একত্র হইয়া করি মহা হুলস্থুলি ॥ কেহ বাদ্য বাহে নাচে দিয়া করতালি ❋ সেই বাদ্য তাল ধ্বনি অন্তরে শুনিতে ॥ মোহন বাহন অশ্ব লাগিল নাচিতে ❋ নানা বাজি করিতে লাগিল সেই তালে ॥ অজাগর রূপ অশ্ব হৈল সেই কালে ❋ সপ্ত শির নিস্বরিল দীর্ঘ হৃষ্ট কায় ॥ ধন্ধ হৈয়া মোহন রহিল মড়া প্রায় ❋ এই রূপে চতুর্জাম নিশি নির্ব্বাহিল ॥ প্রভাত হইতে সব নানা দিকে গেল ❋ পৃষ্ঠ হস্তে মোহনেরে ফেলি অজাগর ॥ ধরিয়া ঘোটক রূপ চলিল সত্বর ❋ ত্রাসে মুচ্ছাগত হৈয়া পড়িল মোহন ॥ সংজ্ঞা হীন হইয়া না জানে স্থিতি স্থান ❋ অর্দ্ধ দিন পর্য্যন্ত আছিল সেই স্থলে ॥ সচেতন হৈল অঙ্গ মহা রৌদ্র জ্বালে ❋ রাত্রির চরিত্র দেখি মনে অতি ত্রাস ॥ দেখিলে মনুষ্য রূপ নাহিক আশ্বাস ❋ কিবা নর কিবা পশু সকল দানব ॥ আয়ু শেষ প্রাণ রক্ষা শতেক লাঘব ❋ এই ভাবি তথা হস্তে চলিল তুরিতে ॥ ধাইল পবন বেগে উঠিতে পড়িতে❋কোন্ ভিতে যাইব নাহি দেশের উদ্দেশ ॥ ধাইতে ধাইতে দিন হৈল অবশেষ ❋ নিশির চরিত্র ভাবি হৈয়া ত্রাস মনে ॥ বিচারয় লুকাই রহিতে এক স্থানে ❋ ধাইতে দেখিল এক পর্ব্বত কন্দর ॥ সুচিত্র বিচিত্র তাহে করিছে সুন্দর ❋ সুচারু গঠন এক পবিত্র কুটীর ॥ নানা বর্ণ বস্ত্র সব পট সুর-চির ❋ দিন শেষে শুন্য স্থানে রহিবারে চায় ॥ দানবের স্থল

বলি অন্তরে ডরায় ❋ বাম ভিতে দেখিল গম্ভীর এক কুপ ॥ নামিবারে পদ লক্ষ আছয়ে স্বরূপ❋লিখিত মুরতি সব পাষা-ণের ঘাট ॥ বসিতে উত্তম স্থল আছে তার বাট ❋ ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই কুপেতে নামিল ॥ নিঃশব্দেতে অন্ধকারে বসিয়া রহিল ❋ কুপের অন্তরে প্রকাশিতে দেখে অল্প ॥ কি হেতু উজ্জ্বল করে মনে করে কল্প❋নিরক্ষি চাহিতে এক রুদ্র দেখা পাইল ॥ সেই রুদ্র পথেত নয়ন আরোপিল ❋ সহজে দেখয় এক ফলের উদ্যান ॥ মনে ভাবে কিরূপে যাইমু সেই স্থান ❋ ছুরি এক ডাঙ্গর মোহন হাতে ছিল ॥ খুন্দি খুন্দি কত মুনি শিলা নিকালিল ❋ শরীর নিস্বরে প্রায় দুয়ার করিয়া ॥ শিলে দ্বার ঢাকিলেক বাহিরে বসিয়া ❋ দেখিল পবিত্র দিব্য সুচারু উদ্যান ॥ দিব্য শিলা ঘট টঙ্গি আছে স্থানে স্থান ❋ ক্রমে ক্রমে কেয়ারি পবিত্র কাচ ডাল ॥ ঝলমল ফুল ফল শোভা করে ভাল ❋ স্থানে২ সুচারু ঝরনা শ্রোত জল ॥ পরশে বৈরাগ্য হরে সৌরভ শীতল ❋ তৃষ্ণাতুর ছিল দিব্য জল কৈল্ল পান ॥ ভক্ষিতে লাগিল ফল অমৃত সমান ❋ স্বর্গ বাস হেন সুখ মোহনের মনে ॥ হেন দিব্য স্থল পাইল বিধির প্রসন্নে ❋ হেনকালে মহা শব্দ বলে ধর মার ॥ কোন্ চোরে ফল হরে উদ্যান মাঝার ❋ মোহনে শুনিয়া ত্রাসে হইল কম্পিত ॥ ভাবয় অচিহ্ন স্থল যাইব কার ভিত ❋ যে হউক সে হউক বসি থাকি এই স্থানে ॥ ফল ভক্ষ লাগি কেহ না মারিব প্রাণে ❋ বিস্ময় মনেতে তথা বসিয়া রহিল ॥ দণ্ড হস্তে এক বৃদ্ধত্তমা তথা আইল ❋ বলে দুষ্ট চোর কোথা হন্তে এথা আইলি ॥ কি লাগি পরের বস্তু চুরি

করি খাইলি ❀ মোহনে বলয় মুঞি দুঃখিত নিলক্ষ ॥ আমার দুঃখের কথা কহিতে অসংখ্য ❀ গৃহ হন্তে ভ্রমাই দানবে যেন নিল ॥ মনের রহস্য কথা সকল কহিল❀ তার কাতরতা দেখি মায়াযুক্ত মনে ॥ কহিতে লাগিল বৃদ্ধ পিরীতি বচনে ফেলিয়া হস্তের দণ্ড বসিয়া নিকট ॥ বলে ভাগ্যে এড়াইলি এতেক সঙ্কট ❀ ঈশ্বরের অস্তুত করহ মুখ ভরি ॥ যে তোমা আনিল এই দুর্গম নিবারি ❀ শুনিয়া বৃদ্ধের কথা জন্মিল বিবেক ॥ দড় চিত্তে প্রভু স্তুতি করিল অনেক ❀ বলে কোথা হন্তে আসি ত্রিদেব পাইলুং ॥ ততোধিক মায়াবন্ত তোমারে দেখিলুং ❀ আজি মোর শুভ দিন সাফল্য নয়ান ॥ তোমার দর্শনে হৈল দুঃখ অবসান ❀ বৃদ্ধ বলে আজু তোর জনম লংঘিল ॥ খণ্ডিয়া সকল দুঃখ শুভ দিন হৈল ❀ গতানুশোচন কিছু মনে না ভাবিও ॥ যেন মতে রাখে স্বামী অস্তুত করিও শুদ্ধ ভাব জনেরে সঙ্কট দরশায় ॥ এথা ওথা দুজনে একত্রে নাশ পায় ❀ অবশেষে কহিল বিধাতা দিছে মোরে ॥ পুঞ্জে পুঞ্জে তঙ্কা হেম রত্ন ভারে ভারে ❀ সম্পুর্ণ বৈভব মাত্র নাহিক অপত্য ॥ বচনে চিনিলুং তুমি নরোত্তম সত্য ❀ পুত্র বলি তোমারে রাখিতে ইচ্ছা মোর ॥ পিতৃ ভাব করিলে বসতি সব তোর❀সত্য বাক্য দড়াইয়া রহ মোর পাশ॥ আদ্যে বিভা করাই পুরিমু মন আশ ❀ মোহনে বলিল হেন মোর ভাগ্যে ঘটে ॥ রহিমু সেবক হৈয়া তোমার নিকটে ❀ ভক্তি ভাবে তোমারে সেবিমু রাত্র দিন ॥ দুঃখ শেষে সুখ লাভ অন্তে পুণ্য চিন ❀ এই সত্য করি দোহ হৈয়া হরষিত ॥ মোহনের হস্ত ধরি চলিল তুরিত ❀ দক্ষিণ দিকেতে এক

মনোহর টঙ্গি ॥ দিব্য সুপবিত্র এক নানা বর্ণে রঙ্গি ❋ উর্দ্ধে দিব্য চন্দ্রাতপ হেটে দিব্য তল্প ॥ তার পাশে এক বৃক্ষ যেন দ্রোম কল্প ❋ রথ কুল পদ লক্ষ্যে উঠিতে উপর ॥ বৃক্ষোপরে টঙ্গি এক অতি চারুতর ❋ বিচিত্র উত্তম শয্যা উপরে তাহার ॥ পরিপুর্ণ ভক্ষ দ্রব্য নানা উপহার ❋ বৃদ্ধে বলে বাবু এই বৃক্ষোপরে যাও ॥ যেই ভক্ষ ইচ্ছা হয় মন সুখে খাও ❋ সুরভি শীতল এথা খাও সুতি বসি ॥ কোথা নাহি যাবে তুমি যবে আমি আসি❋ তোমা যোগ্য গৃহ এক সুশজ্জা করিয়া ॥ ক্ষেণেক বিলম্বে আমি আসিব ফিরিয়া ভূলাইয়া নিতে যদি আইসে কোন জন ॥ এথা হন্তে না করিও কদাপি গমন ❋ জিজ্ঞাসিলে কদাচিত না দিও উত্তর কোন বিঘ্ন নাহি এই বৃক্ষের উপর ❋ বৃক্ষ হন্তে লাম যদি কেহ ভোলাইলে ॥ মোর শেষে দোষ নাহি সঙ্কটে পড়িলে ❋ বৃক্ষ হন্তে না নামিলে নাহিক আপত ॥ উপদেশ কহি শেষে দিলেক সপথ ❋ এতেক কহিয়া বৃদ্ধে ঘরে চলি গেল ॥ সত্বরে মোহন বৃক্ষ-টঙ্গিতে উঠিল ❋ নানান সুপক্ক ভোগ নানা উপ-হার ॥ মিষ্টফল জল পুর্ণ করিল আহার ❋ আনন্দে বিচিত্র কল্পে বসিয়া রহিল ॥ হেনকালে সুর্য্য অস্ত নিশি প্রবেশিল নানান সুগন্ধি পরি হইয়া আমোদ ॥ খণ্ডিল চিত্তের যত আছিল বিরোধ ❋ সৈন্ধা গতে শতে শতে সুন্দর রমণী ॥ রূপে রঙ্গে অঙ্গে ভঙ্গে অপ্সরা জিনি ❋ উজ্জ্বল দেউটী কুল কনক রচিত ॥ আসিয়া হইল সব উদ্যানে পুর্ণিত ❋ সুচিত্র বিচিত্র শয্যা হেটে বিরচিল ॥ সপ্তদশ বর্ণ পাট আনি বিছাইল ❋ মধ্যভাগে উচ্চ পাট জড়িত রতনে ॥ সপ্তদশ

কন্যা আসি বসিল আসনে ❋ যন্ত্র আদি নানা বাদ্য বাজে সুললিত ॥ পিযুশ বরিষে মধুস্বরে গাহে গীত❋ সলিল সমান শিলা শুস্ক কাষ্ঠদ্রবে ॥ সরশ জীবন কারি সুধারস শ্রবে ❋ দিপ উজ্জ্বল হেরিয়া মন্দিরা শব্দ শুনি ॥ চন্দ্রের মৃগাঙ্গ দিয়া চাহে সব মনি ❋ মধ্যে মধ্যে নৃত্যকারি নাচে নানা ছান্দে ॥ যেই দেখে তার মন বাজে সেই ফান্দে ❋ দেখি শুনি মোহন করয় ছট ফট ॥ না লামে বৃদ্ধের বাক্য ভাবিয়া সঙ্কট ❋ রূপে শব্দে বন্দি হৈল নয়ন শ্রবন ॥ পিঞ্জরের পক্ষি প্রায় উগ্র হৈল মন❋ তথাপি বৃদ্ধের বাক্য হৃদয়ে ধরিয়া ॥ সচঞ্চল মনে তথা আছিল বসিয়া ❋ ভোজন সময়ে সেই মুখ্য পাটেশ্বরি ॥ কহিল সত্বরে এক সখিরে হাঙ্কারি ❋ মোহন্ত পুরুষ এক টঙ্গির উপরে ॥ আদরে হাঙ্কারি গিয়া আনহ সত্তরে ❋ কহিয়া আইসহ শীঘ্র বৃত্তান্ত আমার ॥ অতিথী বিহনে আমি না করি আহার ❋ তাহা শুনি সহচরি গমন তুরিত ॥ মোহনের আগে গিয়া হৈল উপস্থিত ❋ প্রণাম করিয়া বলে আয় সুচরিত ॥ ডাকিয়াছে পাটেশ্বরি চলহ তুরিত ❋ অতিথি বিহনে নারী না করে ভোজন ॥ কেলি রশ ইচ্ছে যদি পায় যোগ্য জন ❋ ভাগ্যদয় তোমার করিল বিধাতায় ॥ সন্দেহ না কর মনে চলহ ত্বরায় ❋ একে রূপে গীতে রঙ্গে বন্দি হৈছে চিত ॥ বিশেষ সংবাদে হৈল মোহা আনন্দিত ❋ চিত্ত হন্তে বৃদ্ধ উপদেশ পাশরিয়া ॥ চলিল মদন বশে অতি উগ্র হৈয়া ❋ হরষিতে রমণী সভায় প্রবেশিল ॥ অত্যাদর করি কন্যা পাটে বসাইল ❋ চন্দ্র হাটে রত্ন পাটে বসিয়া বিভোর ॥ খণ্ডি দুঃখ শঙ্কা সুখ আনন্দ নিওর ❋ জিজ্ঞাসিল গত কথা আত্মী-

য়তা ভাবে ॥ পদুত্তর মধুর মোহনে কহে তবে ❋ হাস্য রসে মনরশে দোহ জন মিলি॥ কামরতী প্রায় গতি রঙ্গ ঢঙ্গ কেলী ইঙ্গিতে আনিয়া দিল নানা উপহার ॥ রসযুক্ত ভক্ষ যত রাজ ব্যবহার ❋ ভোজনের অবশেষে ভক্ষিয়া তাম্বুল ॥ পরিয়া চন্দন চুয়া সৌরভ বহুল ❋ ইঙ্গিতে আনিয়া দিল সুগন্ধি মন্দিরা ॥ রত্নের কোটরা যদি দিল তিন ফিরা ❋ মত্ত হৈয়া দুই জনে গৃহান্তরে গিয়া ॥ কমল শয্যায় বক্ষ বক্ষে লাগাইয়া অতি প্রেম ভাব করি গাঢ় আলিঙ্গন ॥ ললাটে ঘ্রাণয় মুখে চুম্বন সঘন ❋ করিতে অধর পান মাতিয়া মদনে ॥ আপনার প্রেত মুর্ত্তি ধরিল তখনে❋ এক হস্ত দীর্ঘ নাসা বিকৃতি বয়ান দশন কুদণ্ড পাতি কঠোর নয়ান ❋ দুই শৃঙ্গ নিস্বরিল মহীশ আকার ॥ ব্যাঘ্র জিনি নখ সব অতি চোখ ধার ❋ ভয়ঙ্কর রূপ ধরি বলে যাইবি কোথা ॥ মোর হস্তে পড়িলি খাইমু তোর মাথা ❋ সুন্দর শরীর মাংস বড়ই সুস্বাদ ॥ তোর শির মর্য্যা ভক্ষি পুরাইমু সাধ ❋ তাহা দেখি মোহনে কম্পিত হৈয়া ডরে॥ সাহাদত কলেমা পড়িল উচ্চশ্বরে ❋ তাহা শুনি মোহনেরে ঠেলিয়া ফেলিল ॥ ত্রাসযুক্ত হৈয়া সব আকাশে উড়িল ❋ এক না রহিয়া সব ধাইল চারি ভিতে ॥ মোহনে রহিল তথা অচেতন ভুমিতে ❋ রজনী প্রভাত হৈল জাগিয়া মোহন ॥ দেখয় কণ্টক পুর্ণ বন সেই স্থান ❋ পুঞ্জে পুঞ্জে নর পশু অস্থি পরিপুর্ণ ॥ কত ধড় আছে কত হইয়াছে চুর্ণ ভাবিয়া পাইলুম রক্ষা ঈশ্বরের নামে ॥ এত দুঃখ পাইল আমি ঈশ্বরের ভ্রমে ❋ এবে দড় ভাবে কর ঈশ্বর ভকতি ॥ অনাথের স্বামী বিনে নাই কোন গতি ❋ ধিরে ধিরে তথা

হস্তে করিল গমন ॥ সমুখে পাইল দিব্য জল দরশন ❋ সেই জলে স্নান ওজু করি ভাল মতে ॥ ভুমি শিরে ভক্তি ভাবে লাগিল মাগিতে ❋

❋ মোহনের কল্যান এবং খোওাজের সঙ্গে সাক্ষাত ❋

❋ চন্দ্রাবলী ছন্দ ॥ শ্রীগান্ধার রাগ ❋

আয় গুণ নিধি, কৃপার অবধি, তরাও আপনা গুণে ॥ মুই হীন জন, পাপেত নিপুন, লক্ষ নাহি তোমা বিনে ❋ জনম অবধি, পাপে নিরবধি, কৈনু পুণ্য পথ নাশি ॥ তোমা এক নাম, পুর মনস্কাম, হরিয়া পাতক রাশি ❋ লংঘিয়া আদেশ, বিরোধ বিশেষ, যদি কৈলুং মত্ত ভাবে ॥ করিতে গোহার, নাহি আর দ্বার, আপে রক্ষা কর এবে ❋ যত মত গর্ব্ব, তোর দ্বারে সর্ব্ব, রাখিছ দারুন মনে ॥ খণ্ডাইতে তারে, আর কেবা পারে, তুমি দয়াময় বিনে ❋ তোমা পাসরিয়া, আপনা খাইয়া, এতেক জঞ্জাল পাইলুং ॥ তুমি কৃপাময়, হইয়া সদয়, অভয় স্মরণ কৈলুং ❋ পাপ বিমোচন, তোমার স্মরণ, নাম মহা প্রভু সার ॥ কুমতি প্রবল, পাইনু নিস্ফল, রাখ২ একবার❋ছৈদ মহাম্মদ, খান বিদগদ, তান আজ্ঞা অনু-ভায় ॥ পয়ার প্রবন্ধে, চন্দ্রাবলী ছন্দে, হিন আলাওলে গায়❋

জমক ছন্দ ❋ এই মতে দণ্ডবতে মাগিতে কল্যাণ ॥ উপস্থিত খোয়াজ হইল সেই স্থান ❋ মস্তক তুলিয়া দেখে জ্যোতিপুর্ণ কায় ॥ সবুজ বসন বিভুষিত সর্ব্ব গায় ❋ প্রণামি মোহনে তবে পুছিল উত্তর ॥ কোন্ সুপুরুষ তুমি শুদ্ধ কলে-বর ❋ পদুত্তর দিলেক খিজির মোর নাম ॥ পুরাইতে আইনু তোমার মনস্কাম ❋ সুপুরুষ হৈয়া তুমি মন্দ কর্ম্ম কৈলা ॥

প্রভুর নিষেধ বস্তু কি লাগি খাইলা ❋ এ নিমিত্তে ঈশ্বরে তোমারে করি ক্রোধ ॥ দর্শাইল নানা ত্রাস নানান বিরোধ ❋ যবে তুমি স্তুতি কৈল্লা সত্য দড়াইয়া ॥ সঙ্কট সুসম কৈল্ল সন্তোষ হইয়া ❋ মোর হস্তে ধরি আঁখি মুদ তুরমান ॥ তিল অর্দ্ধ ব্যাজে চাহ প্রকাশি নয়ান ❋ ভুমে শির দিয়া তান করেতে ধরিয়া ॥ আজ্ঞা অনুরূপে রৈল নয়ন মুদিয়া ❋ তিল অর্দ্ধ ব্যাজে যদি আঁখি প্রকাশিল ॥ আপনাকে সেই নিজ উদ্যানে দেখিল ❋ যথা হস্তে দানবে লৈগেল ভুলাইয়া ॥ সোকরানা আদায় কৈল্ল তথাতে বসিয়া❋ মোহনকে টঙ্গিতে দেখিয়া সর্ব্বজন ॥ মহা উল্লাসিত হৈল ত্যাজিয়া কান্দন ❋ ইষ্ট মিত্র শুনিয়া আনন্দে আইল সব ॥ করিলেক বহুবিধ আনন্দ উৎসব ❋ যত যত জনে আসি রহস্য পুছিল ॥ যে দেখিল আদি অন্ত সকল কহিল ❋ রসদধি গুণনিধি মহাম্মদ খান ॥ এমত করোক বিধি সঙ্কট কল্যাণ ❋ শুনিয়া পঞ্চম কথা হরষিত মন ॥ হীন আলাওল বাক্য সুধা বরিষণ ❋ আকাশ ফিরোজ বর্ণ আদি বনস্পতি ॥ উজ্জ্বল ফিরোজ রত্ন সভার আরতি ❋ যদি লাজ পরী এই প্রসঙ্গ কহিল ॥ উরে ভিড়ি বাহরামে শয়ন করিল ❋

——ঃ❋○❋ঃ——

❋ বৃহস্পতিবারের প্রসঙ্গ ❋

❋ হুর পরী কন্যার বিবরণ ❋

রাগ দোপদী ছন্দ ❋ বৃহস্পতি বারে বাহরাম মহারাজ ॥ চন্দন বরণ গৃহে যাইতে কৈল্ল সাজ ❋ চন্দন বরণ গৃহ গুরু অধিষ্ঠান ॥ সেই বর্ণ বস্ত্র ছত্র তথাত পয়ান ❋ সেই

গৃহে বৈসে কন্যা হুর পরী নাম॥ কেয়ানি বংশের কন্যা অতি অনুপাম ❀ গৃহ বর্ণ বস্ত্র অলঙ্কার পরি অঙ্গে॥ গৃহের সীমায় আসি সখিগণ সঙ্গে ❀ নৃপ দরশনে হৈয়া অধিক হরিষ॥ করিল চন্দন আদি সৌরভ বরিষ ❀ মোহিয়া নৃপতি মন কটাক্ষ সন্ধানে॥ বিভোর হইতে করে ধরিল আপনে❀ নৃত্য গীত উৎসব আনন্দ সবিশেষ॥ গৃহের অন্তরে নিয়া করাইল প্রবেশ ❀ সমস্ত দিবস বহি গেল নানা রঙ্গে॥ উগিল চন্দ্রিমা নিশি তারাগণ সঙ্গে ❀ কেলি রসে অবশেষে বলিল রাজন॥ কহ গুণবতী এক উত্তম কথন ❀ প্রণামিয়া আশীর্ব্বাদ শেষে রাজ রামা॥ বলে নৃপ মন বশ না জানি উপমা ❀ তবে কি ঈশ্বর আজ্ঞা লংঘিতে না পারি॥ তেকারণে মনোগত কহিমু প্রচারি ❀ মোর দেশে পুর্ব্বকালে ছিল দুই ইষ্ট॥ শিষ্ট নাম একজন দ্বিতীয় অশিষ্ট❀যার যেন মত নাম তেমত চরিত॥ তথাপি সাহায্য ভাবে দুই ছিল মিত ❀ কার্য্য হেতু সঙ্গতি চলিল দুর ভূমে॥ পন্থের সম্বল জল লৈলা অনুক্রমে বলবন্ত অশিষ্ট যে লইল পুর্ণিত॥ মৃদু তনু শিষ্টে বহি লৈল যথোচিত ❀ অশিষ্টে জানয় আগে সেই পন্থ চিন॥ সপ্ত দিন বাট মধ্যে জল আছে হীন ❀ শিষ্ট স্থানে অশিষ্ট কহিল মন কল্প॥ তোমা সঙ্গে সলিল সম্বল মাত্র অল্প ❀ তাহারে ভক্ষিয়া আগে যাও সহসাত॥ বহু দ্রব্য অনুচিত আগে ব্যয় হাত ❀ শিষ্ট বলে পন্থের মরম জান তুমি॥ তোমা আজ্ঞা পালিয়া চলিছি সঙ্গে আমি ❀ তোমা সঙ্গে দুর্গম পন্থেত চলি যাইব॥ যেই মত আজ্ঞা কর তেমত চলিব ❀ এই মতে কত দিন পন্থে চলি গেল॥ শিষ্ট সঙ্গে সলিল সমস্ত সাঙ্গ

হৈল ❋ দুর ভুমি গিয়া তবে হৈল উপস্থিত ॥ সপ্ত দিন জল হীন পন্থ সে ভুমিত ❋ তৃষ্ণাকুল হৈয়া শিষ্ট মাগিলেক নীর বলিলেক ক্ষেণেক চলহ ধীরে ধীর ❋ বলবন্ত অশিষ্ট গমন শীঘ্রে যায় ॥ তৃষ্ণাকুল হৈলে গিয়া দুরে জল খায় ❋ হেটে তপ্ত বালু উর্দ্ধে অরুণ প্রচণ্ড ॥ চলিতে না পারে শিষ্টে মর্ম্ম খণ্ড খণ্ড ❋ কাকুতি করিয়া বলে আএ পুণ্যবান ॥ কিছু জল দিয়া রাখ আমার পরাণ ❋ ক্রোধ হৈয়া অশিষ্টে করয় বিসম্বাদ ॥ বলে জল কিনি খাও যদি থাকে সাধ ❋ শিষ্টে বলে ধন প্রাণ সকল তোমার ॥ তরাইয়া লহ তুমি দুর্গম উদ্ধার ❋ দুই রত্ন শিষ্ট স্থানে আছে বহু মুল ॥ বলে ইহা লই মোরে কর অনুকুল ❋ অশিষ্টে বলয় তারে লৈয়া কোন্ কাজ ॥ মনুষ্য সমাজে মোরে দিবে মহা লাজ ❋ শিষ্টে বলে যেন মতে তোমার প্রত্যয় ॥ তেমত শপথ মোরে দেহ মহাশয় ❋ অশিষ্টে বলয় মোকে না লাগে সে বাজি ॥ এ সব শতেক ছল আমি সব বুঝি ❋ যদি তোর আরতি করিতে জলপান ॥ খসাইয়া দেও মোরে যুগল নয়ান ❋ শিষ্টে বলে অধিক জীবন মৃত্যু মুল ॥ কুমরণ যে মরে হইয়া তৃষ্ণাকুল ❋ মনে ভাবে প্রাণাধিক না হয় নয়ন ॥ কি কর্ম্ম নয়ন যদি না রহে জীবন ❋ মোর আঁখি রত্ন লও আয় পুণ্যবান ॥ মাত্র এক তৃষ্ণাপুর্ণ জল দেও দান ❋ তৃষ্ণাপুর্ণ জল যদি পিলাও আমারে ॥ সব অপরাধ আমি ক্ষেমিব তোমারে ❋ ঈশ্বর আদেশ বিনা না দোলয় পাতা ॥ আপনা নিমিত্তে মাত্র ভাল মন্দ যথা ❋ এত শুনি শীঘ্র করাইয়া জলপান ॥ তীক্ষ্ণ ছুরি হানি লৈল যুগল নয়ান ❋ নিবাইতে প্রদীপ না কৈল্ল মনে

শঙ্কা ॥ হেন কর্ম্ম না করে বসতি যার লঙ্কা ❋ জ্যোতি স্থল হস্তে নিস্বরয় জলধার ॥ কর্ম্ম ভাবি রহিলেক স্মরি করতার ❋ অশিষ্টে তাহার ধন রত্ন সব লৈয়া ॥ হরিষে চলিল পন্থে অগ্রগামী হৈয়া ❋ দণ্ড চারি অন্তরে আছয় এক গ্রাম ॥ তথা এক মোহন্ত পুরুষ গোখ নাম ❋ উট গাভী মেষ ছাগ আছয় বহুল ॥ যথা তৃণ আছয় চরায় পশুকুল ❋ সেই দিব্য স্থানে তৃণ সব ভরপুর ॥ মিষ্ট জল ঝরনা আছয় কতদুর ❋ সেই স্থানে আইল গোর্খ পশুকুল সঙ্গে ॥ দুহিতা সুন্দরী তার চলি আইল রঙ্গে ❋ ভুবন মোহন কন্যা নবীন বয়সী ॥ রূপ দেখি লজ্জা পায় পুর্ণিমার শশি❋ মোহনী চতুরী বালা দয়াল হৃদয় ॥ নীতি ধর্ম্ম কর্ম্মে বালা সরস হৃদয় ❋ দিব্য জলে অঙ্গ পাখালিতে শ্রদ্ধা হৈয়া ॥ ঝরনা নিকটে গেল উটে আরোহিয়া ❋ পঞ্চম মোসক তুলি লৈয়া উট পরে ॥ গোছল করিয়া কন্যা আইসে ধীরে ধীরে ❋ চক্ষের বেদনায় শিষ্টে প্রান্তরে পড়িয়া ॥ উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দীনবন্ধুকে স্মরিয়া ❋

——ঃ❋⊂❋ঃ——

❋ গীত—রাগ ভাটীয়াল ❋

দিনবন্ধু করো পরিত্রাণ ॥
তুমি বিনা দুর্গতির গতি নাহি আন ❋ ধুয়া ❋

ভুলিয়া সংসার রসে তোমা পাসরিলুং ॥ অনুরূপ প্রতিফল হাতে হাতে পাইলুং ❋ না চাহি পরম পদ চাহিলুং সম্পদ ॥ নিজ দোষে সঙ্গে২ ভ্রময় আপদ ❋ চন্দন ত্যজিয়া যেন মক্ষিকা পরশে ॥ উড়িয়া পড়য় যেন চিত্তের হরিষে ❋ অখনে স্মরণ কৈনু ক্ষম অপরাধ ॥ তুমি ভিন্ন মনেত নাহিক

আন সাধ ❋ হিন আলাওলে কহে মুক্তি পাইবা যবে ॥ সমুলে কপট নাশি ভজ দড় ভাবে ❋

——ঃ০❋০ঃ——

❋ শিষ্ট গোখের কন্যা হস্তে চক্ষুদান পাইবার ❋
❋ এবং তাহার কন্যার সঙ্গে বিবাহ ❋
❋ হইবার বিবরণ ❋

রাগ জমক ছন্দ ❋ দুঃখের ক্রন্দনে হয় পাষাণ বিদার ॥ সু-রুধিরে আখি নীর বহে অনিবার ❋ শব্দ শুনি সুন্দরি হইয়া সচকিত ॥ অপরূপ ভাবিয়া চলিল সেই ভিত্ত আসিয়া দেখিল সুচরিত এক নর ॥ পৈরনে উত্তম বেশ শরীর সুন্দর ❋ আখি যুগে রক্তধারা বহে অবিশ্রাম ॥ কাতর হইয়া কান্দে লই প্রভু নাম ❋ তাহা দেখি চন্দ্রমুখি কৃপাযুক্ত হৈয়া উট হন্তে লামি তার নিকটে আসিয়া ❋ শান্তাইয়া জিজ্ঞাসিল তুমি কোন জন ॥ কনে নষ্ট কৈল্ল তোর অমুল্য রতন ❋ কোন্ দুষ্টে পাইল এথা কোথা হন্তে যাও ॥ পরিচয় দিয়া মোরে বৃত্তান্ত জানাও ❋ শিষ্টে বলে কেমন দেবতা আইল এথা ॥ অনুমাণে বুঝি আমি অরণ্য দেবতা ❋ আগে প্রাণ রাখ মোর জল দান করি ॥ তবে আপনার কথা কহিবারে পারি ❋ চক্ষু ধিক তৃষ্ণায় মরম দহি যায় ॥ এক তৃষ্ণা জল দিলে প্রাণ রক্ষা পায় ❋ শুনিয়া কন্যার মনে মায়ায় জড়িল জলপুর্ণ কোটরা সত্বরে আনি দিল ❋ তৃপ্তি হৈল শরীর করিয়া জল পান ॥ বলিল দাতারে প্রভু করোক কল্যাণ ❋ তবে কন্যা জিজ্ঞাসিল চক্ষের রহস্য ॥ গুপ্ত না করিয়া মোরে কহিবা অবশ্য ❋ তবে শিষ্টে কহে কান্দি সব বিবরণ ॥ যেন

মতে হরি নিল সধনে লোচন ❋ তাহার বচনে কন্যা অশ্রু-মুখি হৈয়া ॥ বলে ক্ষমা ধরি রহ ঈশ্বর ভাবিয়া ❋ সুখ শেষে দুঃখ দেয় দুঃখ শেষে সুখ ॥ আনে কি করিব সব ঈশ্বর কৌতুক ❋ এবে তুমি চলি আইস আমার আলয় ॥ পিতা মোর সুপুরুষ সরস হৃদয় ❋ পুসিবেক তোমারে করিয়া বহু যত্ন ॥ বিধাতা প্রসন্ন হৈলে পাইবা আখি রত্ন ❋ তবে কন্যা আদেশিল কিঙ্করের প্রতি ॥ হস্ত ধরি অন্ধে লই আইস মন্দগতি ❋ তার অঙ্গে দুঃখ যেন কিঞ্চিত না লাগে ॥ মাতৃর গোচরে আমি চলি যাই আগে ❋ এত কহি বাহনে চড়িয়া বর বালা ॥ মায়ের নিকটে আইল গমন চঞ্চলা ❋ এসব বৃত্তান্ত আসি মায়েত কহিল ॥ শুনি মাতা সুচরিতা বহু আক্ষেপিল ❋ বলিলা কি লাগি না আনিলা নিজ সাতে ॥ এমন নিলক্ষ জন দিলা কার হাতে ❋ কিঞ্চিৎ বিলম্বে অন্ধ আইল সেই স্থান ॥ তপ্ত জল দিয়া আগে করাইল স্নান ❋ যতেক রুধির ধারা ধোয়াই ফেলিল ॥ দিব্য বস্ত্র দিব্য স্থল দিব্যাসন দিল ❋ নানা উপহার আনি করাই ভোজন ॥ সুখে নিদ্রা আইল করি ঈশ্বর স্মরণ ❋ অঙ্গেত বেদনা হৈলে নিদ্রা আইসে কার ॥ বিশেষ নিদ্রার ঘর হৈছে ছারখার ❋ তিলে তিলে জাগি উঠে স্মরিয়া বেদন ॥ তার ডাক শুনি দুঃখী সকলের মন ❋ সুতি বসি দুখ নিশি প্রভাত হইল ॥ গৃহেশ্বর গৃহে আসি সব বার্ত্তা পাইল ❋ আপনে আসিয়া গোখ শিষ্টের নিকট ॥ জিজ্ঞাসিল কেমতে হইল এ সঙ্কট ❋ প্রণা-মিয়া কহিল সকল বিবরণ ॥ মোর ভাগ্য হেতু তথা কন্যার গমন ❋ মহাপুণ্য করিল করিয়া জল দান ॥ সর্ব্বত্রে তোমার

বিধি করোক কল্যাণ ❋ শুনিয়া শিষ্টের কথা গোখ দুঃখ মন
বলিল ঔষধ জানি চক্ষুর কারণ ❋ চক্ষুর কারণ গোখ অশ্রু-
মুখি হৈয়া ॥ আপনা দুহিতা স্থানে কহে সম্বোধিয়া ❋ অমুক
বৃক্ষের পত্র আনিয়া তাহার ॥ শিলে পিশি তিন দিন দিও
তিনবার ❋ চক্ষু মাঝে দিয়া তারে বসনে বান্ধিও ॥ সমস্ত
রজনী দিন খসাইতে না দিও ❋ প্রভাত সময় হৈলে বস্ত্র
খসাইয়া ॥ পুনরপি দিও তার উপরে লিপিয়া ❋ তিন দিন
পরে ধুই ফেলিও ঔষধ ॥ ঈশ্বর প্রসন্ন হৈলে খণ্ডিব আপদ
কেহ যেন না দেখয় আনিতে পিশিতে ॥ মহা বস্তু তোমা
স্থানে কহি গোপনেতে ❋ কন্যা শুনি পিতারে করিয়া
নমস্কার ॥ যেন মত কহিল দিলেক তিনবার ❋ এই মতে তিন
দিন যদি বহি গেল ॥ চতুর্থ দিবসে যদি চক্ষু পাখালিল ❋
বর বালা তার আখি প্রকাশ দেখিয়া ॥ সত্বরে চলিল মুখে
বস্ত্র আচ্ছাদিয়া ❋ আখি প্রকাশিয়া দেখে সুন্দর মুরতি ॥
দণ্ডবত হৈয়া কৈল্ল ঈশ্বরের স্তুতি ❋ দীনবন্ধু কৃপাময় বিধির
বিধাতা ॥ দিয়া নিতে নিয়া দিতে তোমার ক্ষমতা ❋ নয়ন
হরিতে আমি পাইল যত দুঃখ ॥ প্রকাশিতে দিলা তার লক্ষ-
গুণ সুখ ❋ সাফল্য করিলা প্রভু নয়ন আমার ॥ যুতিছটা
কিঞ্চিৎ দর্শাই আপনার ❋ ঈশ্বরের বহু স্তুতি কৈল্লা দণ্ডবতে
আখি মাঝে রূপ যুতি লাগিল গোপতে ❋ কন্যার মনেত
বিধি লাগাইল মায়া ॥ নানা ছলে হেরি তারে করে নানা দয়া
গৃহপতি কৃপা অতি করে মহাদর ॥ উত্তম বসন ভক্ষ দেয়
নিরান্তর ❋ শিষ্টেহ করয় কর্ম্ম যেই যোগ্য দেখে ॥ উট গাভি
অজা ছাগ আনি বান্দি রাখে ❋ এই-রিতে কত দিন যদি

বহি গেল ॥ সর্ব্ব কার্য্য গোখে তার হস্তে সমর্পিল ❋ সর্ব্ব কার্য্য পরীক্ষি চাহিল নানা ভাঁতি ॥ শিষ্ট নাম শিষ্ট কাম সুদ্ধ মুলজাতি ❋ গৃহিণী সহিতে গোর্খে ভাবিলেক চিত্তে ॥ বিধি মিলাইল যোগ্য কন্যা সমর্পিতে ❋ কন্যা ভাবে শিষ্ট মন অবিরত ব্যাথা ॥ লজ্জাভয়ে প্রকাশ না করে এই কথা❋মনে ভাবে আমি অতি দুঃখিত নিলক্ষ ॥ সংযোগ কন্যার হই রহিতে অসক্ষ ❋ ধন জন কুটুম্বে যাহার উচ্চ নাম ॥ হেন জন সঙ্গে কি যোগ্যতা বিভা কাম ❋ ধন হস্তে সর্ব্ব কর্ম্ম চলয় বিশেষ ॥ বহু ধন আমার আছয় নিজ দেশ ❋ সেই ধন আনি যদি করিয়ে উদ্যোগ ॥ তবে সে হইতে পারি কন্যার সংযোগ❋ এমত ভাবিতে যদি সময় পাইল ॥ আপনা বৃত্তান্ত গোর্খ স্থানে নিবেদিল ❋ নিজ দেশে রত্ন ভাঙ্গাইতে শঙ্কা করি ॥ দুষ্ট সঙ্গে নিস্বরিলুং গৃহ পরিহরি ❋ রত্ন আঁখি হারাইনু সঙ্গে যত ধন ॥ আগে নিবেদিছি তোমা সব বিবরণ ❋ অন্ন বস্ত্র দিয়া মোরে দিলা চক্ষুদান ॥ বাপেরে বলিতে নারি তোমার সমান ❋ কায়া প্রাণ দিতে পারি নহে অতিরেক ॥ শোধিতে তোমার ধার নারি শতে এক ❋ বিশেষতঃ অন্ন বস্ত্রে করিছ পালন ॥ পৃথিবীতে এমত করিব কোন জন সুধিতে লবণ মোর নাহিক শকতি ॥ সবে মাত্র গুণ গাইমু করিয়া ভকতি ❋ কোন কর্ম্ম না করি বসিয়া মাত্র খাই ॥ এক নিবেদন করি যদি আজ্ঞা পাই ❋ নিজ দেশে আছে মোর যত ধন জন ॥ সমস্ত আনিয়া দেই তোমার চরণ ❋ জিবাবধি ভৃত্য হই রহিমু তোমার ॥ প্রত্যয় করহ জদি সম্পদ আমার❋ তাহা শুনি গোর্খে বলে শুন সাধুজন ॥ সর্ব্বমতে পরীক্ষিলুং

তুমি সুলক্ষণ ❋ যেই জন ভাল হয় সবে ভাল বাসে ॥ কেহ না ঘনায় মন্দ কুচরিত্র পাশে❋ নিজ দেশে ধন বস্তু যে আছে বিশেষ ॥ তবে ইচ্ছা লাগয় আনিবা অবশেষ ❋ যেই কিছু বিধি মোরে দিয়াছে বসতি ॥ সকল তোমার হেন জান মহামতি ❋ মোর কন্যা তোমা দেখি মনে ভাবি ব্যথা ॥ আমি না জানিতে তোমা লই আইল এথা ❋ অন্য স্থানে মহৌষধি না করি প্রকাশ ॥ কন্যাতে কহিল আমি করিয়া বিশ্বাস লাগাইতে সে ঔষধ পরশ হৈল অঙ্গ ॥ কোন্ মতে তারে বিভা দিমু অন্য সঙ্গ ❋ তোমাতে সঁপিতে কন্যা লয় মোর মন ॥ ভাঙ্গি কহিলাম আজি সব বিবরণ❋শিষ্টে বলে কহিতে নাহিক মোর শক্তি ॥ তোমার আদেশ মোর পুজনীয় ভক্তি তবে শিষ্ট হই হৃষ্ট সান্তাইয়া চিত ॥ মহা নিধি দিল বিধি পুরাইতে বাঞ্ছিত ❋ তবে গোর্খ আনন্দ উৎসবে নানা রীতে ॥ শিষ্টেত সঁপিল কন্যা শাস্ত্রের বিহিতে ❋ দোঁহানের মনবাঞ্ছা পুরাইল বিধি ॥ চিত্ত অনুরূপ ফল দেয় গুণনিধি ❋ তবে বৃদ্ধকালে গোর্খ তপ আরম্ভিল ॥ দ্রব্য ধন পরিজন শিষ্টেত সঁপিল ❋ নিজ দেশে ছিল যত ধন পরিজন ॥ সকল আনিয়া কৈল্ল একত্রে স্থাপন ❋ শ্রীযুত ছৈয়দ মহাম্মদ গুণনিধি ॥ হীন আলাওলে কহে লৈয়া তান বিধি ❋

—ঃ❋○❋ঃ—

❋ নৃপতি শিষ্ট হস্তে চক্ষুদান পাইয়া তাহার কন্যাকে ❋

❋ শিষ্টের সহিত বিভা দিবার বিবরণ ❋

রাগ দীর্ঘ ছন্দ ❋ এই মতে কতকাল, গোঁয়াইল অতি ভাল, নিত্য নিত্য বাড়িল বসতি ॥ উট বৃষ খর ছাগ,

এরকে হৈল দশ ভাগ, ক্ষিতি সুপুর্ণিত হৈল অতি ❋ শিষ্টের চক্ষের কথা, প্রচারিল যথা তথা, শুনিয়া যতেক অন্ধ গণে ॥ পরিশ্রমে যত যায়, সে যুতি নয়ন পায়, বিশেষ তোষয় ভক্ষ দানে ❋ সে দেশের নরপতি, ব্যাধি হৈয়া দৈবগতি, নয়নের যুতি হৈল নষ্ট ॥ তনু সুস্থ আঁখি বিনে, কিবা কার্য্য রাজ্য ধনে, সুখ ভোগ সব লাগে কষ্ট ❋ বহু চিকিৎসক আইল, নানাবিধ চিকিৎসিল, রশায়ন কসা অনুভাতি ॥ না হৈল চক্ষের ভালা, বৈদ্য সব ফিরি গেলা, নৈরাশ হইল নরপতি ❋ পাত্র সব ডাকি আনি, আদেশিল নৃপমণি, দেশে দেশে দিবারে ঘোষন॥ যে মোরে করিতে পারে, আঁখি পুর্ব্ব প্রায় তারে, কন্যা বিভা দিমু কৈলুং পণ ❋ পাত্র সব আজ্ঞা পাইয়া, সেই মত দড়াইয়া, প্রতি দেশে করিল ঘোষণ ॥ শিষ্টে শুনি এই কথা, গেলা নিজ পত্নি যথা, জিজ্ঞাসিল যুয়ায় কেমন ❋ প্রণামিয়া বর বালা, এয়া হন্তে নাহি ভালা, শীঘ্রে গিয়া কর এই কর্ম্ম ॥ তুমি সাধু গুণবন্ত, বুঝিয়া কার্য্যের অন্ত, করিও দড়াই ধর্ম্মাধর্ম্ম ❋ তবে শিষ্টে সান্ত হৈয়া, বহুল ঔষধ লৈয়া, দশ দিনে গেলা রাজধানি ॥ বার্ত্তা পাই পাত্র গণে, জানাইল নৃপ স্থানে, সেই ক্ষণে হাক্কারিল শুনি ❋ সে ঔষধি নিজ করে, পিশি দিয়া চক্ষু পরে, প্রলেপ করিল প্রতি নিত ॥ পঞ্চ দিন যদি গেল, বন্ধন খসাই ধুইল, দিব্য আঁখি হৈল পুর্ব্ব রিত ❋ চিকিৎসক মুখ দেখি, নৃপতি হইল সুখি, প্রশংসিয়া প্রসাদে তুষিল ॥ ছৈয়দ মহাম্মদ গুণি, মোহন্ত আরতি শুনি, আলাওলে পয়ার রচিল ❋

জমক ছন্দ ❋ চক্ষু পাই নৃপতির মহা কুতুহল ॥

 ❋ পয়কর ❋

করিল বহুল দান উৎসব মঙ্গল ❋ অন্ন বস্ত্র ভিক্ষুকেরে দিয়া মহা ভাগে ॥ সন্তোষিয়া জনে জনে পরিহার মাগে ❋ এই ছিদ্রে শিষ্ট চলি যায় নিজ ঘর ॥ নৃপতিত না মাগিয়া মেলানি উত্তর❋ আপনার সত্য নৃপ মনেতে স্মরিয়া ॥ কহিল শিষ্টেরে শীঘ্রে আনিতে ডাকিয়া ❋ লাগ না পাইল সে আছিল যেই স্থানে ॥ চতুর্দ্দিকে ধাবা পাঠাইল অন্বেষণে ❋ পন্থে লাগ পাই যদি আনিল ফিরাইয়া ॥ কহিতে লাগিল নৃপ পিরীতি গঞ্জিয়া ❋ কেমন ভব্যতা আমা না বলিয়া যাও ॥ সত্য ভ্রষ্ট করিতে আমার কেনে চাও ❋ নৃপে সত্য না রাখিলে ফিরে সর্ব্ব প্রজা ॥ সংসারেত না থাকুক সত্যান্তর রাজা❋ একে মোর সত্য তাহে তুমি যোগ্যজন ॥ নিজ ভাগ্য হেতু কেনে না কর যতন ❋ শিষ্ট বলে মহারাজ কি মোর যোগ্যতা ॥ সাহস করিমু হৈতে নৃপতি জামাতা ❋ তবে যদি সত্য হেতু নৃপ মনে লয় ॥ চন্দন নিকটে বৃক্ষ সুসৌরভ হয়❋ কিন্তু নৃপতির পদে এই নিবেদন ॥ এক প্রিয়া আছে মোর প্রাণের তুলন ❋ সে নষ্ট হইলে মোর জীবন বিফল ॥ এ বলিয়া নিজ বার্ত্তা কহিল সকল ❋ নৃপতি বুলিল মুল সেই গুণবতী ॥ তার উপদেশ হন্তে পাইলুং চক্ষু জ্যোতি ❋ যেন মোর দুহিতা তেমত সেই কন্যা ॥ যেন আছে তেন হৈব শত গুণ ধন্যা ❋ দুহিতা সমেত এই সত্য দড়াইয়া ॥ শিষ্টেত সঁপিল কন্যা অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া ❋ সুবুদ্ধি সুরূপ কন্যা পুরুষ রতন ॥ বিধি আনি যোগ্যাযোগ্য করাইল মিলন ❋ নৃপতি অমাত্য এক সভার অধিক ॥ তার ঘরে এক কন্যা উজ্জ্বল মাণিক ❋ সেই সত্য করি ছিল রাজ বিদ্যমান ॥ নৃপ চক্ষু

দাতারে করিতে কন্যা দান ❋ রাজার কনারে লৈয়া দোহান আরতি ॥ শিষ্টে বিভা দিল যত্নে পাত্র মহামতি ❋ তিন নারী দিল বিধি ভুবন মোহিনী ॥ তিন জন প্রেম রসে একই জীবনী ❋ মন সুখে কেলি-রসে বঞ্চে চিরদিন ॥ শিষ্টের ললাটে নিত্য ভাগ্য-বিধি চিন ❋ কতকাল ব্যাজে নৃপ হৈল স্বর্গ গতি ॥ সবে মিলি শিষ্টেরে করিল নরপতি ❋ অবিরত থাকে নৃপ দান ধর্ম্ম কর্ম্মে ॥ মহা সুখী হৈল প্রজা নৃপতি সুধর্ম্মে ❋ একদিন নৃপতির ভ্রমিতে হৈল মতি ॥ তিন মহা-দেবী সঙ্গে চলিল নৃপতি❋নগরের মধ্য দিয়া যাইতে উদ্যানে সেই অশিষ্টেরে দেখে বসিছে দোকানে ❋ নানাবিধ দ্রব্য পুর্ণ দোকান সকল ॥ এক ইহুদীর সঙ্গে করয় কন্দল ❋ দুরে থাকি দেখি শিষ্ট অশিষ্টে চিনিল ॥ এক সেবকের প্রতি আদেশ করিল ❋ ঐ দেখ রুক্ষ মুখ বসিছে দোকানে ॥ ধরি আন গিয়া তারে দশ পাঁচ জনে ❋ লাঘব করিয়া সতাড়নে পথে পথে ॥ উদ্যানে বসিলে নিও আমার সাক্ষাতে ❋ এত শুনি কোতয়াল দশ পাঁচ যাই ॥ করিল লাঘব বহু তাহারে লামাই❋ পাগ খসাইয়া পৃষ্ঠে বান্ধি দুই হাত ॥ সতাড়নে নিল তারে নৃপতি সাক্ষাৎ ❋ উচ্চ টঙ্গি সিংহাসনে বসিয়া রাজন অশিষ্টেরে দেখিয়া পুছিল ততক্ষণ ❋ কি নাম তোমার কহ কোথা ছিলা আগে ॥ সম্পদ পাইলা এথা আসি কার লগে❋ ভুমি চুম্বি বলে মোর নাম কএছর ॥ নিজ দেশ হন্তে আইলুং বাণিজ্য অন্তর ❋ বিনা অপরাধে মোরে লাঘব করিয়া ॥ না জানি কি হেতু চরে আনিছে ধরিয়া ❋ নৃপ বলে আগে সত্য কহ নিজ নাম ॥ তবে সে বুঝিতে পারি তোমা মনস্কাম

অশিষ্ট বলয় আর নাম নাই মোর॥ যেই নাম আগে নিকে- দিলুং পত্নুত্তর ❋ নৃপে বলে তোর নাম নহে কি অশিষ্ট॥ জল লাগি আঁখি রত্ন হরিলি নিকৃষ্ট❋সঙ্গীরে প্রান্তরে ফেলি চক্ষুরত্ন লৈয়া॥ চলি আইলি তৃষ্ণাপুর্ণ সলিল না দিয়া ❋ আগে খাইলি সঙ্গীর সঙ্গের যত জল॥ পশ্চাতে না স্থুধি ধার কৈল্লা ছল বল ❋ হেন পুণ্যকারী মহাজন হও তুমি॥ যদি আমা না চিনিলা তোমা চিনি আমি❋তিলেক না কৈল্লা মনে ঈশ্বরের ভয়॥ পাসরিলা পুর্ব্বের ইষ্টতা পরিচয় ❋ তাহা শুনি অশিষ্ট চিনিলা শিষ্ট রায়ে॥ অশ্বথ্যের পত্র প্রায় প্রকম্পিত কায়ে❋ ভুমি চুম্বি কহিলেক বিধির সে নিষ্ঠ॥ শিষ্ট নাম হৈল তোমা আমার অশিষ্ট ❋ বহু মহাজন মুখে যদি নিস্বরিল॥ নাম অনুরূপ বিধি প্রকৃতি রাখিল ❋ নাম অনুরূপ পাপ করিলুং প্রচুর॥ নামের প্রদিষ্ঠা তোমা হন্তে নহে দুর ❋ প্রকৃত কর্ম্মের চিত যুক্ত মোর ফল॥ ক্ষমা সত্য ভাগ্য বৃদ্ধি করিতে উজ্জ্বল ❋ যে করো করিতে পারো তুমি মহাজন॥ তোমার দর্শনে মোর মৃত্যু ধিক প্রাণ ❋ নৃপে বলে পুর্ব্বে আমি ক্ষমিল তোমারে॥ তথাপিহ পুনঃ তৃপ্তি না কৈলা আমারে ❋ তেকারণে কৈলুং তোরে এতেক লাঘব॥ চলি যাও মনে না করিও গত সব ❋ লাঘব করিনু দোষ ক্ষেমিও আমার॥ মন্দ ভাব যে করিলা হৈল উপকার ❋ বৈরী উদ্ধারিল আর কি হইব মোর॥ সতত কুমতি শত্রু সঙ্গে আছে তোর❋এক স্থানে ঠেকিয়া করিবা আয়ু হীন॥ কুমতি তেজহ যদি জিবা কত দিন ❋ কি কার্য্যে রহিছ শীঘ্র চল নিজ স্থানে পুর্ব্বের ইষ্টতা ভাব না ছাড়িও মনে ❋ প্রণামি চলিল পাই

অভয় প্রসাদ ॥ যেই ইহুদীর সঙ্গে ছিল বিসম্বাদ❋ অশিষ্টেরে দেখি সেই হাসিতে লাগিল ॥ বলে মোরে মন্দ বুলি লাঘব পাইল ❋ এত শুনি অশিষ্ট হইয়া ক্রোধ মন ॥ মুষ্টকি মারিয়া তার পাড়িল দশন ❋ ইহুদী হইয়া ক্রোধ ছুরি খরসান ॥ উদরে হানিয়া তার দিল এক টান❋ অশিষ্টের অন্ন খসি পড়ে পেট ফাটি ॥ ছটফট করি মৈল কামড়াইয়া মাটি❋ যে যেমত করে পাছে দেখে তেন রঙ্গ ॥ কদাপি না যাইও সাধু দুষ্টজন সঙ্গ❋ সুচারু চন্দন বর্ণ জ্যোতির উজ্জ্বল ॥ মোহন্তের আরতি সুগন্ধি সুশীতল ❋ চন্দন নির্ম্মল গন্ধ সাধু সমতুল ॥ তেঞি সাধু চন্দন ধরয় বহু মুল ❋ বসুমতি জনম জীবন মৃত্যু স্থান ॥ ধরয় চন্দন বর্ণ কে তার সমান ❋ কেয়ানি বংশের কন্যা হুর পরি নাম ॥ যদি এই প্রসঙ্গ কহিল অনুপাম ❋ নানাবিধ দ্রব্য অলঙ্কার বস্ত্র দিয়া ॥ বাহরাম সুতিলেক বক্ষে লাগাইয়া ❋ শ্রীযুত ছৈয়দ মহাম্মদ গুণনিধি ॥ শুনি মন সন্তোষ নির্ম্মিল যেন বিধি ❋ শুনিয়া ষষ্ঠম কথা অতি হরষিত ॥ হীন আলাওল কবি মধুর ভাষিত ❋

❋ শুক্রবারের প্রসঙ্গ ❋

❋ রোজ-আপজুনী কন্যার বিবরণ ❋

জমক ছন্দ ❋ রজনী প্রভাতে বাহরাম নরপতি ॥ শুক্র অধিষ্ঠান গৃহে যাইতে কৈল্ল মতি ❋ শুক্লবর্ণ গৃহেত চলিল মহারাজ ॥ শুক্ল বস্ত্র শুক্ল ছত্র আদি নানা সাজ ❋ সেই গৃহে মগরিব নৃপতি দুহিতা ॥ রোজ-আপজুনী নাম অতি সুচরিতা ❋ শ্বেতবর্ণ ভুষণ হিরার অলঙ্কার ॥ শ্বেত পুষ্পমালা অঙ্গে সুছন্দ সুসার ❋ সখিকুল শ্বেতবাস পুষ্প

অলঙ্কার ॥ হংসরাজ ঝাঁক যেন ক্ষীরোদ মাঝার ❋ চন্দন আবির হস্তে কস্তুরির ধূলি ॥ করে লৈয়া আগু হৈয়া সব চন্দ্রবালি ❋ নৃপতি সহিতে যদি হৈল সমদৃষ্টি ॥ কটাক্ষেতে করিল সৌরভ পুষ্পবৃষ্টি ❋ সে কটাক্ষ ঘায়ে নৃপ হইতে মোহিত ॥ করেত ধরিলা বালা হাসিয়া ইঙ্গিত ❋ নৃত্য গীতে উল্লাসীতে গৃহে প্রবেশিল ॥ সমস্ত দিবস ভোগ রসে নির্ব্বাহিল নিশা আদ্যে আনন্দিত হৈয়া নরপতি ॥ কহিল প্রসঙ্গ এক কহ গুণবতী ❋ প্রণামিয়া আশীস পুর্ব্বকে বরবালা ॥ কহিল উত্তম কথা কি জানি অবলা ❋ তবে কি ঈশ্বর আজ্ঞা না যায় লংঘন ॥ তেকারণে মনোগত প্রকাশি বচন ❋ এক বৃদ্ধ রমণী কহিতে মাতৃ স্থানে ॥ সেই কথা প্রবেশ করিছে মোর কাণে কস্তুন্তিনা দেশে ছিল সাধু গুণধাম ॥ তনয় উত্তম তার হুমাউন নাম ❋ পরম সুন্দর তনু কামদেব জিনি ॥ অস্ত্রে শাস্ত্রে বিদ্যায় পারগ বহু গুনি ❋ অধিক আশ্চর্য্য ধন দাতা ক্ষমাশীল ॥ রূপে গুণে তার সম সে কালে না ছিল ❋ কোটি ধন লাগাইয়া কিনিল উদ্যান ॥ ইন্দ্রের নন্দন বন না হয় সমান পবিত্র পাষান গঠ হেম রত্ন লগ্ন ॥ কেয়ারী ঝরনা হেরি দেব মুনি মগ্ন ❋ ইচ্ছা হৈলে আইসে সেই উদ্যান মাঝার ॥ ক্ষণে একাশ্বর ক্ষণে সঙ্গে পরিবার ❋ এক নিশি গৃহেত বসিয়া হুমাউনে ॥ মনোহর যন্ত্র শব্দ শুনি উপবনে ❋ পঞ্চস্বরে মিলি মধুস্বরে সুললিত ॥ শুনি ধরাইতে নারে বিজ্ঞকুল চিত ❋ শুনিয়া কুমার মন ছট ফট করে ॥ গৃহ হন্তে আইল সেই উদ্যান দুয়ারে ❋ প্রবেশিতে না পারে দুয়ার দেখে বন্ধ ॥ চতুর্দ্দিকে পন্থ না পাইয়া হৈল ধন্দ ❋ মনে ভাবে নহে এই

মনুষ্যের কর্ম্ম ॥ কিবা দেব অপ্‌সরা বুঝি যুক্ত মর্ম্ম ✽ না জানি কেমন হস্তে হেন যন্ত্র বাহে ॥ সাফল্য জীবন তার এ রঙ্গ যে চাহে ✽ মনে দড়াইল তার শঙ্কা পরিহরি ॥ শতাব্দ জীবন ধিক তিলে দেখি মরি ✽ জল নিস্মরণ পন্থ আছে চারি ভিতে ॥ এক রন্ধ্র পাশে গেল অস্ত্র করি হাতে ✽ সেই স্থানে করি নিজ অঙ্গ যুক্ত বাট ॥ প্রবেশিয়া দেখিল উজ্জ্বল চন্দ্র হাট ✽ নানা নৃত্য করয় সুন্দরী অপ্‌সরী ॥ উদ্যানের ফুল সব ভরিয়া কবরি ✽ সেই নৃত্যকির রূপ দেখিতে আচম্বা ॥ দেখিতে নিছনী যায় তিলোত্তমা রম্ভা ✽ ধন্দ হৈয়া চাহে সেই উগ্র দুই আঁখি ॥ চোর বলি প্রহরী ধরিল তারে দেখি দশে পাঁচে ধরিয়া বান্ধিল হস্তে গলে ॥ বলিল দারুণ চোরা কোথা হন্তে আইলে ✽ কুমারে বলিল তবে এথা নাহি চোর উদ্যান ঈশ্বর আমি এ উদ্যান মোর ✽ সুললিত যন্ত্রকুল গৃহ হন্তে শুনি ॥ নির্ণয় করিতে আইলুং কার যন্ত্র ধ্বনি ✽ দ্বার না পাইয়া রন্ধ্র পন্থে প্রবেশিলুং ॥ রূপে ভঙ্গে নৃত্য গীতে ভুলিয়া রহিলুং✽ মন বন্দী হৈল মোর দেখি তোমা সব ॥ কি লাগিয়া হস্ত বান্দি করহ লাঘব✽ সে সবে শুনিয়া বলে শুনহ কুমার ॥ কি মতে প্রত্যয় করি উদ্যান তোমার ✽ উদ্যানের চিহ্ন সব কহ বিরচিয়া ॥ তবে ছাড়ি দিব ঈশ্বরেরে দর্শা-ইয়া ✽ উদ্যানের চিহ্ন সব প্রকাশি কহিল ॥ কুমারের রূপে সব যুবতী মোহিল ✽ কহিল এমন রূপ কভু নাহি দেখি ॥ ইহার দর্শনে ঠাকুরাণী হৈব সুখী ✽ এত শুনি বন্ধন খসাই সহসাত ॥ আদর করিয়া নিল কুমারী সাক্ষাৎ ✽ কুমারীকে কহিল পাইছি এক চোর ॥ স্বগর্ব্বে পুরুষে বলে উপবন মোর

তোমার সাক্ষাতে এই দর্শাইল আনি॥ যুক্তি বিমষিয়া
আজ্ঞা কর ঠাকুরাণী❋ আপাদ মস্তক নিরক্ষিয়া ভাল মতে॥
প্রেমানলে জ্বলি দোহে রহিল মুচ্ছির্তে ❋ নয়নে২ দোহ
চাহিয়া রহিল॥ কতক্ষণে ধৈর্য্য ধরি চৈতন্য লভিল ❋ মনে২
মিলি গেল নয়নে২॥ আঁখি পন্থে প্রবেশিল দোহান পরাণে
তবে কন্যা পাট হস্তে সাদরে উঠিয়া॥ বসাইল দক্ষিণ পার্শ্বে
কুমারে তুলিয়া ❋ জিজ্ঞাসিল কুমার কুমারী স্থানে তবে॥
আপনা রহস্য কথা মোরে কহ এবে ❋ কন্যা বলে গন্ধর্ব্ব
নৃপতি সুতা আমি॥ পিতা স্বর্গ গতে রাজ্য করি বিনু স্বামী
যথাতে উত্তম স্থল আছে স্থানে২॥ বিহারীতে আসি হেথা
আকাশ গমনে ❋ মনুষ্যের শক্তি আমা দেখিতে না পারে॥
সেই দরশন পায় দেখা দেই যারে ❋ বাপে বিভা না দিল না
পাই যোগ্য জন॥ একাশ্বরী রাজ্য পালি বান্ধি নিজ মন ❋
প্রতি দেশে সখিগণ সতত ভ্রময়॥ সুপুরুষ কুলোত্তম কোথা
না ঘটয় ❋ রূপে গুণে কুলোত্তম তোমারে দেখিয়া॥ মোর
স্থানে সখিগণে কহিলেক গিয়া ❋ না দেখিলে নিজ আঁখে
নাহিক প্রত্যয়॥ তেকারণে এথা আইনু করিতে নির্ণয় ❋
দরশন পাইয়া পুরিল মন সাধ॥ আজুকা খণ্ডিল কর্ণ চক্ষের
বিবাদ❋ যেমত আমার মন দেখিয়া মজিল॥ তেমত তোমার
চিত্তে প্রত্যক্ষে বাজিল ❋ যোগ্যজন দেখি মনে আমিহ
সম্মতি॥ মনে না ভাবিও মোরে চপলিত মতি❋ পিতৃ শিরে
নাহি একাশ্বরী ভুঞ্জি রাজ॥ আপনা উদ্যোগ বিনু সিদ্ধ নহে
কাজ ❋ দেব আরাধিয়া আমা দেখিতে না পারে॥ মুখ্য সখী
বাক্য শুনি আইনু এথাকারে ❋ ব্যবহারে আহারে উচিত

নহে লাজ ॥ তেকারণে লজ্জা ত্যাজি কহি নিজ কাজ ❋ এবে কহ তোমার মনেতে কিবা আছে ॥ যে থাকে মরম বুঝি নিবেদিব পাছে ❋ শুনিয়া কুমার মন পুর্ণিত উল্লাসে ॥ এক লম্ফে হস্ত যেন লাগিল আকাশে ❋ কুমারে বলিল মোরে পরশন বিধি ॥ তেকারণে ব্রিনি যত্নে মিলাইল নিধি ❋ অতি তপস্যের ফলে হেন কর্ম্ম ঘটে ॥ আমি ক্ষুদ্র কি যোগ্যতা বসিতে নিকটে ❋ মোহন্তের বাক্য মাত্র করি সপ্রত্যয় ॥ এহেন অসক্ষ কর্ম্ম কার মনে লয় ❋ কি লাগি জিজ্ঞাস মোরে বচন অসক্ষ ॥ যে কহিলা সে না হৈলে মৃত্যু মোর লক্ষ্য ❋ বিধি বসে আসি মুই স্মরণ লইলুং ॥ চরণ কমল তলে মন সমর্পিলুং ❋ শুনি কন্যাবর অতি আনন্দিত হৈয়া ॥ পুনরপি কহিল কুমারে সম্বোধিয়া ❋ বিকৃত মুরতি এক যক্ষ মহা কায় মোর ভাবে তার চিত্ত বিকল সদায় ❋ একবারে মোর পাশে আইসে নিত্য নিত্য ॥ প্রলাপ করিয়া ভাণ্ডি রাখি তার চিত্ত অপ্‌সরা হস্তে নাহি তাহার মরণ ॥ মোর হস্তে প্রাণে বাঁচি-য়াছে তেকারণ ❋ সেই যক্ষ এথা যদি দেখে আন জন ॥ মারিবার নিমিত্তে করিব প্রাণপণ ❋ মহা গুণবন্ত তুমি জান নানা সন্ধি ॥ তোমার মন্ত্রণা যোগে হৈয়া যাইব বন্দি ❋ কপট সদ্ভাবে সব ভেদ লৈব আমি ॥ তন্ত্রে মন্ত্রে ছলে বলে সংহারিবা তুমি ❋ আর নানা মন্ত্রণা করিয়া হরষিতে ॥ ভক্ষ দ্রব্য আনিবারে বলিল ইঙ্গিতে ❋ কন্যা বলে কুমারেরে শুনহ বচন ॥ উচিত না হয় আজি একত্রে ভোজন ❋ তুমি ক্ষমাশীল ধীর আমি কন্যা সতী ॥ অল্প ব্যাজে অনুচিত চপলিত মতি❋অসন্তোষ হও বলি মনে ভাবি ডর ॥ বিমর্শিয়া

নিজ মনে চাহ গুণাকর ❋ কুমার বলিল বালা কন্যা কুল-
বতী ॥ এই মত যোগ্য হয় লয় মোর মতি ❋ সর্ব্ব মতে সত্য
ধর্ম্ম রাখিব সুজনে ॥ কদাচিত অন্য ভাব নাহি মোর মনে ❋
নানাবিধ সুভক্ষ আনিল রঙ্গ রসে ॥ চব্যচুষ্য লেহ্য পেয় স্বাদ
অকর্কশে ❋ পৃথকে পৃথকে দুহ করিল ভোজন ॥ ভাতি২
সুসৌরভ করি বিল্লোপন ❋ সাচকে সুগন্ধি সুরা আনিল
সাক্ষাতে ॥ সাদরে কুমার স্থানে দিল নিজ হাতে ❋ ঈষৎ
হাসিয়া তবে কুমারে কহিল ॥ ক্ষমাশীল চিত্তে তার বশ না
হইল ❋ কুমারি কহিল সুদ্ধ ভাবে হৈলে ইষ্ট ॥ হলাহল বিষ
দিলে মধু সম মিষ্ট ❋ মিত্র সঙ্গে নর্ককুণ্ডে তিলে নাহি দুঃখ
বিনা মিত্র স্বর্গ ভোগে কিবা আছে সুখ ❋ কুমারে বলিল
তবে হাসিয়া ঈঙ্গিত ॥ বেদ প্রায় তোমার বচন অলংঘিত
পালিতে তোমার আজ্ঞা কিঞ্চিৎ খাইব ॥ অধিকে ধৈরজ
লজ্জা সত্য না রহিব ❋ কুমারি বলিল যেন ইচ্ছা তেন খাও
আনন্দে সুরঙ্গে বসি নৃত্য রঙ্গ চাও ❋ অল্পে২ অনুক্রমে
ভক্ষি যথোচিত ॥ আনন্দে মজিলা দেখি নিত্য নৃত্য গীত ❋
অত্যানন্দে তথাত বঞ্চিলা দণ্ড ছয় ॥ কুমারী বলিলা চল
আমার আলয় ❋ কুমারে কহিলা চিন্তা পাইব পরিজনে ॥
মেলানি মাগিয়া আসি সভানের স্থানে ❋ কন্যা বলে এই
বাক্য না করি প্রকাশ ॥ শীঘ্রে আইস অন্য ভাতি করিয়া
আশ্বাস ❋ কুমারি আরতি পাই সত্বরে কুমার ॥ গৃহে গেল
মুক্ত করি উপবন দ্বার ❋ গৃহবাসী লোক স্থানে কহিল বুঝাই
চিন্তা না করিও আমি কার্য্য হেতু যাই ❋ যদি সে বিলম্ব
হয় দশ পাঁচ দিন ॥ দুঃখ না ভাবিও মনে অসুভের চিন ❋

এত কহি কুমার সত্বরে ফিরি আইল ॥ এক চতুর্দ্দোলে দুহ হরিষে বসিল ❋ চঞ্চলের গতি ধরি উড়িল গগনে ॥ দণ্ডে মাত্র আইল নিজ দেশের উদ্যানে ❋ রত্নময় চিত্র দিব্য টঙ্গি মনুহর ॥ উত্তম কোমল শয্যা তাহার উপর ❋ হরষিতে দোহ জনে বসিলা তথায় ॥ দীপ জ্যোতে উদ্যান উজ্জ্বল দিন প্রায় সর্ব্ব তরু পল্লবি পুর্ণিত ফুল ফল ॥ প্রতি কেয়ারিতে বহে দিব্য স্রোত জল ❋ ফটিক পাষাণ ভুমি দিব্য কাচ ডাল ॥ স্থানে স্থানে ঝরনা দেখিতে লাগে ভাল ❋ স্থানে স্থানে দিব্য টঙ্গি সুবিচিত্র শয্যা ॥ দরশে মদন জাগে বিকলিত লজ্জা ❋ ধর্ম্ম স্মরী ক্ষমা ধরি রাখয় আপনা ॥ তিল ব্যাজে যোগ সম মানে দুই জনা ❋ লামিয়া ভ্রমিলা দোহ উদ্যানে সকল ॥ যেই ইচ্ছা পাড়িয়া খাইলা ফুল ফল❋ রঙ্গে ঢঙ্গে নিশি আসি শেষ হৈল যবে ॥ কল কল কলরব শুকজিত তবে ❋ ঘন ঘন তাম্রচুড়া যুড়িল হাঙ্কার ॥ প্রফুল্ল কুসুম্বে হৈল ভ্রমর ঝঙ্কার ❋ গগনে নক্ষত্র গণ তরল বিরল ॥ প্রজ্জ্বল্য দিপের প্রভা হইল কোমল ❋ সরোবরে পদ্ম মুখ হৈল বিকশিত ॥ মুদিত কুমুদ ফুল পাই অন্তে ভিত ❋ করুণা তেজিয়া কুকিল হাস্যযুক্তা ॥ তাম্বুল দোসর মুখ সিন্দুগণ মুক্তা ❋ পেচক চটকচর্ম্ম রহিল নির্জ্জনে ॥ তপ হেতু উচ্চ রব কৈল মণ্ডজ্জিনে ❋ কুমারেত সম্বোধি কহিল সত্য ভাও ॥ যথা ইচ্ছা হয় তথা সুখে নিদ্রা যাও ❋ দশ সহচরি থুইনু তোমার নিকট ॥ যেই ইচ্ছা মাগি লৈও না করি কপট ❋ যদিবা মদন শরে চিত্ত হয় হত ॥ আজ্ঞা দিনু সকল তোমার অনুগত ❋ যার সঙ্গে ইচ্ছা হয় পুরো মন সাধ ॥ আমি আজ্ঞা করিনু

নাহিক অপরাধ ❋ আর সব সখিরে কহিল দড় করি ॥ তুমি সব চতুর্দ্দিগে থাকিবা প্রহরী ❋ কোন দেও অপ্সরা গমন এথাত ॥ পাইলে বান্ধিয়া নিও আমার সাক্ষাত ❋ রাজ কার্য্য হন্তে আমি আসি যতক্ষণ ॥ কুমারের আজ্ঞা পালি থাক সর্ব্ব-জন ❋ সঙ্গের সকল জনে জানে সব মর্ম্ম ॥ যা হন্তে প্রচার তার নষ্ট হৈব কর্ম্ম ❋ রাজ কার্য্য হেতু আমি যাইব যে পাটে পরাণী আমার মাত্র কুমার নিকটে ❋ এত কহি মেলানি মাগিয়া বরবালা ॥ কত সখি সঙ্গে করি পাটে শীঘ্রে গেলা ❋ যত ইতি রাজনীতি জ্ঞানে পুরি ধর্ম্ম ॥ পাটে বসি দশ দণ্ড কৈল্ল রাজ কর্ম্ম ❋ সর্ব্ব কার্য্য সঙ্কল্পিয়া ভাঙ্গি রাজবার ॥ প্রবেশিল গিয়া বালা গৃহের মাঝার ❋ নিজ স্থানে গিয়া যদি বিরলে বসিল ॥ সেই ক্ষণে যক্ষ আসি সাক্ষাৎ করিল❋প্রগাঢ় শ্যামল তনু দশন বিকট ॥ রাহু গ্রহ আইল যেন চন্দ্রিমা নিকট ❋ তাহাকে দেখিয়া কন্যা হাসিয়া কপটে ॥ বলে এক কথা কহি আইসহ নিকটে ❋ এতেক শুনিয়া যক্ষ হৈয়া হৃষ্ট মন ॥ ভুমি শির দিয়া আসি দাণ্ডাইল তখন ❋ জিজ্ঞাসিলা কন্যা কিবা বাঞ্ছা তোমা মনে ॥ কি লাগিয়া নিত্য আইস আমার সদনে ❋ যক্ষে বলে তোমা প্রেমে বন্দী মোর চিত্ত ॥ না দেখি রহিতে নারি অইসি নিত্য২ ❋ একে অপ্সরা তুমি আর নরপতি ॥ তোমা প্রেম যোগ্য নহি আমি হীন মতি ❋ ধরাইতে নারি হিয়া কি বুদ্ধি করিমু ॥ ভাবিতে তোমার রূপ পরাণে মরিমু ❋ কন্যা বলে কি মাগিবা কহ মনোরথ ॥ জানিলে তোমার আশা করিমু যুকত ❋ বলে মোর মানস কহিতে ভয় লাজ ॥ বিদগদ আপনে না বুঝ কোন কাজ ❋

কন্যা বলে আজি সে বুঝিল তোর ভাব॥ আইস যাও অল্পেং হৈব মিত্র লাভ ❋ নিস্কপটে সদ্ভাবেতে তারে বলি ইষ্ট॥ জিজ্ঞাসিলে মর্ম্ম কথা যদি কহে নিষ্ঠ ❋ কালি আমি তোমা স্থানে সব জিজ্ঞাসিব॥ যদি সত্য কহ তত্তে পিরীতে বাজিব❋এ বলিয়া সখি প্রতি ইঙ্গিত করিল॥ কোটরা ভরিয়া আনি দিব্য সুরা দিল❋ ভুমি চুম্পি শির প্রসারিয়া কৈল্ল পান কহিল আজি সে পাইনু অতুল সম্মান ❋ মিত্র যোগ্য নহি আমি সহজে কিঙ্কর॥ যেই কর্ম্মে আজ্ঞা কর করিমু সত্বর ❋ কন্যা বলে আজু আপনার স্থানে যাও॥ কালি নিষ্ঠা করিব পিরীতি সত্য ভাও ❋ এত শুনি যক্ষাধম পুলকিত হৈয়া॥ চলিল আপনা স্থানেংভূমি চুম্ব দিয়া ❋ তিন চারি জন সঙ্গে দিল অলক্ষিতে॥ স্থান স্থিতি আদি তার সব বার্ত্তা লৈতে ❋ অদলে বদলে নিত্য থাক তার পাশে॥ আগে আসি জানা-ইও যবে এথা আইসে ❋ তবে কন্যা শীঘ্রগতি আসিয়া উদ্যানে॥ কহিলা রহস্য সব কুমারের স্থানে ❋ ভক্ষ দ্রব্য ইঙ্গিতে আনিয়া সখিগণ॥ পরম হরিষে বসি করিল ভক্ষণ ❋ নিয়মিত সুসৌরভ কর্পুর তাম্বুল॥ যক্ষ নাশ হেতু যুক্তি করিলা বহুল ❋ কন্যা বলে এথা থাক পরম কৌতুকে॥ যেই মনে শ্রদ্ধা প্রকাশিমু মন সুখে ❋ সেবা হেতু আছে যত সৌভাগ্য যুবতী॥ লংঘিতে তোমার আজ্ঞা কাহার শকতি ❋ যাকে ইচ্ছা হয় রাখ বাছিয়া রূপসী॥ কুমার উত্তর দিলা মৃদুমন্দ হাসি ❋ যদ্যপি তোমার আজ্ঞা হয় অলংঘিত॥ সুপুরুষে ভব্যতা না ছাড়ে কদাচিত❋ কন্যা বলে যেই ইচ্ছা আমি গৃহে যাই॥ নিশাকালে কৌতুক চাহিব এক ঠাঁই ❋

এত কহি কন্যা গেল আপনা বাসরে ॥ কুমার বিচ্ছেদে মন ছটফট করে ❀ রাত্রিতে উদ্যানে আসি ভক্ষ আদি সুখে ॥ নৃত্য গীতে রজনী বঞ্চিলা সকৌতুকে ❀ প্রভাতে আসিয়া কন্যা দিলা রাজবার ॥ কার্য্য সাঙ্গ করি গেলা গৃহের মাঝার বিরল মন্দিরে গিয়া বৈসে কন্যাবর ॥ হেনকালে সেই যক্ষ আইল গোচর ❀ ভুমে শির দিয়া নম্রভাবে দাণ্ডাইল ॥ কপটে গৌরবে কন্যা নিকটে বসাইল ❀ কহিল তোমার ভক্তিভাবে হৈলুং বশ ॥ এক কথা মাত্র হয় মনেত কর্কশ ❀ চিরকাল যার সঙ্গে নির্ব্বাহয় ওর ॥ তার সনে প্রেম ভাব চিত্তে হৈছে মোর ❀ অপ্সরা জাতি আমি জিয়ে চিরকাল ॥ নাহি জানি তোমার জীবন মন্দ ভাল ❀ সত্য কথা কহ যদি সাক্ষাতে আমার ॥ তবে সে পুরিতে পারি আরতি তোমার ❀ এত কহি পুর্ণ এক ভাঙ্গের কোটরা ॥ সম্মুখে আনিয়া পুনঃ দিল দিব্য সুরা ❀ মদ্যপান হৈয়া চিত্ত প্রকাশি কহিল ॥ হরিষে কপট ত্যাজি কহিতে লাগিল❀সত্য ভাবে কন্যা যদি জিজ্ঞা-সিলা মোরে ॥ সত্য কথা প্রকাশিয়া কহিব তোমারে❀শুনিছ ধবল গিরি কৈলাস নিকট ॥ তার পরে আছে এক মহা বৃক্ষ বট ❀ এক ধোরকাক আছে শ্বেতবর্ণ গাও ॥ দুই ঠোঁট রাতুল রাতুল দুই পাও ❀ তাহার অন্তরে আছে এক দিব্য রত্ন ॥ পেট ফাড়ি লয় যদি করি মহা যত্ন ❀ সেই রত্ন শীঘ্রে যদি পুড়ি করে ছার ॥ তবে সে জানিও নিষ্ঠা মরণ আমার❀ ধরিতে সে কাক অতি আছয় সঙ্কট ॥ শত সংখ্যা ভুত প্রেত আছয় নিকট ❀ কদাচিৎ কেহ যদি এ কর্ম্মেত যায় ॥ সে সকলে বৃক্ষ শিলা ক্ষেপে মুষ্টি প্রায় ❀ তন্ত্রে মন্ত্রে করে যদি

বন্ধ চারি ভিতে ॥ প্রেতগণে আসিতে নারিব কদাচিতে ❋ তবে সেই কাক বেগে আকাশে উড়য় ॥ তাহা হন্তে শীঘ্রগতি যদি কেহ ধায় ❋ বহুল ভ্রমিয়া যদি সেই কাক ধরে ॥ প্রেতে আসি শীঘ্রগতি জানায় আমারে❋ অগ্নিতে না দিতে রত্ন আমি আসি তথা ॥ প্রাণ লৈয়া করি তারে শতেক অবস্থা ❋ আমি না লংঘিতে যদি অনলে ফেলায় ॥ তবে ছটফট করি প্রাণী মোর যায় ❋ এমত মরণ মোর কেবা ভেদ জানে ॥ যদিবা জানয় হেন করে কার প্রাণে❋ এ বিনে আমার মৃত্যু নাহি কদাচিত ॥ যদি কৃপা কর হৈব অখণ্ড পিরীত ❋ তাহা শুনি বরবালা হাসিয়া কহিল ॥ অখনে সে মোর মনে প্রত্যয় হইল ❋ গৃহে গিয়া কর তুমি আনন্দ ধাবাই ॥ পাত্র মিত্র স্থানে আমি রহস্য জানাই ❋ সপ্ত দিন ব্যাজে তুমি আইস মোর পাশে ॥ পুরাইমু তোমার মনেত যেই আইসে❋ পাপী যক্ষ চলি গেল আপনার স্থানে কন্যা আসি কহিলা কুমার বিদ্যমানে ❋ কুমার বলিল কন্যা না হও চিন্তিত ॥ আমাকে লইয়া তথা চলহ তুরিত ❋ কাক ধরিবার কর্ম্ম তুমি সব ভার ॥ ভুত প্রেত বন্দ হৈব শক্তিয়ে আমার ❋ কিন্তু তথা আগে চর পাঠাইয়া চাও ॥ দেখউক দুরে থাকি সত্যাসত্য ভাও❋ তবে কন্যা মর্ম্মশীল প্রিয় পঞ্চ সখী ॥ পাঠাইল সত্য মিথ্যা আসিবারে দেখি ❋ প্রহরেকে দেখিয়া আইল পঞ্চ জনী ॥ বট বৃক্ষে শ্বেত কাক স্বরূপ কাহিনী ❋ আর দিন প্রভাতে চলিল বরবালা ॥ চড়িয়া কুমার সঙ্গে উড়ন্ত খাটলা ❋ অতি শীঘ্রগামী সখী চারি শত জন ॥ চারিদিকে কাক হেতু করি নিয়োজন ❋ আঁখীর

নিমিষে গিয়া হৈল উপস্থিত॥ তন্ত্রে মন্ত্রে কুমার বান্ধিলা চারি ভিত ❋ ভুত প্রেত লংঘিতে নারিল আসি যবে॥ অতি শীঘ্রগতি কাক উড়া দিল তবে ❋ পাছে সখিগণ আসি শীঘ্রে লৈলা লাগ॥ সর্ব্বদিক বন্ধ দেখি ধন্দ হৈল কাক ❋ আউলি বাউলি মারি ফিরিতে লাগিল॥ শীঘ্রে আসি এক সখী বায়স ধরিল ❋ অগ্নি হেতু করি ছিল আগে নিয়োজন॥ কাক নাহি ধরিতে জ্বালিছে হুতাশন ❋ শীঘ্রে হৃদ ফাড়িয়া খসাই রত্ন লৈল॥ তৎমাত্র আনি মহা অনলে ফেলিল ❋ বার্ত্তা পাই মহা যক্ষ ধাইল ত্বরায়॥ নিকটেতে না লংঘিতে ভুমে পৈল কায় ❋ ছটফট হৈয়া মরি পড়িল ভুমিত॥ ছৈয়দ মহম্মদ খান জান সুচরিত ❋ যক্ষ মৃত্যু দেখি দোহ হরষিত মন॥ নৃত্য গীত আনন্দে রহিলা দুইজন ❋ তবে যত পাত্র মিত্র ডাকিয়া আনিল॥ সকলের স্থানে এই রহস্য কহিল ❋ যক্ষ মৃত্যু শুনি সব আনন্দ স্বরূপ॥ তদধিক দেখি শুনি কুমারের রূপ ❋ বহুবিধ সুমঙ্গল আনন্দ বিধানে॥ কন্যা বিভা দিল সবে কুমারের স্থানে ❋ নৃত্য গীত কেলি-রসে কাম রতিকলা॥ গোপিনী সমাজে যেন রাধা সঙ্গে মেলা ❋ রোহিণী সহিতে যেন নক্ষত্র মণ্ডলী॥ শচি বিদ্যাধরি যেন সঙ্গে ইন্দ্র কেলি ❋ এক প্রাণ হৈল যেন সবে অঙ্গ ভিন॥ অন্তরে বাহিরে যেন নাহি ভঙ্গ চিন ❋ একদিন কন্যা সঙ্গে আসি নিজোদ্যানে॥ পরিবার আদি সমর্পিল তান স্থানে ❋ কন্যা সে আসিয়া কুমারে কৈল্ল রাজা॥ বিধিবশে অপ্‌সরা করে নর পুজা ❋ মগ্‌রিব রাজ কন্যা রোজ-আপজুনী॥ যদি সে কহিল গল্প বাহরামে শুনি ❋ নানাবিধ বস্ত্র অভরণে

সন্তোষিয়া ॥ শয়ন করিল নৃপ বক্ষে লাগাইয়া ❋ সর্ব্ব বর্ণে শ্রেষ্ঠ বর্ণ ভুবন মোহন ॥ শ্বেত ছত্রে বিভুসিত নৃপতি লক্ষণ মালতি মল্লিকা অতি কৌরব চন্দন ॥ সুদ্ধ বর্ণ সোভে ধনি নির্দ্ধনির মন ❋ শ্বেত বর্ণ গঙ্গা জল আদি পুষ্প রস ॥ কবিগণে বাখানয় শ্বেত কির্ত্তি যশ ❋ শ্রীমন্ত মোহন্ত ছৈদ মহাম্মদ খান ॥ চন্দ্র অর্ক বহি জার রহিল বাখান ❋ সপ্তম প্রসঙ্গ শুনি মন হরষিত ॥ হিন আলাওল বাক্য মধুর রচিত ❋

রাগ দীর্ঘ ছন্দ ❋ এই মতে বাহরাম, পুরিয়া মনের কাম, সপ্ত গৃহে ফিরি অনুক্রমে ॥ নিস্মরি না দেন্ত বার, দেশ হৈল অবিচার, আখেটে না যায় মন ভ্রমে ❋ পাত্র সবে রাজ্য লুটে, কারে বান্ধে কারে কাটে, কাহার সর্ব্বস্ব নারী হরে ॥ দুঃখ পাই করদাতা, পলাইল যথা তথা, যেবা আছে সুখে দুঃখে মরে ❋ ভাণ্ডারে না আটে ধন, দুঃখ পায় বীরগণ, নৃপতিরে সবে অক্ষেমন ॥ থাকিতে রাজ্যের শ্বামী, দুঃখ এত পাই আমি, সম তার জীবন মরণ ❋ বুঝিয়া কার্য্যের অন্ত, রিপু হৈল বলবন্ত, নৃপ বল টুটে দিনে দিনে ॥ দশ অব্দ এই মত্তে, নৃপ আছে অন্তর্গতে, কহিতে না পায় চরগণে ❋ দেশে নাহি দান ধর্ম্ম, অনিতি হইল কর্ম্ম, বহু যত্ন করি চরগণ ॥ পাঠাইয়া দিল পাতি, তাহা দেখি নরপতি, ভ্রম খণ্ডি হৈল সচেতন ❋ প্রাতঃকালে নরপতি, মৃগয়াতে করি গতি, সৈন্য সঙ্গে বনে প্রবেশিল ॥ দেখিয়া সামন্ত রীত, মনে উপর্জ্জিল ভিত, ভাবিয়া চিন্তিয়া যুক্তি কৈল ❋ এক গোর দেখে বনে, তাকে মারিবারে মনে, অশ্ব ধাবাইল পাছে পাছে ॥ গোর প্রবেশিল বন, দুরে রৈল সৈন্যগণ, একজন না লংঘিল

কাছে ❋ চিরদিন অনভ্যাস, অতি ঘোরতর শ্বাস, বাহনেত মহা শ্রান্ত হৈল ॥ গোর গেল দুরন্তর, আগুলিতে নৃপবর, একাশ্বর পন্থেত চলিল ❋ সৈন্য সব রৈল দুরে, উদ্দেশি না পায় কারে, একজন নাহি তার পাশে ॥ ভাবি চিন্তি নিজ মন, হই অশ্বে আরোহণ, চলিলেক গোরের উদ্দেশে ❋ গুনি মিত্র বন্ধু হিত, সত্যবাদী সুচরিত, শ্রীযুত ছৈয়দ মহাম্মদ ॥ সু-আজ্ঞা পাইয়া তান, হীন আলাওলে ভান, আয়ু কীর্ত্তি বৃদ্ধি সুসম্পদ ❋

❋ বাহরাম নৃপ মৃগয়াতে এক বৃদ্ধ হইতে ❋
❋ উপদেশ পাইবার বিবরণ ❋

জমক ছন্দ ❋ সুপবিত্র গ্রাম এক নিকটে দেখিয়া ॥ বৃক্ষতলে আইল নৃপ অশ্ব ধাবাইয়া ❋ এক বৃদ্ধত্তমা ঘর বৃক্ষ পুর্ব্ব পাশে ॥ মহাজন দেখি বৃদ্ধ আইলেক পাশে ❋ নম্রভাবে দাণ্ডাইয়া যদি প্রণামিল ॥ তার ঠাঁই নরপতি সলিল মাগিল বৃক্ষতলে দিব্যাসনে অতিথে বসাই ॥ দিব্য পাত্রে শীঘ্রে আইল দিব্য জল লই ❋ হস্ত মুখ পাখালিল আপনার হাতে ক্ষুধাযুক্ত অতিথ বুঝিয়া সে ইঙ্গিতে ❋ শিরমাল রুটি আর মৃগের কাবাব ॥ ঘৃতপক্ক ব্যাঞ্জনাদি সক্করা জিলাব ❋ দুগ্ধ দধি ঘৃত মধু মিছিরী লবনী ॥ অতিথ সাক্ষাতে আনি বলে প্রিয় বাণী ❋ সাক্ষাতে দাণ্ডাই নম্র ভাবে কহে কথা ॥ যোগ্য ভক্ষ দিতে হীনে না ধরে যোগ্যতা ❋ কিন্তু মহাজন ক্ষুধাযুক্ত অনুমানি ॥ এতেক সাহস করি তাহার কারণী ❋ নৃপে বলে সত্য বৃদ্ধ মোহন্ত লক্ষণ ॥ ক্ষুধা বুঝি আনি দিলা উত্তম ভোজন ❋ এহার অধিক ভক্ষ কিবা আছে আর ॥ গুণ মানি

বিধি বশে শুধিব এ ধার ❋ এত কহি নরপতি ভক্ষে দিল হাত ॥ অপুর্ব্ব কৌতুক এক দেখিল সাক্ষাৎ ❋ দুই হস্ত বান্ধি এক ডাঙ্গর কুকুর ॥ বৃক্ষ ডালে টাঙ্গিয়াছে মারিয়া প্রচুর ❋ কাঁউ কাঁউ করি শব্দ করয়ে মিনতি ॥ তাহা দেখি বৃদ্ধেরে জিজ্ঞাসে নরপতি ❋ এহার বৃত্তান্ত মোরে না কহ যাবৎ ॥ এই ভক্ষে হস্ত আমি না দিব তাবৎ ❋ বৃদ্ধে বলে জিজ্ঞাসিলা শুন মহাজন ॥ কুকুরেত ছাগ মেষ কৈনু সমর্পণ ❋ শিশু হন্তে পুষি তারে সব শিখাইনু ॥ আপনা বসতি যত তাহাতে সপিনু ❋ অনেক দিবস মেষ ছাগল রাখিল ॥ কিছু হানি না করিয়া গৃহেত আনিল ❋ তবে তারে প্রত্যয় করিয়া দড় মনে কার্য্য হেতু আপনি ভ্রমিয়ে নানা স্থানে ❋ কত দিন ব্যাজে এই হৈল বহু খল ॥ যত বাচ্চা হয় দুষ্টে ভক্ষয় সকল ❋ মন সুখে যথা তথা ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥ ছাগে মেষে আপ্ত পর কৃষি গিয়া খায় ❋ কেহ হস্ত পদ ভাঙ্গি মারয়ে পরাণে ॥ শৃগালে ধরিয়া খায় রক্ষক বিহনে ❋ অন্যত্র কুকুরে তার ভক্ষ খাই ধায় ॥ পরিজনে ডাকে তারে কাছে না ঘনায় ❋ কালি আমি গৃহে আসি শুনি এই কথা ॥ অন্তরে লাগিল মোর অতিশয় ব্যথা ❋ তবে আমি ডাকি আসি নাম তার লৈয়া ॥ সত্বরে কুকুর আইল পুচ্ছ তোলা দিয়া ❋ তথাপিহ কালি তারে বান্ধিয়া রাখিনু ॥ প্রত্যয়র্থে মেষ ছাগ গণিয়া চাহিনু ❋ পুচ্ছ হিন খোর ক্ষততনু মেষ ছাগ ॥ এক ভাগ নষ্ট হৈছে আছে দুই ভাগ ❋ মহা ক্রোধে মারিয়া তাহারে অতিশয় ॥ টাঙ্গিয়া রাখিনু তারে শুন গুণালয় ❋ তাহা শুনি বাহরামে মনেত ভাবিল ॥ গুরুপ্রায় বৃদ্ধে মোরে উপদেশ

দিল ❀ এই মতে দুষ্টে নষ্ট কৈল্য মোর রাজ্য ॥ খলেরে প্রত্যয় কৈলে বিনাশয় কার্য্য ❀ যথোচিত বাহরাম করিল ভোজন ॥ এক দুই আসিতে লাগিল সৈন্যগণ ❀ নৃপতি নিয়মে বৃদ্ধে দণ্ডবৎ হৈল ॥ কর যোড়ে অপরাধ মাগিতে লাগিল ❀ বাহরাম বলে বৃদ্ধ হে সাধু সদয় ॥ বহু তুষ্ট হৈল আমি তোমার আলয় ❀ সেই গ্রাম সমস্ত বৃদ্ধেরে কৈল দান ॥ অন্নবস্ত্র ধন দিয়া করিল সম্মান ❀

❀ বাহরাম নৃপ বিচারে বসিয়া সকল বন্দিয়ানকে ❀
❀ মুক্ত করিয়া চারি জন পাত্রকে শালে ❀
❀ চড়াইবার বিবরণ ❀

জমক ছন্দ ❀ পাটে বসি বাহরাম চিন্তাকুল মন ॥ প্রাতে বার দিয়া আনাইল সর্ব্বজন ❀ দেশের চরিত্র জিজ্ঞাসিল পাত্র গণে ॥ শুদ্ধ পদুত্তর দিতে নারে কোন জনে ❀ তবে নৃপ ক্রোধ হই বলিল তখন ॥ তুমি চারি জন রাজ্য কার্য্যের ভাজন ❀ জীববন্ত আছোঁ মুই সিংহ বাহরাম ॥ মনে গর্ব্ব ভাবি নষ্ট কর মোর কাম ❀ একবার ক্ষমা কৈলুং অপরাধ যত্র ॥ খাকান চিনেতে যবে লিখি ছিলা পত্র ❀ শশকের নিন্দা মোর না বুঝসি সন্ধি ॥ এ বলিয়া পিতা ছাড়ি পুত্র কৈল্লা বন্দি ❀ পায়েত দারুকা হস্তে দিল হাতকড়ি ॥ গলায় প্রগাঢ় দিল লোহার নিগারী ❀ লোহময় শিকলে জড়িল সর্ব্ব অঙ্গ ॥ তাহার যন্ত্রণা দেখি লোকধিক রঙ্গ ❀ নৃপতি আদেশ পাই শতে শতে চর ॥ রাখিল ঢেণ্ডরা দিয়া নগরে নগর ❀ সম্বোধিবে সবে আজি নৃপ বাহরাম ॥ সকল প্রার্থিক চল নৃপতির ঠাম❀সর্ব্ব আরজ-দস্তি চল নৃপতি দেওানে ॥ আপনা আপন

দাদ পাইবা জনে জনে ✽ বাহরাম নৃপতি কহিল সহসাত ॥ যত বন্দিয়ান লোক আনিতে সাক্ষাৎ ✽ শত সংখ্যা মনুষ্য বিচারি কারাগার ॥ সাক্ষাতে আনিল যথা নৃপে দিছে বার ✽ ভব্য চাহি সপ্ত জন আনিল নিকট ॥ কহিল বৃত্তান্ত সব করহ প্রকট ✽ প্রথমে কহিল একে নৃপতি গোচর ॥ ঈশ্বর কিঙ্কর আমি হই সদাগর✽ ভাইর রমণী দেখি পরম সুন্দরী ॥ বলে কাড়ি নিল মোর ভাইকে সংহারি ✽ বৈরী উদ্ধারন হেতু দেখিয়া আমারে ॥ বৎসরেক পুরিল রহিছি কারাগারে✽ পাত্র স্থানে তবে জিজ্ঞাসিল নৃপবর ॥ শুখাইল মুখ না নিস্বরে পদু- ত্তর ✽ তার ভ্রাতৃ নারী আদি যত দ্রব্য মাল ॥ তাকে সম- র্পিয়া মুক্ত করিল তৎকাল ✽ দ্বিতীয় বৈষ্ণব এক ভুমি চুম্ব দিয়া ॥ আশীর্ব্বাদ পুর্ব্বকে কহিল আগু হৈয়া✽ নৃপতির দেশে থাকি মুই উদাসীন ॥ প্রভু সেবি আশীর্ব্বাদ করি রাত্র দিন ✽ নৃপ আদি যত লোকে করে মোরে দান ॥ রাজেশ্বর দেশে থাকি মুই গুণবান ✽ মহাজন কৃপা করে শুনি মোর গীত ॥ নানা যন্ত্র বাজাইতে জানি সুললিত ✽ মোর গৃহিনীরে এক অভ্যাস করাইনু ॥ তিন পুত্র সঙ্গে নানা যন্ত্র শিখাইনু ✽ পরম সুশ্বর কণ্ঠ দেখিয়া তাহার ॥ যন্ত্র গীত শিখাইলুং বিবিধ প্রকার ✽ রূপে জগ যন্ত্রে গীতে মোহে উপকারী ॥ ভাবেত কিঙ্কর আমি সে হয় ঈশ্বরী✽ তার ভাবে আনন্দ পুলক মোর অঙ্গ ॥ সেই দিপে হৈল আমি ভ্রমিতে পতঙ্গ ✽ এই সব বৃত্তান্ত শুনিয়া পাত্রবরে ॥ প্রাণ শুন্য করি ধন হরি নিল তারে✽ তাহার বিচ্ছেদে আমি হৈল ছন্ন রীত ॥ আজ্ঞা কৈল্ল পাগলেরে বন্ধন উচিত ✽ মোর প্রাণেশ্বরী লই পাত্র বঞ্চে

সুখে ॥ পঞ্চ অব্দ কারাগারে আমি মরি দুঃখে ❋ পঞ্চ বৎ-
সরের ভক্ষ বস্ত্র অনুমানি ॥ নারী সঙ্গে দিয়া মুক্ত কৈল নৃপ-
মণি ❋ তৃতীয় কহিল এক ভুমি শির দিয়া ॥ নৃপতিরে আশী-
র্ব্বাদ প্রশংসা করিয়া ❋ রাজেশ্বর দেশে থাকি মুই সাধুজন ॥
নৃপতি প্রসাদে বিধি দিছে কিছু ধন ❋ সংসার অসার হেন
মনে দড়াইয়া ॥ পরকাল বণিজ রহিনু ধন দিয়া ❋ উদাসীন
ফকির মাতঙ্গ আর দুখি ॥ যেই আইসে সেই দান করে মন
সুখী ❋ সঙ্কট পড়িলে কারো করি উপকার ॥ ভক্তি করি
অতিথীরে ভুঞ্জাই আহার ❋ এই সব রহস্য শুনিয়া পাত্র-
বরে ॥ ডাকিয়া আপনা ঘরে লৈয়া আইল মোরে ❋ কহিল
না হয় তোর উপার্জ্জিত ধন ॥ বিধি বাক্য অকরতা তাহার
কারণ❋ এই ছলে সর্ব্ব ধন লৈগেল হরিয়া ॥ কারাগারে থুইল
শেষে মনেত ভাবিয়া ❋ ষষ্ঠম বৎসর হৈল দারুণ বন্ধনে ॥
আজি ভাগ্য পাইনু নৃপতি দরশনে ❋ নৃপে শুনি ছয় অব্দ
ভক্ষ অনুমানি ॥ ধন সঙ্গে দিয়া তারে করিল মেলানি❋চতুর্থে
কহিল সেবা আশীর্ব্বাদ শেষে ॥ কায়ানি নৃপতি বংশ বৈসে নৃপ
দেশে ❋ মোর বাপে নৃপ সেবা করিল বিস্তর ॥ বীরগণ মধ্যে
মুই মোহন্ত কিঙ্কর ❋ নৃপতির অরিগণ সঙ্গি সহ লৈয়া ॥
মারিছোঁ বহুল মুই অগ্রগামী হৈয়া ❋ এক অব্দ হৈল বৃত্তি
না দেয় নৃপবর ॥ না পাইয়া ধন তবে পাত্রের গোচর ❋ যেই
বৃত্তি ঘরে ছিল সব বেচি খাইনু ॥ সহিতে না পারি পাছে
পাত্র পাশে আইনু ❋ বহুল ব্যগ্রতা করি মাগিনু তাহারে ॥
ক্রোধ হৈয়া মন্দ ছন্দ বলিল আমারে ❋ উদরে বহুল কষ্ট
সহিতে না পারি ॥ বলিনু নৃপতি আগে করিমু গোহারি ❋

নৃপতিকে বিদ্রুপ বলিনু বহুতর ॥ সেই জন্য সেবকেরে থুইল বন্দি ঘর ❋ সপ্তম বরিষ বহি নৃপতি চরণ ॥ মহা ভাগ্য আজি সে পাইনু দরশন ❋ অষ্ট অব্দ নিয়মিত তারে বৃত্তি দিয়া ॥ সেই ক্ষণে মুক্ত কৈল প্রসাদে তুষিয়া ❋ পঞ্চমে বৈষ্ণব এক ভুমি শির দিয়া ॥ আশীর্ব্বাদ পুর্ব্বকে কহিল আগু হৈয়া ❋ নৃপতির দেশে থাকি মুই উদাসীন ॥ প্রভু সেবি আশীর্ব্বাদ করি রাত্র দিন ❋ নৃপ আদি যত লোকে করে মোরে দান ॥ সব ভাঙ্গি মুই এক রচিনু উদ্যান ❋ সুন্দর সমান বৃক্ষ ছায়া সুগম্ভির ॥ ফুল ফল চৌদিকে পুর্ণিত বহে নীর ❋ শুনিয়া উদ্যান কথা মহা পাত্রবর ॥ অকস্মাৎ আইল উপবনের ভিতর ❋ তাহাকে দেখিয়া মুই মহা তুষ্ট হৈনু ॥ দিব্যাসন আনিয়া বসিতে স্থল দিনু ❋ সারাব কাবাব ফল নানান আহার ॥ ভুঞ্জাইয়া বহুল মাঙ্গিনু উপহার ❋ উপবন পুষ্প আদি নানান সৌরভ ॥ যত শক্তি ছিল মোর করিনু গৌরব ❋ তবে সব উপবন ভ্রমিয়া চাহিল ॥ ঝরনার জলে হস্ত মুখ পাখালিল ❋ উদ্যান দেখিয়া মনে মহা সুখ পাই ॥ কহিলেক উপবন বেচ মোর ঠাই ❋ কহিনু উদ্যান মোর প্রাণের অধিক ॥ ইহা ভিন্ন বিশ্রামিতে না পারি খানিক ❋ উদ্যান তোমার জানো মুই বাগ আনি ॥ যবে ইচ্ছা আইস বৈস দিমু অন্ন পানি ❋ যেই ফল কুসুম যখনে ইচ্ছা হয় ॥ অবিলম্বে পাঠাইমু শুন মহাশয় ॥ বলে না ভাণ্ডিলা সত্যে কপট বচনে ॥ এথা হন্তে শীঘ্র তুমি যাও অন্য স্থানে ❋ ছলে বলে অৰ্দ্ধ মুল দিয়া মোর করে ॥ আপনা মনুষ্য রাখি খেদাইয়া মোরে ❋ নৃপ পাশে জ্ঞাপন হইব হেন মানি

অপরাধি বলি মোরে বন্দি কৈল্ল পুনি ❋ দুই অব্দ মহা দুঃখে আছোঁ কারাগারে ॥ ভাগ্য বলে আজি নরপতির গোচরে পাত্র স্থানে জিজ্ঞাসিল ননিস্বরে রাও॥ বাহরাম নৃপতি বুঝিয়া কার্য্য ভাও ❋ দুই অব্দ ধন সে উদ্যান তারে দিয়া ॥ মুক্ত কৈল্ল উদাসীনে প্রসাদে তুষিয়া ❋ ভূমি শিরে সাষ্টাঙ্গে কহিল রাজেশ্বর ॥ তোমার নগরে বৈসোঁ মুঞি সদাগর ❋ প্রতি অব্দে বহিত্রে সমুদ্র পন্থে গিয়া॥ নৃপতির দেশে আইস নানা দ্রব্য লৈয়া ❋ বহুমুল্য মুক্তা এক ভাগ্য বলে পাইলুং ॥ নৃপতির যোগ্য বস্তু হেন মনে কৈলুং ❋ সেই মুক্তা লই গেনু নৃপতি গোচর ॥ না পাই নৃপতি লাগ আইনু নিজ ঘর ❋ মুকুতা দেখিয়া পাত্র হরিষ অন্তরে ॥ কাড়ি লই গেল মুক্তা আপনার ঘরে ❋ পাত্রের হরিষে মোর হইল বিষাদ ॥ লক্ষ ভাগে এক মোরে না কৈল প্রসাদ ❋ অল্প কিছু ধন দিয়া করিল মেলানি ॥ নৃপ কর্ণগত হৈব মনে অনুমানি ❋ বন্দি করি আমাকে রাখিল কারাগারে ॥ সেই মুক্তা চিপে যেন ছিপির অন্তরে ❋ চারি অব্দ গর্ভ বাস হেন দুঃখে ছিলুং ভাগ্য হেতু মহারাজ চরণ দেখিলুং ❋ পাত্রেত পুছিল নৃপ ননিস্বরে বানি॥ চারি অব্দ বণিজ্যের ধন অনুমানি ❋ সে রত্ন সত্বরে দিয়া মুক্ত কৈল্ল তারে॥ সপ্তমে কহিল এক নৃপতি গোচরে ❋ সপ্তমে জাহেদ এক হৈয়া আগুয়ান॥ আশীর্ব্বাদ কৈল্ল হোক সর্ব্বত্রে কল্যাণ ❋ মুঞি হীন সংসারের মায়া পরিহরি ॥ একাশ্বর আছিল ঈশ্বর সেবা করি ❋ ভক্তি ভাবে কেহ যদি কার্য্য হেতু যায় ॥ আশীর্ব্বাদ করিলে কিঞ্চিৎ ধিক পায় ❋ এই কথা সকল দেশেত কৈল্ল রব ॥ নিষেধিত্তে না

পারি আইসেন্ত লোক সব ✽ তাহা শুনি পাত্রবর আমাকে ডাকিয়া॥ বহুল আক্রোসে মোরে কহিল গঞ্জিয়া ✽ সবাকে জিনিয়া আমি হৈলুং মহাবলী॥ আমাকে সঁাপিলি তুঞি দুই হস্ত তুলি ✽ হেন প্রভু আগে হস্ত না তোলহ আর॥ দুই হস্তে গলে দেও শিকল লোহার ✽ হস্ত আর গলা বান্দি তিন অব্দ মোরে ✽ বিনা অপরাধে রাখিয়াছে কারাগারে ✽ গৌরব করিয়া নৃপ কহে জাহিদেরে॥ তোমা কি কহিব সব কৈল্ল আপনারে ✽ বিনা অপরাধে যত লোক কৈল্ল নষ্ট॥ শতগুণ তাহার পাইব ফল কষ্ট ✽ পাত্রের ভাণ্ডার হস্তে ইচ্ছা হয় যত॥ আজ্ঞা দিনু ধন বস্ত্র লই যাও তত ✽ জাহিদে বলিল ধনে নাহি মোর সাদ॥ খাইমু ঈশ্বর ভাবি করি আশী-র্ব্বাদ ✽ বন্দিয়ানে মুক্ত করি নৃপ ক্রোধ মনে॥ চারি জনে শালে তুলি দিল তত্তৈক্ষণে ✽ নিয়মিত ধর্ম্ম রাজ্য কৈল্ল চির-দিন॥ শত্রু সবে ভুমি চুম্পি হৈল শক্তি হীন ✽ বলাবল খণ্ডিয়া সুধন্য হৈল দেশ॥ পুনরপি লক্ষি আসি হৈল পরবেশ যে যেমত করে সে তেমত পায় ফল॥ ভালে ভাল মন্দে মন্দ জগ চলাচল ✽ ধর্ম্ম ধিকে পুণ্য ধিকে বৈভব বাড়য়॥ অধর্ম্মে পাতক বৃদ্ধি সর্ব্বনাশ হয় ✽ এই ভাবি ধর্ম্ম না ছাড়িও কদাচিত্ত ধর্ম্মেধর্ম্ম জগ জন জগ প্রতিষ্ঠীত✽ধর্ম্মেধর্ম্ম বড়ই শ্রীযুত মহাম্মদ ধর্ম্ম হেতু নাশে বিধি সকল আপদ ✽ হিন আলাওলে কহে তান আজ্ঞা পাল॥ জগ পুর্ণ কীর্ত্তি গুণ রহে চিরকাল ✽

✽ বাহরাম নৃপ গোর মধ্যে প্রবেশ করিবার বিবরণ ✽

✽ রাগ দীর্ঘ ছন্দ দুঃখিতী ভাটিয়াল ✽

সুখে ধর্ম্মে চিলকালে, বাহরাম রাজ্য পালে, যষ্টি অব্দ

করিল বিলাস ॥ সর্ব্ব লোক হৈল সুখি, কদাচিত নাহি দুখি, পুরয় সবার মন আশ ❋ একদিন মহাবল, সঙ্গে চতুরঙ্গ দল, মৃগয়া করিতে গেল বনে ॥ বেড়িয়া কানন ঘোর, পশু মারে নাহি ওর, নিজ হস্তে কিবা সৈন্যগণে ❋ হেনকালে গোর এক, দেখি পুষ্ট অতিরেক, অশ্ব ধাবাইল তার পাছে ॥ প্রাণ লৈয়া বায়ুবেগে, ধায় ঘোটকের আগে, ক্ষেণে দুরে ক্ষেণে হয় কাছে ❋ উরুতে বিশীক খাইয়া, এড়াইতে নারে ধাইয়া প্রবেশিল শুড়ঙ্গের মাঝ ॥ দ্বারে অশ্ব বান্ধি থুইয়া, হস্তেত কৃপাণ লৈয়া, সুড়ঙ্গে পশিল মহারাজ ❋ মনেত পাইয়া শোক, পাছে ধাইল বীর লোক, আকলিয়া গমনের চিন ॥ আসি সুড়ঙ্গের কাছে, দেখিল ঘোটক আছে, একাশ্বর নৃপতি বিহীন ❋ মাথে হাত সর্ব্ব নর, কান্দে সব উচ্চশ্বর, অগ্নি জালি গর্ত্তে প্রবেশিল ॥ বিচারি অনেক দুর, চাহিলেক বিরবর, না পাইয়া বাহির হইল ❋ বহুল কান্দিয়া সবে, বার্ত্তা না পাইয়া ভাবে, শুনি আইল বাহরাম মাও ॥ শিরে ধুলি হানি কর, পুত্র শোকে উচ্চশ্বর, কান্দে বৃদ্ধা আছাড়িয়া গাও ❋ তবে সে সুড়ঙ্গ হন্তে, শব্দ হৈল আচম্বিতে, কেন বৃদ্ধা কান্দ ভোর হৈয়া ॥ ঈশ্বরের স্থাব্য ধন, করি ছিল সমর্পণ, যার ধন সেই গেল লৈয়া ❋ এত শুনি শান্ত মনে, দেশে আসি সর্ব্ব জনে, রাজা কৈল্ল নৃপতি কুমারে ॥ সেই সুড়ঙ্গের নাম, হৈল গোর বাহরাম, অদ্যাপিহ ঘোষয় সংসারে ❋ ছৈদ মহাম্মাদ খান, সত্যবাদি শান্ত মন, দানে উপকার প্রতিষ্ঠীত জগ পুর্ণ কির্ত্তি যশ, যার গুণে গুণি বশ, আলাওলে মধুর ভাসিত ❋

রাগ জমক ছন্দ ❋ কোথা গেল বাহরাম কোথা সপ্ত প্রিয়া ॥ কোথা গেল রত্ন টঙ্গি রঙ্গ রস ক্রিয়া ❋ যতেক সম্পদ সুখ সব অকারণ ॥ পরিণাম কার্য্য করো চিন্তিয়া মরণ এক মৃত্যু গ্রাসয় যতেক জন্ম যোগে ॥ ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্য কর্ম্ম যাইব মাত্র লগে ❋ এত জানি কর দান ধর্ম্ম উপকার ॥ জন্মিছ মনুষ্য কুলে চিনি লও সার ❋ শ্রীযুত ছৈয়দ মহাম্মদ গুণি বশ ॥ রচাইল পুস্তক রচিমু কির্ত্তি যশ ❋ মোহন্ত পুরুষ সবে এই মাত্র কহে ॥ সেই জন ধন্য যার কির্ত্তি ভরি রহে ❋ আয় প্রভু নিরাঞ্জন বিধির বিধাতা ॥ যত আশীর্ব্বাদ করি তুমি তার দাতা ❋ আজ্ঞাকারী জনের পুরাও মন আশ ॥ হিসাব পর্য্যন্ত রৌক কির্ত্তির প্রকাশ ❋ পুত্র পৌত্রে ধন ধান্যে আয়ু যশ তান ॥ নিত্য বৃদ্ধি শত্রু নাশ সর্ব্বত্রে কল্যাণ ❋ হিন আলাওল কহে তান আজ্ঞাপাল ॥ কীর্ত্তি যশ তাহার রহুক চিরকাল ❋ তান দানে কৃপা মনে মোর দুঃখ নাশ ॥ মালতি চন্দন যশ জগত প্রকাশ ❋ ভকতি প্রণতি মোর নিজামির পায় ॥ রচিল পারস্য ভাঙ্গি বাঙ্গালা ভাষায় ❋ যতদুর বুদ্ধি ছিল কৈলুং সার ধার ॥ না বুঝিলুং যত দোষ ক্ষেমিবা আমার তোমার সদানুন কাব্য কি বুঝিব হীনে ॥ তেকারণে ক্ষমা মাগি যুগল চরণে ❋ আয় প্রভু কৃপাময় ত্রিভুবন সার ॥ পাপ ক্ষেমি পরিণামে করহ উদ্ধার ❋ তপ যপ ধর্ম্ম কর্ম্ম এক না করিলুং ॥ কেবল দয়াল নাম স্মরিয়া রহিলুং ❋ অনাথের নাথ স্বামী দয়ার ভরসা ॥ নিজ গুণে পাতকীর পুর মন আশা আপনা কিঙ্কর না মাগিব অন্য দ্বার ॥ যদ্যপিও পাপকারী সেবক তোমার ❋ মুই অতি ক্ষুদ্র মতি শক্তি উক্তি হিন ॥

ভরশা প্রভুর পদে হতে মন লীন ❋ এবে কিছু কহি শুন নির্ণয় বিচার ॥ ধিরে সবে করিবেক তাহার প্রচার ❋ মুসলমানি সন কহি শুন গুণি গণ ॥ চন্দ্র যুগ কলা নিধি গ্রহের স্থাপন ❋ কহিতে বাঙ্গালা সন মনে বিমর্ষিয়া ॥ দধি সুত শেষে যুগ চন্দ্রে চন্দ্র দিয়া ❋ মঘি সন কহি মনান্তরে করি ভিত ॥ চন্দ্রাপরে চন্দ্র ঋতু পৃষ্ঠে তার নিত ❋

❋ পুস্তক সমাপ্ত ❋

# বিজ্ঞাপন।



—০ঃ❋⊂⊃❋ঃ০—